উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সাইপ্রাস হয়ে কানাডা সফরে প্রধানমন্ত্রী » ৯

হামলা জারি রেখেছে দুই দেশ

রবিবার সকাল থেকে ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। জবাবে ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন 'বৃষ্টি' করেছে ইরান। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
মালদা	৩৪°	২৭°
রায়গঞ্জ	৩৪°	২৭°
বালুরঘাট	৩২°	২৬°
শিলিগুড়ি	৩৩°	২৫°

প্রযোজককে অপহরণ করে টাকা আদায় পূজার » ৭

১ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 16 June 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 29

তিন বিপর্যয়

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই রবিবার দেশ শুধু বিপর্যয়ই দেখল দিনভর।

মথুরা

- মথুরার ঘনবসতিপূর্ণ কাচ্চি সড়ক এলাকায় তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে, অনেকে ধসে পড়া বাড়ির নীচে চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা, উদ্ধার চলছে
- একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে

পুনে

- পুনের ইন্দ্রায়ণী নদীর সেতু ভেঙে অনেকে জলে পড়ে যান
- সরকারিভাবে ৪ জনের মৃত্যুর খবর স্বীকার করা হয়েছে, আহত ৩০ জন, ৬ জন আশঙ্কাজনক

রুদ্রপ্রয়াগ

- উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ থেকে গুপ্তকাশী যাওয়ার পথে আরিয়ান এভিয়েশনের কপ্টার ভেঙে পাইলট সহ সাতজনের মৃত্যু
- ২ মে কেদারনাথের দরজা খোলার পর এই নিয়ে পঞ্চমবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তীর্থযাত্রীবোঝাই হেলিকপ্টার

» বিস্তারিত নয়ের পাতায়

মেয়েকে মেরে থানায় মা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৫ জুন : নয় বছরের মূক ও বধির মেয়ে মায়ের কাছে ক্রমেই বোঝা হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। সেই রাগে ওই মহিলা বালিশ চাপা দিয়ে মেয়েটিকে মেরে ফেলে গঙ্গারামপুর থানায় আত্মসমর্পণ করলেন। রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর অঞ্চলের পাটুল গ্রামের ঘটনা। মৃত শিশুর বাবা বললেন, 'মেয়েকে বাড়িতে রেখে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে কাজে গিয়েছিলাম। স্ত্রী খাবার তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই খাবার খেয়ে কাজে যাই। পরে ভগ্নীপতির ফোন পেয়ে বাড়িতে এসে দেখি মেয়ে মারা গিয়েছে। এভাবে মেয়েকে যে হারাতে হতে পারে তা কোনওদিন ভাবতেও পারিনি।' পুলিশ ওই নাবালিকার

মর্মান্তিক

- মেয়ে মূক ও বধির হওয়ায় মা সহ্য করতে পারতেন না বলে অভিযোগ
- রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর অঞ্চলের পাটুল গ্রামের ঘটনা

মৃতদেহ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যে বাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে তার গৃহকর্তা পেশায় রাজমিস্ত্রি। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ে বড়। ছেলে আড়াই বছর বয়সি। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ গৃহকর্তা বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী সেই সময় মেয়েকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেন বলে অভিযোগ। পরে তিনি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি যে মেয়েকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন তা আগেভাগে কেউ জানতে পারেননি। ওই মহিলা আত্মসমর্পণ করার পর বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপরই এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মেয়ে মূক ও বধির হওয়াতে ওই মহিলা সব সময় বিরক্ত থাকতেন বলে বাসিন্দাদের একাংশের দাবি। সেই রাগেই তিনি মেয়েকে বালিশ

এরপর দশের পাতায়

জখম রোগী ওটিতে পড়ে ৪ ঘণ্টা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম রোগীকে বিনা চিকিৎসায় দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হল অপারেশন থিয়েটারে। প্রায় চার ঘণ্টা পর অর্থোপেডিক চিকিৎসক এলে অপারেশন শুরু হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই অব্যবস্থায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ওই রোগীর পরিজনরা। অপারেশন থিয়েটারের সামনে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। সংশ্লিষ্ট অর্থোপেডিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ জানিয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। জানা গিয়েছে, দেরিতে আসার জন্য রোগীর পরিজনদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ওই অর্থোপেডিক চিকিৎসক মৃন্ময় ধর। অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন এমএসভিপি।

রোগীর পরিজনদের সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা পেশায় মৎস্য ব্যবসায়ী সুকুমার সরকার

রায়গঞ্জ মেডিকেলে গাফিলতির অভিযোগ

- সকাল ৮টা নাগাদ ভর্তি করা হয় জখম ব্যক্তিকে
- কিছুক্ষণের মধ্যেই নেওয়া হয় অপারেশন থিয়েটারে
- ৯টা ৭ মিনিটে নথি তৈরি, অর্থোপেডিককে কল
- সকাল ১০টা নাগাদ অ্যানাস্থেটিস্ট আসেন
- অর্থোপেডিক ওটিতে পৌঁছান ১১.৩৫ মিনিটে

রবিবার ভোর ৪টা নাগাদ বাড়ি থেকে মাছের আড়তে যাচ্ছিলেন। সেসময় বুনিয়াদপুর মোড়ে একটি সিমেন্টবোঝাই ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রশিদপুর গ্রামীণ

এরপর দশের পাতায়

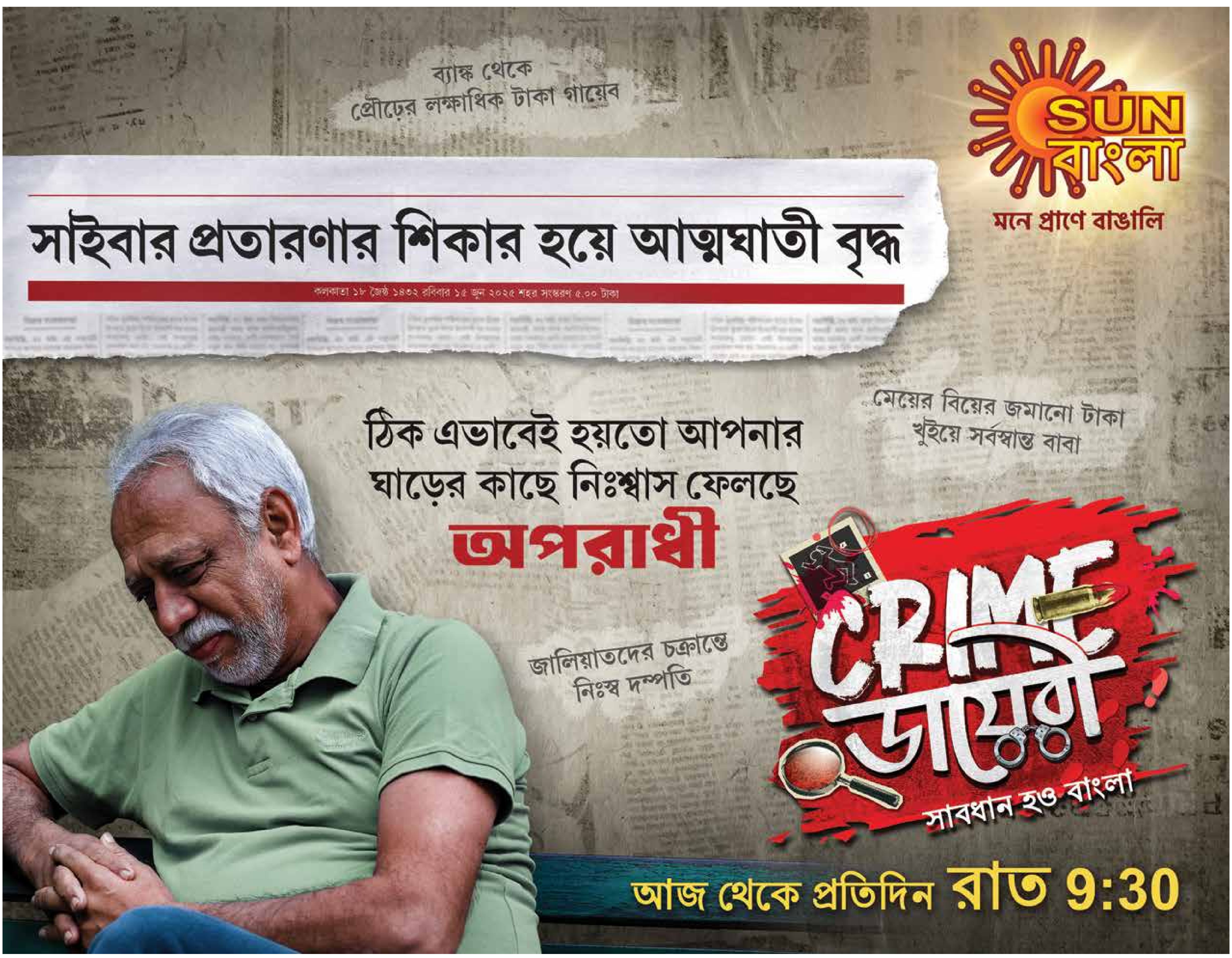

Mankind's
HealthOK™
MULTIVITAMIN TABLETS
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ন
Mankind
Serving Life
ক্লান্তিকে করো দূর
থাকো 24-ঘন্টা
এক্টিভ এনার্জী তে ভরপুর
স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি ইনগ্রিডিয়েন্ট ভিত্তিক। এই প্রোডাক্ট যে কোনও রোগের জন্য
ডায়াগ্নোসিস, চিকিৎসা বা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নয়।
ন্যাচরল জিনসিং X টরিন পাওয়ার
এনার্জী বজায় রাখতে সাহায্য করে
19 জরুরি ভিটামিন্স ও মিনের‍্যাল্‌স
সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
1 প্রতিদিন খাবারের পর ট্যাবলেট
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ন
Mankind's
HealthOK™
12 Vitamins 7 Minerals
Helps Maintain Energy
For Overall Health
Helps Build Immunity
Natural Ginseng
Taurine
Zinc
Vitamin D
Vitamin C
10 Tablets
NUTRACEUTICAL FOR MEN
Mankind
আজই ট্রাই করুন
আপনার নিকটস্থ কেমিস্ট স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
কল করুন টোল ফ্রী নম্বর: 1800 103 4400
www.mankindhealthok.com

নাবালিকা বিয়ে রুখল প্রশাসন

কুমারগঞ্জ ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ জুন : কুমারগঞ্জ ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে শনিবার এক নাবালিকার বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। খবর পেয়ে বিয়ে আসরে পৌঁছে বিয়ে রুখে দিল কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন, শক্তিবাহিনী এবং পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালিকার বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের জলঘর পঞ্চায়েত এলাকায়। তাকে লুকিয়ে বিয়ে দেওয়ার খবর আসে শক্তিবাহিনীর কাছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে শক্তিবাহিনীর সদস্য দেবু সরকার, কুমারগঞ্জ বিডিও অফিসের কর্মী জাহাঙ্গির আলম সরদার, তিনজন এএসআই ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের একটি দল দেখে বিয়ের প্রস্তুতি শেষের পথে। পুরোহিত উপস্থিত, অতিথিরাও আসতে শুরু করেছেন।

প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে বরপক্ষ আগেই পালিয়ে যায়। শক্তিবাহিনীর তরফে কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

“

আমরা জেলায় নাবালক-নাবালিকার বিয়ে আটকাতে বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, অভিযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

শিবেন্দুশেখর জানা
জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক

একইদিনে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তিনটি জায়গায় দুই নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল জেলা চাইল্ডলাইন, ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকে এক কিশোরেরও বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই বিয়েও বন্ধ করা হয়েছে। তিন পরিবারের থেকেই মুচলেকা নেওয়া সহ সতর্ক করা হয় ব্লক প্রশাসন এবং চাইল্ডলাইনের তরফে।

জেলার মধ্যে গত কয়েকবছরে কালিয়াচক, রতুয়া, ইংলিশবাজার, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুরে নাবালিকা বিয়ের প্রবণতা কিছুটা বেশি লক্ষ করা গিয়েছে। একেবারে স্কুল স্তরে গিয়ে বারবার প্রশাসনের তরফে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে প্রত্যেক মেয়েদের স্কুলে কন্যাশ্রী ক্লাব করে সেখানে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ের বিপদ সম্পর্কে ছাত্রীদের বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু লাভ যে তেমন হচ্ছে না, তা কুমারগঞ্জ এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক শিবেন্দুশেখর জানার কথায়, ‘আমরা জেলায় নাবালক-নাবালিকার বিয়ে আটকাতে বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, অভিযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’

ট্রেন থেকে পড়ে হত শ্রমিক

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : কলকাতাগামী একটি চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে দৌড়ে উঠতে গিয়ে পা হড়কে রেললাইন পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম নীরেন হরিজন (৩৯)। পেশায় তিনি একজন পরিযায়ী শ্রমিক। তিনি মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তর সংলগ্ন ভোগিলতা গ্রামের বাসিন্দা।

শনিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ রায়গঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় উঠতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ওই শ্রমিক। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের নীচে ছিটকে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জখম নীরেনকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। রবিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

নীরেনের পরিবারে তাঁর স্ত্রী, তিন মেয়ে এবং ১৪ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। স্বামীকে অকালে হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন মৃতের স্ত্রী কুমারী হরিজন। নীরেনের স্ত্রী বলেন, ‘আমার স্বামীর রায়গঞ্জ থেকে কলকাতা স্টেশনে যাওয়ার কথা ছিল। তারপর সেখান থেকে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরে কেরল যাওয়ার কথা ছিল।’ তিনি জানান, কেরলে একটি কারখানায় কাজ করতেন নীরেন। কয়েকদিন আগে বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কাজে ফেরা হল না। রবিবার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

জেলা সম্মেলন

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। রায়গঞ্জের ছন্দম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জেলা সম্মেলন। পাঁচশোরও বেশি প্রতিনিধি এদিনের সম্মেলনে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এদিন বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের প্রতি রাজ্য সরকারের চরম অবহেলার অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাতা, অন্নপূর্ণা যোজনায় র‍্যাশন কার্ডের দাবিও জানান।

গ্রেপ্তার ১

পুরাতন মালদা, ১৫ জুন : এক তরুণকে পাইপগান ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ পুরাতন মালদার নারায়ণপুর বাইপাস এলাকায় অভিযান চালায়। ধৃতের নাম কেয়ামুদ্দিন শেখ। বাড়ি মালদা থানা এলাকার বলাতুলি গ্রামে। ওই তরুণ কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল সেবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কাঠবিড়ালী কাঠবিড়ালী আমটি তুমি খাও... *পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে কল্লোল মজুমদারের তোলা ছবি।*

ঋণ নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগ

সমবায় ব্যাংকে ভরতুকি আত্মসাৎ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ জুন : মালদার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ। প্রাইম মিনিস্টার্স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম (পিএমইজিপি) প্রকল্পের আওতায় ঋণ মঞ্জুর এবং বিতরণে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে ওই ব্যাংকের কর্মচারী সংগঠনের তরফে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

অভিযোগ, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পিএমইজিপি প্রকল্পে ৮০টিরও বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। সেখানে প্রকল্পের সরকারি নির্দেশিকা এবং শর্ত মানা হয়নি। এই ঋণগুলি সরকারের দেওয়া সাবসিডি অর্থাৎ ভরতুকি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, ঋণ দেওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নই করা হয়নি।

অভিযোগ, ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম টাকা মজুত না থাকার পরেও ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। পিএমইজিপি নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রকল্পে টার্ম লোন এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, উভয়ই থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল টার্ম লোন দেওয়া হয়েছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন না দেওয়ায় প্রকল্প শুরু হওয়ার আগেই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও অভিযোগ, ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টে রেখে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে পরবর্তীতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে।

কর্মীদের অভিযোগ, এই ধরনের কার্যকলাপ শুধুমাত্র বেআইনি নয়, বরং নিয়মেরও পরিপন্থী। একাধিক লিখিত নালিশ জমা পড়লেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এক ব্যাংককর্মীর কথায়, ‘এইসব ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি তো দূরের কথা, বাস্তবে কোনও প্রকল্পই হয়নি। কেবলমাত্র কাগজে-কলমে লেনদেন দেখিয়ে সরকারি ভরতুকি আত্মসাৎ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।’

অভিযোগের ঝুলি

- ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম টাকা মজুত না থাকার পরেও ঋণ মঞ্জুর
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল টার্ম লোন দেওয়া হয়েছে
- ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টে রেখে সেখান থেকে পরবর্তীতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ

গত কয়েকবছর ধরে এই ব্যাংকের নির্বাচন হয়নি। ফলে কোনও কমিটি নেই এই মুহূর্তে। মালদা সমবায় ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অম্লান ভাদুড়িকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘কেন্দ্র এবং রাজ্যের ভরতুকিযুক্ত এই ধরনের প্রকল্পে এমন অনিয়মের অভিযোগ অত্যন্ত পুরোনো। এই মুহূর্তে এই ব্যাংকের অনাদায় টাকার পরিমাণ ৭০ কোটি টাকারও বেশি। তাই বিষয়টির তদন্ত হওয়া দরকার। একইসঙ্গে দেখা দরকার কারা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।’

অভিযোগ উঠেছে, ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, স্ত্রী, ভাইবোনদের নামে লোন নেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা এই ভরতুকি ভোগ করেছেন। ব্যাংক কর্মচারীদের একাংশ জানাচ্ছেন, এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে কয়েকজনকে ‘পুরস্কৃত’ করা হয়েছে।

তৃণমূলের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মালদা জেলা সভাপতি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ‘বিরোধীরা একটা বড় চক্র তৈরি করে ফেলেছে। অভিযোগ জানানোর পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।’ এখনই জড়িতদের চিহ্নিত করা উচিত বলে দাবি করলেন তিনি।

বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মশালা

রতুয়া, ১৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের রতুয়া-১ বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হল। রবিবার রতুয়া নবারুণ সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে ‘স্বাস্থ্য বন্ধু’ এবং ‘তাপপ্রবাহ ও তাপদীপ’ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক ও এলাকার জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এই সচেতনতামূলক কর্মশালা করা হয়। তীব্র তাপপ্রবাহের ফলে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য এদিন হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাকেশ কুমার, বিজ্ঞানমঞ্চ জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস, রতুয়া-১ বিজ্ঞানমঞ্চের সভাপতি আবদুল মান্নান, কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধান প্রামাণিক, সম্পাদক উৎপল মণ্ডল প্রমুখ।

বধূ খুনে ধৃত ১

হেমতাবাদ, ১৫ জুন : এক বধূকে বিষ খাইয়ে মারার অভিযোগে দেওরকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মুকুল সরকার। বাড়ি হেমতাবাদ থানার কাশিমপুর এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ৮৫/৮০ (২) ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। রবিবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে, বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, জুন মাসের ৬ তারিখ আরতি সরকার (২২) নামে ওই বধূকে বেধড়ক মারধর করে বিষ খাইয়ে খুন করে স্বামী লোকনাথ সরকার সহ পরিবারের সদস্যরা। সেই ঘটনায় দেওর মুকুল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিরা পলাতক। পলাতকদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

সচেতনতা দিবস

বালুরঘাট, ১৫ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রবিবার বালুরঘাটে বিশ্ব প্রবীণ নির্যাতন সচেতনতা দিবস পালন করা হয়। বালুরঘাট পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলে এই আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৫০ জন প্রবীণ নাগরিক অংশ নিয়েছিলেন। শিবিরে প্রবীণদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য একাধিক বার্তা দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট ডিএলএসএ’র অফিস মাস্টার নিখিলেশ কর্মকার, বুনিয়াদপুর মহকুমা আদালতের অফিস স্টাফ উৎপল মাহাতো প্রমুখ।

কাজ নিম্নমানের, রাস্তা আটকে বিক্ষোভ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ জুন : কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুরের চাপর এলাকা থেকে ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের হেমবাজার অবধি পাকা রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে রামপুর এলাকায় বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাড়ে ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তায় ঠিকাদারদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ধুলোর ওপর পাতলা পিচের চাদর দিয়ে লোকদেখানো কাজ করছে ঠিকাদারি সংস্থা। একবার বৃষ্টি হলেই পিচ ধুয়ে চলে যাবে। তাই এমন দায়সারাভাবে তৈরি রাস্তা চান না বলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। তাদের দাবি, সঠিকভাবে রাস্তার কাজ না হলে ঠিকাদারদের কাজ বন্ধ থাক।

গত ৮ মার্চ ২০২৪-এর মধ্যে ওই রাস্তাটির কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময়ের এক বছর পেরিয়ে গেলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা এখনও কাজ শেষ করতে পারেনি। স্থানীয় এক বাসিন্দা পার্থ নন্দীর অভিযোগ, ‘রাস্তায় চলা গাড়ি ব্রেক কষলেই রাস্তার পিচ উঠে আসছে। বর্ষা এলে পিচ পুরো ধুয়ে যাবে। এমন নিম্নমানের রাস্তার কাজ আমরা কিছুতেই হতে দেব না।’ বিষয়টি নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য জানালেন, এই পাকা রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠছে। দীর্ঘদিন ধরেই ঢিমেতালে কাজ চলছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থাকে দ্রুত রাস্তার নির্মাণকাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হবে।

অন্যদিকে রাস্তার নির্মাণকাজ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল সমর্থিত জেলা পরিষদের সদস্য রামদেব সাহানি। পাশাপাশি এদিন রাস্তা দখল করে বসে থাকা দুটি পরিবারকে মঙ্গলবারের মধ্যে তাদের বাড়ির সীমানা সরিয়ে নেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। জেলা পরিষদের সদস্য রামদেব সাহানি। তাঁর কথায়, ‘এলাকার মানুষের অভিযোগ একদম সত্যি। রাস্তার কাজ যথেষ্টই নিম্নমানের। এই ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানাব।’

“

রাস্তায় চলা গাড়ি ব্রেক কষলেই রাস্তার পিচ উঠে আসছে। বর্ষা এলে পিচ পুরো ধুয়ে যাবে। এমন নিম্নমানের রাস্তার কাজ আমরা কিছুতেই হতে দেব না।

পার্থ নন্দী
স্থানীয় বাসিন্দা

নিম্নমানের কাজের অভিযোগে বিক্ষোভ। রবিবার কালিয়াগঞ্জে।

গাড়িতে ধাক্কা বাসের

মানিকচক, ১৫ জুন : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি যাত্রীবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারল বেসরকারি বাস। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়িচালক। বাসচালক অবশ্য পলাতক। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচকের এনায়েতপুর বাঙালগ্রাম মোড়ের কাছে রাজ্য সড়কের ওপর। এদিন সকাল আটটার দিকে মানিকচক থেকে যাত্রীবাহী গাড়িটি মালদার দিকে যাচ্ছিল। এনায়েতপুরে বাঙালগ্রাম মোড়ের কাছে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালক যাত্রী তুলছিলেন। আর ঠিক তখনই মালদার দিক থেকে আসা একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়ির সামনে ধাক্কা মারে। গাড়িচালক জখম হন। স্থানীয়রা চালককে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান।

হাটে আগুন

বামনগোলা, ১৫ জুন : আগুন লেগে রবিবার ছাই হয়ে গেল পাকুয়াহাট হাটখোলায় কুড়িটি চালাঘর। প্রতি মঙ্গলবার সাপ্তাহিক হাট বসে বামনগোলার পাকুয়াহাটে। দোকানের জন্য হাটে চারদিক খোলা সারি সারি ঘরে আচমকা আগুন লেগে যায়। সাব-মার্সিবল পাম্প চালিয়ে জল তুলে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। দমকলবাহিনী পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আগুন লাগার কারণ অবশ্য স্পষ্ট নয়।

বধূর মৃত্যু

মালদা, ১৫ জুন : শনিবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মালদার একটি নার্সিংহোমে চৈতালি শীল (৩৩) নামে ওই বধূর মৃত্যু হয়। মৃতার বাড়ি গাজোলে। চৈতালির পরিবারের দাবি, শুক্রবার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধে। তারপর বিষপান করেন চৈতালি। তাঁকে প্রথমে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মালদার নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়।

সাপের ছোবলে

বালুরঘাট, ১৫ জুন : বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়াপাড়ায় শনিবার রাতে সাপের ছোবলে মেলছ হাঁসদা (৬৫) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। শনিবার বিকেলে ঘর মোছার সময় বৃদ্ধার হাতে সাপ ছোবল দেয়। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দাম নেই, পান চাষে অনীহা

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৫ জুন : পান চাষ করার পর ঠিকমতো দাম পাওয়া যাচ্ছে না। এতে দিন-দিন হতাশ হচ্ছেন পানচাষিরা। তাই পান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন চাঁচল-২ ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চয়েতের পানচাষিরা।

ক্ষেমপুর এলাকার দক্ষিণ ভবানীপুর মৌজায় প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ বিঘার মতো পান চাষ হয়। এখানকার চাষিরা বংশপরম্পরায় পান চাষ করছেন। মালদা জেলা সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারেও এই পানের চাহিদা রয়েছে। পাইকাররা ওই এলাকায় এসে পান নিয়ে যান।

রানিগঞ্জ এলাকার এক পানচাষি পলাশ দাসের কথায়, ‘দক্ষিণ ভবানীপুর মৌজায় এক সময় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ বিঘার মতো পান চাষ হত। বর্তমানে কমে তা অর্ধেকে নেমেছে। আমি পূর্বপুরুষদের চাষাবাদ এখনও ধরে রেখেছি। এবারও ১৫ কাঠা জমিতে বাংলা পাতা পান চাষ করেছি। পান চাষ করতে বিঘা প্রতি প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু এবছর বাজারে পানের তেমন দাম নেই। তাই চাষের খরচ ওঠা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।’

ক্ষেমপুরে পানের বরজ পরিচর্যায় এক পানচাষি। - সংবাদচিত্র

পানচাষি অভিষেক মণ্ডল, প্রদীপ মণ্ডলরা বললেন, পানের বরজ তৈরি করতে অনেক বাঁশ লাগে। বর্তমানে বাঁশের দাম বেড়ে যাওয়ায় তা কিনতে হিমসিম খাচ্ছি। বাজার থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে পান চাষ করলেও এবছর তেমন পানের দাম নেই। ফলে আমাদের মুনাফার বদলে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে পান চাষ করে বিঘা প্রতি ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়। কিন্তু পান চাষের জন্য কোনও সরকারি সাহায্য মেলে না। ফলে পান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন এলাকার চাষিরা। তাঁদের মধ্যে বিকল্প চাষ হিসাবে ভুট্টা চাষে আগ্রহ বাড়ছে।

এলাকার এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রণব দাস বলেন, ‘এখন শুধু বয়স্কদের মধ্যে পান খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। নতুন প্রজন্ম সেভাবে আর পান খায় না। তারা গুটখা, সিগারেটের দিকে বেশি ঝুঁকেছে। স্বাভাবিকভাবে বাজারে পানের চাহিদা আগের মতো নেই। পান চাষ নিয়ে জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, ‘এলাকার পানচাষিরা যদি আধুনিক প্রযুক্তিতে পান চাষ করার জন্য কোনও সহায়তার আবেদন করেন, তাহলে বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা কবিতা মন্ডল - কে 22.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 52L 37234 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "একসময় আমি ভালো ভবিষ্যতের জন্য অনেক কঠোর পরিশ্রম করতাম কিন্তু ডিয়ার লটারির টিকিট সেই সমস্ত কিছু বদলে দিয়েছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার উপলব্ধি স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমি সর্বদা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার এবং এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মাতৃকুলকে পিণ্ডদান মায়েদের

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৫ জুন : পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় পিণ্ডদান করা হয়। কিন্তু বরাবরই তা পুরুষরাই করে থাকেন। কিন্তু রামকেলিধামের গুপ্ত বৃন্দাবনে দেবী গয়েশ্বরীর মন্দিরে নিয়মটা একটু অন্যরকম। এই মন্দিরে বছরের পর বছর ধরে মহিলারা মাতৃকুলের পিণ্ডদান করে আসছেন। যে রামকেলিমেলায় একসময় কণ্ঠিবদলের মতো প্রথা চালু ছিল, সেখানে আজও মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিরাজমান। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে বাংলা-বিহার-ঝাড়খণ্ডের মহিলারা মাতৃপিণ্ডদানের জন্য ভিড় জমিয়েছেন এই গয়েশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে। উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা প্রমীলা রায় বললেন, ‘শুনেছি, এখানে মাতৃপিণ্ডদান করা হয়। তাই আমিও এসেছি। এখানে প্রথা মেনে পিণ্ডদান করলাম।’

রামায়ণে কথিত আছে, সীতা প্রথম মাতৃপিণ্ডদান করেছিলেন। সেই প্রথাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মালদার গৌড়ের গুপ্ত বৃন্দাবনে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন দিবস উপলক্ষ্যে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে গৌড়ের রামকেলিধামে শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী রামকেলিমেলা। সেখানেই রয়েছে দেবী গয়েশ্বরীর মন্দির। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মাতৃপিণ্ডদানের সময় ছিল। তবে পুণ্যার্থীদের ভিড় বেশি হওয়ায় দু’দিন ধরে পিণ্ডদানের রীতি চলেছে।

পিণ্ডদানের নিয়ম পালন করছেন মহিলারা। রামকেলিধামে। রবিবার।

মন্দির প্রাঙ্গণে পুরোহিত বসে মহিলাদের দিয়ে পিণ্ডদানের রীতি পালন করান। তারপর তাঁরা মন্দিরের পাশের গয়েশ্বরী পুকুরে পিণ্ড বিসর্জন দিয়ে স্নান সেরে উঠে আসেন। মন্দিরে গয়েশ্বরীর পাথরের মূর্তি রয়েছে। সেখানে দেবী দর্শন করে সকলে চলে যান পুকুরঘাটে। প্রদীপ জ্বালিয়ে পুকুরে ভাসিয়ে দেন তাঁরা। মন্দিরের সেবায়েত বৈদ্যনাথ মণ্ডল বলেন, ‘এই গয়েশ্বরী মন্দিরেই একমাত্র মহিলারা পিণ্ডদান করেন। দূরদূরান্ত থেকে মহিলারা এসে মাতৃকুলের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন।’

একসময় গৌড়ে রামকেলিমেলা হলেও এই গয়েশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল জঙ্গলে ভরা। মেলার কয়েকটা দিন মহিলারা পিণ্ড দিয়ে ফিরে যেতেন। বর্তমানে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে মন্দির কমিটি। মন্দিরেরও উন্নতিও হচ্ছে। মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর প্রায় এক হাজার মহিলা এখানে পিণ্ডদান করেছেন। দু’দিনে ভক্তের সমাগম হয়েছে প্রায় ২০ হাজার। মন্দির উন্নয়ন কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডলের কথায়, ‘গরম উপেক্ষা করে ভক্তরা এখানে আসছেন। মহিলাদের জন্য সমস্তরকম সুব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্দিরের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে।’

Elite FOOTWEAR
In Step with Happiness
আমাদের সাথে যাত্রা শুরু করুন
একজন
ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনার হোন
সুবিধাসমূহ
- এক্সক্লুসিভ ক্রেডিট অ্যাক্সেস
- ৩০+ বছরের বিশ্বস্ত উৎকর্ষতা
- সম্পূর্ণ অপারেশনাল সহায়তা
- ন্যূনতম ৫০০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন
- লাভজনক, প্রমাণিত ব্যবসায়িক মডেল

যোগাযোগ করুন :
উৎপল মণ্ডল
+91 98310 95993

elitefootwear.in

ঝরনার প্রাণ ফেরাতে 'প্রাণধারা'

উদ্যোগ কালিম্পং প্রশাসনের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ জুন : উষ্ণায়ন, ভূমিক্ষয় সহ নানা কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঝরনা। এর ফলে জলসংকট ক্রমশ বাড়ছে পার্বত্য এলাকায়। ঝরনাগুলির পুনরুজ্জীবনে এবার পাইলট প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। প্রকল্পটির নাম 'প্রাণধারা'। জেলার সমস্ত ঝরনাকে পুরোনো রূপে ফিরিয়ে আনাই এর লক্ষ্য। সম্প্রতি এই প্রকল্পে গরুবাথান ব্লকের দেবীধারা নামে একটি ঝরনার পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হয়েছে। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রসারী নামে একটি সংস্থা। ঝরনা এবং জীবন ও জীবিকার ওপর এর প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে সংস্থাটি।

এবিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'ঝরনার জলের উৎস শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে উষ্ণায়ন, ভূমিক্ষয়, ধস, বৃক্ষচ্ছেদন সহ নানা কারণ রয়েছে। সেসব চিহ্নিত করে ঝরনার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে এই প্রকল্প। একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজটি হবে।' তিনি জানান, এর আগে পাহাড়ের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে ঝরনা সংরক্ষণে দিশা দেখিয়েছেন। কয়েকটি স্থানে তা সফলও হয়েছে। এবার জেলাজুড়ে প্রকল্পের কাজ চলবে। এজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরকেও কাজে লাগানো হবে।

প্রসারীর দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার টিম লিডার রাজকুমার দাস বলেন, 'এর আগে ঝরনা পুনরুজ্জীবনের মডেল জেলার একাংশে সফল হয়েছে। সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে এই প্রকল্প যে গোটা জেলাকে নতুন দিশা দেখাবে, এনিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

ঠিক কী হবে প্রাণধারায়? প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ঠিক কতগুলি ঝরনা রয়েছে তা নিয়ে একটি সরকারি সমীক্ষা চলছে। তবে আপাতত পেডং, কালিম্পং-২ (লাভা), কালিম্পং-১ ও গরুবাথান এই ৪ ব্লকে ৩০০টি ঝরনার প্রাকৃতিকভাবে 'রিচার্জ' বা পুষ্ট হয়, ওই ঝরনাগুলি কোন এলাকা থেকে তা হাইড্রো জিওলজিক্যাল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রসারীর কর্তারা জানাচ্ছেন, ২০টি 'রিচার্জ জোন' চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই জোনের মাধ্যমে বৃষ্টির জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং ঝরনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এখন প্রশ্ন, শুকোতে বসা বা চঞ্চলতা কমে যাওয়া ঝরনায় প্রবাহ স্বাভাবিক হবে কীভাবে? এজন্য কয়েকটি উপায় বাতলেছেন কর্তারা। প্রথমত, যদি কোনও রিচার্জ জোন বৃক্ষচ্ছেদন, নির্মাণ বা ভূমিধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা উন্মুক্ত করে দেওয়া। এতে বৃষ্টির জল সহজে ভূগর্ভে প্রবেশ করতে পারবে। তবে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে বৃক্ষরোপণের ওপর। চলতি মাসে প্রায় ৫০ হাজার গাছ লাগানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মূলত পানিসাস, চিলৌনি, লামপাতে, উটিসের মতো গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া লাগানো হবে ভেটিভার ঘাস। জল সংরক্ষণে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে বন দপ্তরের কালিম্পং ডিভিশন। প্রাণ ধারা প্রকল্পের মাধ্যমে শুকোতে থাকা ঝরনাগুলি প্রাণ ফিরে পাবে বলে আশাবাদী প্রশাসন।

কালিম্পং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০২২ সালে নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে পেডং ব্লকের কাসিয়াংয়ের ১৯টি ঝোরার পুরোনো রূপ ফেরানো হয়েছিল। আবার ডুকুবে একটি ঝরনা ১৫ বছর আগে পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছিল। সেটিতে এখন বছরভর জল থাকছে।

মাছ ধরতে নদীতে জাল। শিলিগুড়ির মহানন্দায়। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

সন্দীপের নাচের স্টেপ 'চুরি'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বক্স অফিসে সফল 'হাউসফুল ৫'। সিনেমার গানগুলোও সুপারহিট। দর্শকদের মনে সাড়া ফেলে দেওয়া থ্রিলার-কমেডি বলিউড সিনেমাটিই এখন আবার বিতর্কের কেন্দ্রে। তবে ওই সিনেমার একটি গানে নাচের ভঙ্গিমা চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন জনপ্রিয় ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর সন্দীপ ব্রাহ্মণ। তিনি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। অভিযোগ, 'লাল পরি' গানে তাঁর অনুমতি না নিয়ে সন্দীপের 'সিগনেচার মুভ' নকল করা হয়েছে।

নাচের সুবাদে সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট জনপ্রিয় সন্দীপ। ইনস্টাগ্রামে ২৫ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার্স রয়েছে তাঁর। বাড়ি শিলিগুড়ির চম্পাসারির মিলন মোড়ে। 'রোমানিয়া গট ট্যালেন্ট-২০২৩'-এ চ্যাম্পিয়নও হন বছর পঁচিশের এই তরুণ। সেখানেও নিজের সিগনেচার মুভ দেখিয়ে বিচারকদের মন জয় করেছিলেন তিনি। বলিউডের শ্রদ্ধা কাপুর ও বরুণ ধাওয়ানের মতো তারকারা সন্দীপের সেই নাচের তালে সানন্দে শামিল হন। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন সিটি সেন্টার, বিধান মার্কেট, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নাচের

রিল তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করেন তিনি। তাঁর নাচের প্রশংসা করেন অনেকেই।

'লাল পরি' গানে একটি সিগনেচার মুভ রয়েছে। সেখানে অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের টুপি ও শরীরকে একসঙ্গে ঘোরাতে দেখা যায়। প্রায় এক মাস আগে ইউটিউবে মুক্তি পায় 'লাল পরি' গানটি। ইতিমধ্যেই সেই গানের ভিডিও দেখেছেন ১১ কোটি মানুষ। ওই গানের নাচে কোরিওগ্রাফি করেছেন রেমো ডিসুজা। নাচতে দেখা গিয়েছে অক্ষয়কুমার, অভিষেক বচ্চন, রীতেশ দেশমুখের মতো তারকাদের।

নিজের সিগনেচার মুভের প্রসঙ্গে সন্দীপ বলেন, 'মাইকেল জ্যাকসনের ভিডিও দেখে এ ধরনের পপিং ডান্স শিখেছি। তারপর নিজেই একটি সিগনেচার মুভ তৈরি করি।' তাঁর কথায়, 'গানটি রিলিজ করার পর আমার অনুরাগীরা চুরির বিষয়টি আমাকে জানান। কপিরাইট থাকা সত্ত্বেও কেন এমন করা হল জানি না।'

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও সরব হয়েছেন সন্দীপ। যদিও 'হাউসফুল ৫' সিনেমার পরিচালক তরুণ মনসুখানি বলেন, 'এই সিগনেচার মুভ যে সন্দীপের তা আমাদের জানা ছিল না। জানলে আমরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।'

হলদিবাড়ির ৩ তারা

হলদিবাড়ি, ১৫ জুন : ক্রীড়াজগতে ফের হলদিবাড়ির নাম উজ্জ্বল হল। কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়াম ও সল্টলেকের সাই গ্রাউন্ডে গত শনিবার ও রবিবার ৭৩তম রাজ্য মিটে কৃতিত্ব দেখিয়েছে হলদিবাড়ির তিনজন। এদের মধ্যে মাছ বিক্রেতার মেয়ে প্রিয়া বিশ্বাস অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের বিভাগে লংজাম্পে সোনা জিতেছেন। হলদিবাড়ির এই উঠতি প্রতিভাবান অ্যাথলিট পেন্টাথলন ইভেন্টেও ব্রোঞ্জপদক জিতেছে।

প্রিয়ার পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের বিভাগে লংজাম্পে রুপোর পদক জিতেছে হলদিবাড়ির শচীন রায়। অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের হাইজাম্পে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জের পদক জিতেছে হলদিবাড়ির আরেক অ্যাথলিট নয়নদীপ রায়। হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়া। বাবা গোপাল বিশ্বাস পেশায় ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার কোচিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল প্রিয়া। কোচিং সেন্টারের তরফে প্রসেনজিৎ দত্ত ও বিপ্লবচন্দ্র রায় জানান, গত কয়েক বছর ধরে এই কোচিং ক্যাম্পের অ্যাথলিটরা রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করেছে।

অ্যালেনের ভালো ফল

নিউজ ব্যুরো

১৫ জুন : ২০২৫-এর নিট-ইউজিতে চোখধাঁধানো ফল করেছেন অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের পড়ুয়ারা। প্রতিষ্ঠানের ৪ পড়ুয়া সেরা ১০ ও এবং ৩৯ জন পড়ুয়া সেরা ১০০-তে স্থান করে নিয়েছেন। অ্যালেনের মৃণাল ঝা সর্বভারতীয় স্তরে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছেন। মেয়েদের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় হয়েছেন আশি সিং।

অ্যালেনের সিইও নীতিন কুকরেজা জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের ৪ ছাত্র সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মৃণাল ঝা'র অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ৪। কেশব মিত্তল ও ভব্য চিরাগ ঝা-র অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক যথাক্রমে ৭ ও ৮। এছাড়া দশম স্থান অধিকার করেছেন প্রতিষ্ঠানের আরেক পড়ুয়া আরভ আগরওয়াল। অ্যালেনের আশি সিংয়ের সর্বভারতীয় র‍্যাংক ১২। মেয়েদের মধ্যে দেশে তিনি দ্বিতীয়। সিইও আরও বলেন, 'অ্যালেন সর্বোচ্চ মানে বিশ্বাস করে।'

আজ টিভিতে

ক্রাইম ডায়েরি রাত ৯.৩০ **সান বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ ত্রয়ী, রাত ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, ১.০০ অগ্নিযুদ্ধ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৩.৫০ বিয়ের লগ্ন, সন্ধে ৬.৩০ গুরু, রাত ১০.০০ কেলোর কীর্তি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বদনাম, দুপুর ২.০০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৪.৩০ মায়ের আশীর্বাদ, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ৮.৩০ হৃদয়হরণ বিএ পাশ, ১০.৩০ অঞ্জলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বালুচরী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রণক্ষেত্র

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০০ হমরাজ, দুপুর ১.৩০ পাতিয়ালা হাউস, বিকেল ৪.০০ আইশা, সন্ধে ৬.১৫ কলঙ্ক, রাত ৯.০০ নীরজা, ১১.০০ অকসর

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১.৫১ থাগস, বিকেল ৩.৫৬ রথনম, বিকেল ৫.৫৯ জাগুয়ার, রাত ৮.০০ ভোলাশংকর, ১০.১৬ দ্য গ্রেট ভীরা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ২.৫০ ভামাকালাপম, বিকেল ৫.৩২ দবং-টু, রাত ৮.০০ মিস্টার জু কিপার, ১০.১০ অখণ্ড

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩২ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, বিকেল ৪.৪৭ আচার্য, সন্ধে ৭.৩০ জওয়ান, রাত ১০.৫৩ ফুকরে রিটার্নস

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৪৭ ভিকি ডোনার, বিকেল ৩.৫৭ ঘুমর, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ সলাম ভেঙ্কি, ১১.১৯ বদলাপুর

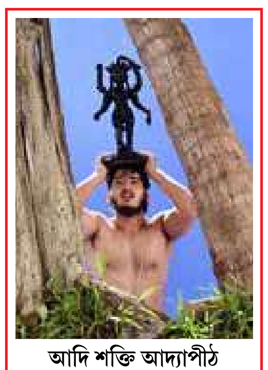

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ
সন্ধে ৭.০০

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০
নতুন ধারাবাহিক
দুটি আকাশ আটে

আনন্দী রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

মেদলা নজরমিনারে পর্যটকদের ভিড়।

তিন মাসের জন্য বন্ধ জঙ্গল

লাটাগুড়ি ও চালসা, ১৫ জুন : উত্তরবঙ্গের সমস্ত জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেল। আগামী তিন মাস পর্যটকরা উত্তরবঙ্গের কোনও জাতীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না।

প্রতিবছর ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্যপ্রাণীদের প্রজননের মরশুম চলে বলে তিন মাস পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকে জঙ্গলে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার মহানন্দা অভয়ারণ্য, আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য সহ গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অন্তর্গত নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে আগামী তিন মাস পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারবেন না। রাজ্যের প্রতিটি জঙ্গলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ।

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'জুন থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত সময় বর্ষাকাল, বন্যপ্রাণীদের প্রজনন ঋতু। তাই এই সময় যাতে বন্যপ্রাণীদের কোনওরকম অসুবিধা না হয়, তাই বহিরাগতদের জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে প্রতিবছরই।'

তাছাড়া জঙ্গলের ভেতরের রাস্তাগুলি কাঁচা থাকায় এই বর্ষার সময় যানবাহন চলাচল করলে আরও খারাপ হবে। তাই সেই বিষয়টাও মাথায় রাখা হয়। রবিবার জঙ্গল বন্ধ হওয়ার আগের শেষ দিনে গরুমারা ও চাপড়ামারির পাশাপাশি লাটাগুড়ির জঙ্গল সাফারিতে পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

আপাতত ধাক্কা ব্যবসায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৫ জুন : বর্ষার তিন মাস জঙ্গল বন্ধের নিয়ম তো বহুদিনের। আর এই সময়কালে ডুয়ার্সের পর্যটননির্ভর অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে, সেই সমস্যা বহুদিনের। এই সমস্যা মেটাতে বাফার জোনগুলিতে বর্ষার ৩ মাস পর্যটন চালু রাখার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠেছে। কিন্তু লাভ হয়নি।

সোমবার থেকে তিন মাসের জন্য জলদাপাড়া সহ সমস্ত জাতীয় উদ্যানে ভ্রমণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার চালু হবে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে। দীর্ঘ এই তিন মাস বন্ধ থাকবে হাতি সাফারি থেকে শুরু করে কার সাফারি। বন্ধ থাকবে জাতীয় উদ্যানের ভেতর থাকা বন দপ্তরের লজগুলিও।

এই সময় যে কেবল পর্যটন ব্যবসায়ীদের উপার্জন বন্ধ থাকে, তা কিন্তু নয়। সমস্যায় পড়েন জঙ্গল লাগোয়া মাদারিহাটের অন্য ব্যবসায়ীরাও। যেমন কথা হচ্ছিল মাদারিহাটের মুরগির মাংস বিক্রেতা তাপস সাহার সঙ্গে। বর্ষার এই তিন মাস তাঁর উপার্জন কমে যায় বলে জানালেন। কেন? কারণ পর্যটকরা এলে তো হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতেও বিক্রি বেশি হয়। সেই সুবাদে মুরগির মাংসের বিক্রি বাড়ে। তাপসের কথায়, 'জঙ্গল খোলা থাকলে প্রতিদিন প্রায় ২০০ কেজি মুরগির মাংস বিক্রি হয়। আর এই ৩ মাস দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ কেজি বিক্রি হয়।' মাদারিহাটের মাছ বিক্রেতা পবন শা একই কথা শোনালেন। জঙ্গল খোলা থাকলে প্রতিদিন গড়ে ১০০ কেজি মাছ বিক্রি

হয় তাঁর। আর এই তিন মাস সেই তুলনায় চারভাগের একভাগ বিক্রি হয়। পবনের মতোই দুরবস্থা বাকি ১৫ থেকে ১৬ জন মাছ বিক্রেতারও। সবজি বিক্রেতা অভিজিৎ সাহা বিষয়টি স্পষ্ট করলেন। বললেন, 'শুধুমাত্র পর্যটন ব্যবসায়ী নয়, আমাদের সকলের ব্যবসা মূলত এখানকার হোটেল ও লজগুলির ওপর নির্ভরশীল। পর্যটক না এলে আমাদের ব্যবসাতেও তার প্রভাব পড়ে।'

তাই তাঁরাও বিকল্প পর্যটনের কথাই বলছেন। তবে বিকল্প পর্যটন নিয়ে আবার পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবির সঙ্গে বন দপ্তরের আধিকারিকদের কথা মিলছে না। জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস জানালেন, কয়েক বছর আগে বন দপ্তরের সঙ্গে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের একটা মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিংয়েই এই বিকল্প পর্যটন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। জঙ্গল বন্ধ থাকার এই ৩ মাস জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার ব্যবস্থা করা হোক, এমন দাবি তাঁরা জানিয়েছিলেন সেসময়। সঞ্জয়ের মতো পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, ওই বৈঠকে তৎকালীন বনকর্তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন, এলাকা চিহ্নিত করে বাফার জোনগুলিতে জঙ্গল বন্ধের তিন মাস সাফারির গাড়ি চালু করা হবে। যদিও তা আর হয়নি।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় আধিকারিক পারভিন কাশোয়ান অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি যতদিন ধরে জলদাপাড়ায় রয়েছেন, বিকল্প পর্যটন নিয়ে এমন কোনও আলোচনা হয়নি। আর তিনি আসার আগে এমন আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি শোনেননি।

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং. WB64-35206 নাম ভুল থাকায় গত 23.05.25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bhim Dey Sarkar এবং Vim Dey Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নবাবগঞ্জ বালাসী, দেওয়ানহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115971)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10.06.25 সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Bhupendra Chandra Debnath এবং Bhupendra Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Mrinal Debnath, পেস্টারঝাড়, পুণ্ডিবাড়ি। (C/115970)

•

আমি Bikash Kumar Banthia, S/o. Late. Jhanwar Lal Banthia, পোঃ ফালাকাটা, জেলা - আলিপুরদুয়ার Affidavit No. 115/25 - 07.01.2025 বলে সংশোধিত করিয়া Bikash Banthia হইলাম। (B/S)

•

আমি Pankaj Pal (পুরাতন নাম), পিতা Dulal Chandra Paul, ঠিকানা - পানবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পিন - 735219, গত 15.05.2025 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং. 8198) দ্বারা Pankaj Paul (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pankaj Paul (নতুন নাম) ও Pankaj Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি। (S/C)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

•

1 bigha land for sale near Naxalbari College. (M) 70028-93302. (B/B)

কর্মখালি

নিউজ পোর্টালে একাধিক রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান, সিনিয়ার সাব-এডিটর, ভিডিও এডিটর চাই। ন্যূনতম স্নাতক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাইনে। মেল করুন 24 June, 2025-এর মধ্যে amudaryamedia@gmail.com, হোয়াটস অ্যাপ - 98324-94941. (C/116817)

•

SIP Abacus Hakimpara looking for Centre Manager. Female Graduate, good communication skill (English, Bengali & Hindi) with computer knowledge (MS Office & Internet) is essential. 1 to 2 years experience in office management should send their bio data @9830310794. Shortlisted candidates will call for the interview. Sunday is a working day (9 am to 7 pm।), others day 11 am to 8 pm. Thursday is a holiday. Salary Rs. 12,000/- to Rs. 15,000/- PM. Freshers shouldn't send their bio data. No call will be entertained.

ভারতীয় উপজাতি সমবায় বিপণন উন্নয়ন ফেডারেশন লিমিটেড (ট্রাইফেড)
(উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার)
মুখ্য কার্যালয় ঃ এনএসআইসি বিজনেস পার্ক, এনএসআইসি এস্টেট, ওখলা ফেজ-III, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নতুন দিল্লি-১১০০২০
ওয়েবসাইট ঃ- https://trifed.tribal.gov.in, ইমেল ঃ- tfdmktdiv@gmail.com
ট্রাইফেড TRIFED

ফ্র্যাঞ্চাইজির সুযোগ

ট্রাইবস ইন্ডিয়া হল ভারতীয় উপজাতি সমবায় বিপণন উন্নয়ন ফেডারেশন লিমিটেডের (ট্রাইফেড) দ্বারা প্রচারিত উপজাতীয় হস্তশিল্পের একটি জনপ্রিয় ব্যান্ড, যা ভারত সরকারের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করা একটি সংস্থা। অনন্য হস্তনির্মিত সামগ্রীগুলি সরাসরি উপজাতীয় শিল্পী এবং দল কারিগরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং 'ট্রাইসব ইন্ডিয়ার' নামে দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত আমাদের শোরুমগুলির মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়। এই সামগ্রীগুলির মধ্যে উপজাতীয় হস্তশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ধাতব কাজ, মৃৎশিল্প, চিত্রকর্ম, গহনা, ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র যেমন, রেশম, তুলা এবং পশম এমনকি বেত এবং বাঁশের তৈরি প্রাকৃতিক পণ্যও অন্তর্ভুক্ত।

এর প্রসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ট্রাইফেড তাদের উপজাতীয় হস্তশিল্পের সামগ্রী বিক্রির জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে ইচ্ছুক অংশীদারদের খুঁজছে। আগ্রহী পক্ষগুলি আমাদের ওয়েবসাইট - https://trifed.tribal.gov.in থেকে এই বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশিকা এবং আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন, অথবা এর বিকল্প হিসেবে, আগ্রহী পক্ষগুলি ট্রাইফেডের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে উপরে উল্লিখিত ইমেলের মাধ্যমে অথবা যে কোনও একটি কর্মদিবসে আমাদের কার্যালয়ে সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধে ৬:০০ টার মধ্যে আবেদনপত্র এবং নির্দেশিকা সংগ্রহের জন্য পরিদর্শন করতে পারবেন।

cbc43104/12/0006/2526 জিএম (আই/সি-মার্কেটিং)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ন্যায্য পাওনা আদায় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। বৃষ : লাগামছাড়া বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। লটারিতে প্রাপ্তির আশা না করাই ভালো। মিথুন : পারিবারিক কোনও কাজে সুনাম পাবেন। পুরোনো বাড়ি কিনে লাভবান হতে পারেন। কর্কট : খুব মেপে কথা বলুন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। প্রেমে শুভ। সিংহ : কাউকে ভালো কথা বলতে গিয়েও অপমানিত হতে পারেন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে জটিল কোনও কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। কর্মপ্রার্থীদের শুভ যোগ। তুলা : আপনার রাগের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। ব্যবসায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। বৃশ্চিক : রক্তচাপের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। ধনু : পথেঘাটে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নইলে সমস্যা বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মকর : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কোনও অবাক করা খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : কোনও দামি জিনিস সামলানোর দায়িত্ব নেবেন না। লটারি থেকে অর্থপ্রাপ্তি। মীন : ব্যক্তিগত কোনও আলোচনা বন্ধু মহলে করবেন না। ব্যবসার কারণে বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ জুন, ২০২৫, ১ আহার, সংবৎ ৫ আষাঢ় বদি, ১৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২১। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ১।২৮। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।৩৭। বৈধৃতিযোগ দিবা ১০।২৩। তৈতিলকরণ দিবা ১।২৮ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৪৫ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১১।৩৭ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে - দোষ নাই। যোগিনী - দক্ষিণে, দিবা ১।২৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি - ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ২।৫৯ গতে ৪।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি - ১০।১৯ গতে ১১।৩৮ মধ্যে। যাত্রা - শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ৯।৫২ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১।২৮ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ (ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ), রাত্রি ১১।৩৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম - দিবা ১২।২৩ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।২৩ গতে ১।২৮ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৫ গতে ১০।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৩ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ২।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - রাত্রি ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

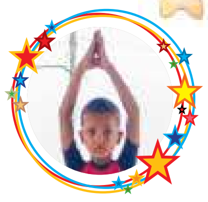

ছোট্ট তারা

রায়গঞ্জের কলেজপাড়ার পরম মণ্ডল পড়াশোনার পাশাপাশি দৌড় এবং যোগব্যায়ামের প্রতি বিশেষ আগ্রহী। ইতিমধ্যে এই খুদের ঝুলিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি পুরস্কার।

যাত্রী পরিবহণে প্রথম পছন্দ এখন টোটো

গতির যুগে হেরো রিকশা

রোজ অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন বালুরঘাটের রিকশাচালকরা। যেন সুবোধ ঘোষের গল্প 'অযান্ত্রিক'-এর বিমলের চরিত্র একেকজন রিকশাচালক। আজকের দিনে যখন দ্রুত গতির টোটোয় যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন যাত্রীরা। তখন নিজেদের 'জগদ্দল'-কে এই গতিময় জীবনেও ছাড়তে নারাজ তাঁরা। তাঁদেরই খোঁজ নিলেন **পঙ্কজ মহন্ত**

বালুরঘাট, ১৫ জুন : একসময় সংকটময় পরিস্থিতি ছিল না তিন চাকার বাহন রিকশার। বালুরঘাট শহরের প্রতিটি মোড়, প্রতিটি রাস্তায় দেখা যেত গদি দেওয়া, হুডওয়ালা রিকশা। রোগী পরিবহণ থেকে কলেজ পড়ুয়া যুগলের যাত্রা, কিংবা সিনেমার প্রচার, সবেতেই রিকশা ছিল ভরসাযোগ্য বাহন। এখন শুধু সবজি বাজার থেকে ভারী সবজির ব্যাগ টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বয়স্কদের সঙ্গী গুটিকয়েক রিকশা।

রিকশা কমে যাওয়ার কারণ কী? প্রশ্ন করতেই একজন চালক বললেন, 'টোটোতে নিমিষেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুততার সঙ্গে চলে যাওয়া যায়। ভাড়াও তুলনামূলক কম।' শহরে এখন সাড়ে তিন নম্বর মোড়, হাটখোলা, বিশ্বাসপাড়া সহ গুটিকয়েক এলাকায় কিছু রিকশাচালককে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

খিদিরপুরে ষাটোর্ধ্ব রিকশাচালক হরিপদ নট্টের কথায়, '৩০ বছর আগে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে রিকশা কিনেছিলাম। সেই টাকা শোধ করেছি। প্রায় তিন দশক ধরে রিকশা চালিয়ে এসেছি। আগে দিন শেষে সংসার চলে যাওয়ার মতো রোজগার হত। বয়স হয়েছে। এখন ১০০ টাকা রোজগার করতেই ঘাম ছুটে যাচ্ছে। চোখের সামনেই ক্রমশ রিকশা হারিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে।'

সময় বদলেছে। টোটোর আগমনে শহর থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে সেই রিকশা। একসময় যেখানে প্রায় ৫০০টি রিকশা চলত শহরের রাস্তায়। বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০-৫০টি'তে। প্রশাসনের তরফে কোনও সাহায্য না পাওয়ায় বাকি চালকরা লড়ছেন কার্যত অস্তিত্ব রক্ষার চাহিদায়। রিকশাচালকরা জানিয়েছেন, আগে দিনে ৪০০-৫০০ টাকা রোজগার হত। এখন তা ১০০-১৫০ টাকায় এসে ঠেকেছে। যান্ত্রিকতা সব শেষ করে দিয়েছে তাঁদের। আধুনিক প্রজন্ম আর রিকশা চড়ে না বলেও কয়েকজন চালকের কথায় হতাশা ফুটে উঠল।

৫০ বছর ধরে রিকশা চালিয়েই সংসার টানছেন সাহেব কাছারিপাড়ার টিপু দাস। তাঁর বক্তব্য, 'শরীরের শক্তি কমেছে। মনের জোরেই রিকশা নিয়ে রাস্তায় বের হই। যতদিন পারব চালিয়ে যাব। কিন্তু এখন শহরে যানজটে রিকশা চালানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতি কম থাকায় তেমন কেউ চড়তে চায় না। তবু জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার সাক্ষী রিকশাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না।'

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক বিকাশ ভৌমিক অবশ্য জানালেন এক রিকশাচালকের সঙ্গে তাঁর সখ্য কয়েক দশকের। তাঁর কথায়, 'সকালে বাজার করা হোক বা বিকালে কোনও কাজে বের হওয়া, তাঁকে সবসময় পাওয়া যায়। টোটোতে উঠলে কোনও দোকানে কিছু কাজের জন্য দাঁড়ানো যায় না। রিকশায় সেটা সম্ভব। তাছাড়া, মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে বারবার যাত্রী ওঠা-নামা বিরক্তির বিষয়। এক জায়গায় যাত্রী নামিয়ে তারপর আমাকে নামাবে, সেখানে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।'

এইভাবে সময়ের স্রোতে বালুরঘাটের রিকশাচালকদের জীবন আজ ধূসর স্মৃতি হয়ে যাচ্ছে। তবু কিছু মানুষের ভরসায় এখনও কিছু রিকশা গন্তব্যে পৌঁছালেও, চালকদের যাত্রা যেন আজও ঠিকানাহীন।

অযান্ত্রিক রিকশা নিয়ে রুটিরুজির সন্ধানে। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

বাঁচার লড়াই

রোগী পরিবহণ থেকে কলেজ পড়ুয়া যুগলের যাত্রা সবেতেই রিকশা ছিল ভরসাযোগ্য বাহন, এখন টোটোই তাদের কাছে ভরসা

একসময় যেখানে প্রায় ৫০০টি রিকশা চলত শহরের রাস্তায়, বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০-৫০টিতে

আগে দিনে রিকশাচালকদের ৪০০-৫০০ টাকা রোজগার হত, এখন তা ১০০-১৫০ টাকায় এসে ঠেকেছে

আবাস যোজনায় এফআইআরয়ের হুঁশিয়ারি

মালদা, ১৫ জুন : আবাস যোজনার টাকা হাতে পেয়েও যাঁরা বাড়ি তৈরি করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিল স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)। শনিবার রাতে পুরাতন মালদা ও ইংরেজবাজার পুরসভার আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন সুডার অধিকর্তা জলি চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সরকার আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির কাজে রাজ্যের প্রতিটি শহরের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। উপভোক্তারা টাকা নিয়ে বাড়ি তৈরি করছেন কি না বিষয়টি সুনিশ্চিত করা পুরসভার দায়িত্ব।' ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আবাস যোজনার টাকা নিয়ে বাড়ি তৈরি করেননি এমন ১৬৮ জন উপভোক্তার হদিস মিলেছে। আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। তারপরও কাজ না হলে আইনি ব্যবস্থা নেব।' পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানান, পুরাতন মালদা শহরে এমন নজির নেই।

অন্যদিকে, শুক্রবার থেকে জলি চৌধুরী উত্তরবঙ্গ সফর করছেন। শনিবার বিকেলে তিনি রায়গঞ্জ থেকে পুরাতন মালদায় পৌঁছান। কার্তিক ঘোষ ও পুর আধিকারিকদের নিয়ে রাঙ্গামাটিতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড ঘুরে দেখেন। কাঞ্চনটারে তৈরি ইংরেজবাজার পুরসভার সলিড ওয়েস্ট প্ল্যান্ট ঘুরে দেখেন জলি। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, জঞ্জাল বিভাগের সিআইসি শুভময় বসু প্রমুখ।

ডেঙ্গিতে স্বস্তি

মালদা, ১৫ জুন : ডেঙ্গি নিয়ে অবশেষে খানিক স্বস্তিতে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। গত সপ্তাহে নতুন করে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে। এখনও ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে রাজ্যে সপ্তম স্থানে রয়েছে মালদা। স্বাস্থ্য দপ্তরের শেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, গত সপ্তাহে মালদা জেলায় নতুন করে ৬ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে মালদা জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮।

সাজগোজ।। মালদা শহরের সরাফা ভবনে বহুরূপী শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল।

কোচবিহার থেকে মালদা

পেটের টানে শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপী

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ জুন : মালদা শহরের নেতাজি মোড়। আর সেখানেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সরাফা ভবন। সেখানেই ইতিহাসের ছায়ার তলায় আশ্রয় নিয়েছেন এক বহুরূপী। সকাল থেকে গায়ে রং মেখে ওই তরুণ নিজেকে সাজিয়ে তুলছেন রাধিকার বেশে। সাজগোজ শেষে কাঠফাটা রোদ মাথায় করে তিনি চললেন রামকেলির উদ্দেশে। রামকেলি শেষ হলে আবার হয়তো তিনি চলে যাবেন অন্য আর একটা মেলায়। দেশের অন্যপ্রান্তে।

এই বহুরূপী শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়ি অবশ্য মালদায় নয়। বাড়ি কোচবিহারের বক্সিরহাটে। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বহুরূপী' সিনেমার দৌলতে এই লোকসংস্কৃতি নিয়ে কিছুটা হলেও একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে মানুষের মধ্যে। বহুরূপী আসলে সমাজে একেবারে হেরে যাওয়া মানুষের একটা পেশা। বহুরূপী সিনেমায় নায়ক রং মেখে ব্যাংক ডাকাতি করেছিলেন। কোচবিহারের বহুরূপী শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য রং মেখে মানুষের মনোরঞ্জন করেন পেটের দায়ে। শ্রীকৃষ্ণ দেখেছেন শিবপ্রসাদের বহুরূপী। মনে ধরেছে। তবে তাঁর বক্তব্য, 'কেন অপরাধের আশ্রয় নিতে হবে? এভাবে সেজে সেজেই কোনওদিন ২০০ টাকা, কোনওদিন আবার ৫০০ টাকা আয় হয়। সেই দিয়েই আমার পেট দিব্যি চলে যায়। এইতো রামকেলি শেষ হলে হয়তো চলে যাব কামাখ্যায়।' তাঁর কথায়, 'আমার বাবার পেশা ছিল বহুরূপী। তাঁকে দেখেই আমার এই পেশায় আসা।'

তবে আধুনিকতার যুগে হারিয়ে যাচ্ছে বহুরূপীর মতো একটা লোকসংস্কৃতি। কিন্তু, কেন? এ প্রশ্নের জবাবে মালদা কলেজের অধ্যাপিকা দীপাঞ্জনা শর্মার মন্তব্য, 'বিশ্বায়ন আর যুদ্ধের এই বাজারে শহর হোক বা গ্রাম, পৃথিবী যেন একটু বেশিই তাড়াতাড়ি ঘুরছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যস্ততা তার দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিস্ময় আর ভালোলাগাকে সংকুচিত করে দিচ্ছে। এখন আধুনিক যুগে, মানুষের সময়কে গ্রাস করে নিচ্ছে বহুরূপী সিনেমার টপিক কিংবা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোজেক্ট পেপার। একসময় যে বহুরূপী সাজ ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক মনোরঞ্জনও করত, এখন তা লুপ্তপ্রায়। কিন্তু তার নীল-কালো সাজে, রাংতার মুকুট আর ঝুটা মুক্তোর মালায় নতুন প্রজন্ম আর রহস্যের খোঁজ পায় না।'

রং মেখে সাজগোজ শেষ হয়ে গেলে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন রামকেলির দিকে। পথে কচিকাঁচাদের সঙ্গে বড়রাও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

শিক্ষক অভিজ্ঞান সেনগুপ্তের মতে, 'আমাদের ছেলেবেলায় শহরে পাড়ায় পাড়ায় বহুরূপীদের বিভিন্ন রূপে সেজে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখে। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, পশু-পাখি, ভূত-প্রেত, এমনকি বিভিন্ন পেশার মানুষের রূপ ধারণ করতেন। আমরা ভিড় করে দেখতাম। বর্তমানে অন্তত আমার শহরে বহুরূপীদের দেখা পাই না, অনেকদিন।' তিনি আরও বলেন, 'একটা মেলায় যোগাযোগ হয়েছিল বামনগোলার বহুরূপীশিল্পী বিজয় নাথের সঙ্গে। তিনি জানিয়েছিলেন, শুধুমাত্র ভালোবাসার টানেই এখনও এই পেশাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। নতুন প্রজন্ম আসে না। ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছেন বহুরূপীরা।'

> একসময় যে বহুরূপী সাজ ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক মনোরঞ্জনও করত, এখন তা লুপ্তপ্রায়। বিশ্বায়ন আর যুদ্ধের এই বাজারে শহর হোক বা গ্রাম, পৃথিবী যেন একটু বেশিই তাড়াতাড়ি ঘুরছে। আজ আর নীল- কালো সাজে, রাংতার মুকুট আর ঝুটা মুক্তোর মালায় নতুন প্রজন্ম রহস্যের খোঁজ পায় না।
>
> – দীপাঞ্জনা শর্মা
> অধ্যাপক, মালদা কলেজ

বর্ষার প্রস্তুতি।। নৌকা তৈরির ব্যস্ততা। গঙ্গারামপুর। ছবি : চয়ন হোড়

সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ত্রীর ছবি পোস্ট, গ্রেপ্তার স্বামী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : প্রথমে শ্বশুরবাড়ি থেকে মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পলায়ন। তারপর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর একান্ত মুহূর্তের ছবি ব্যবহার করে রিল বানিয়ে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট। স্ত্রীর দায়ের করা এমনই অভিযোগে মেদিনীপুরের খড়্গপুর থেকে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে আনল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম চিন্ময় আচার্য। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন, স্ত্রীর ছবি বিকৃতি, শ্বশুরবাড়ি থেকে চুরি, স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেল সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।'

রায়গঞ্জের একটি গ্রামের এক তরুণীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথমে বন্ধুত্ব ও পরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে খড়্গপুরের পাপাস গ্রামের তরুণ চিন্ময় আচার্যর। বছর দেড়েক আগে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের প্রতিবাদ করতেই সংসারে অশান্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ। চিন্ময়ের স্ত্রী জানান, তিনি এখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। মাস কয়েক আগে চিন্ময় তাঁকে বাপের বাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ি থেকে যাওয়ার সময় চিন্ময় তার স্ত্রীর সোনার গয়না ও কিছু মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালায় বলে অভিযোগ। গত প্রায় চার মাস ধরে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনেও কোনও যোগাযোগ রাখে না। সম্প্রতি স্ত্রীর নজরে আসে, চিন্ময় তাঁর একান্ত মুহূর্তের কিছু ছবি ব্যবহার করে রিল বানিয়ে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছে। এরপরেই স্বামীর এই আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন স্ত্রী। সপ্তাহ দুয়েক আগে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই বধূ। ঘটনার তদন্তে নেমে খড়্গপুরের পাপাস গ্রাম থেকে চিন্ময়কে গ্রেপ্তার করে রবিবার তাকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলে পুলিশ।

পরকীয়া ও গয়না চুরির অভিযোগ

এদিন রায়গঞ্জ আদালত চত্বরে অভিযোগকারী ওই তরুণী বধূ বলেন, 'যেসব ছবি ব্যবহার করে রিল বানানো হয়েছে সেগুলো আমার স্বামীর কাছেই ছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই স্বামীর আচরণে আমার সন্দেহ হচ্ছিল। মাস কয়েক আগে আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় সোনার অলংকার সহ একাধিক সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। তবুও সংসার করার আশায় পুলিশকে কিছু জানাইনি।' নির্যাতিতা স্ত্রী বলেন, 'আমাকে চরিত্রহীন অপবাদ দেওয়ার জন্য আমার ছবি ব্যবহার করে যেভাবে নানারকম অশালীন রিল পোস্ট করছে তাতে আর চুপ থাকতে পারলাম না। আমি চাই, পুলিশ সঠিক তদন্ত করে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

উদ্বোধন

বালুরঘাট, ১৫ জুন : ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিনের উদ্বোধন হল বালুরঘাট শহরে। রবিবার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের খাদিমপুর হালদারপাড়া এলাকায় ওই মেশিনের উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার এমসিআইসি অনোজ সরকার, ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভিজিৎ সাহা সহ স্থানীয় বিশিষ্টজনরা। স্থানীয়দের বক্তব্য, গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিত এলাকায়। এই মেশিন বসানোর ফলে সেই সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হবে। এককথায় গরমের মধ্যে পুরসভার এই পদক্ষেপে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

প্রস্তুতি

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : গুরুপূর্ণিমার অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রায়গঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘ। রবিবার রায়গঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ বলেন, 'সোজা রথে এবছর বড় কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে না। স্কুল বন্ধ থাকায় ও আশ্রমের আবাসিকরা না থাকায় ২৭ জুন রথের অনুষ্ঠান কাটছাঁট করা হচ্ছে। গুরুপূর্ণিমায় বড় অনুষ্ঠান হবে। দীক্ষাদানের পাশাপাশি ভজন, কীর্তন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রসাদ বিতরণ করা হবে।'

রক্তদান শিবির

মালদা, ১৫ জুন : এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে অভিরামপুর এলাকায় রবিবার রক্তদান শিবির হয়। ৫০ জন রক্তদাতা শিবিরে রক্তদান করেন। সংস্থার পক্ষে ডাঃ দেবজ্যোতি সরকার বলেন, 'বর্তমানে মালদা জেলাজুড়ে গ্রীষ্মকালীন রক্তসংকট তৈরি হয়েছে। সেই সংকট দূরীকরণে মালদা জেলা প্রশাসন এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে।' সেই উদ্যোগের সঙ্গে থাকতে এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন।

বৃক্ষরোপণ

মালদা, ১৫ জুন : শহরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রসেনজিৎ ঘোষের উদ্যোগে রবিবার ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় দুই শতাধিক বৃক্ষরোপণ করা হয়। চার্চপিল্ল, উত্তর সানি পার্ক, পশ্চিম সানি পার্ক ও শিমুলতলা এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী তপহারানন্দজি মহারাজ, মালদা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সদানন্দ বেরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেএমসি মাঠ এখন অভিরামপুর পার্ক

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৫ জুন : মালদা শহরবাসীর কাছে অভিরামপুরের মাঠ জেএমসি মাঠ হিসেবে পরিচিত। তবে ২ বিঘার বেশি জমির ওপর এই মাঠের একাংশ ইতিমধ্যে বেদখল হয়ে গিয়েছে। বাকি অংশের দখল নিতে প্রোমোটাররা আদাজল খেয়ে আসরে নেমে পড়লেও সেই চেষ্টা স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধায় বানচাল হয়ে যায়। এলাকাবাসীর দাবি মেনে ইংরেজবাজার পুরসভার সহযোগিতায় এই মাঠেই এবার গড়ে তোলা হল পার্ক। পার্কের নামকরণ করা হয়েছে অভিরামপুর পার্ক। এখানে বয়স্কদের আড্ডার ব্যবস্থার পাশাপাশি শিশুদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকছে। শনিবার রাতে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অধিকর্তা জলি চৌধুরী পার্কটির উদ্বোধন করেন। স্থানীয় কাউন্সিলার সুব্রত সর্দার বলেন, 'ছোটবেলায় এই মাঠে খেলাধুলো করতাম। জেলার বহু নামী খেলোয়াড় এই মাঠে একসময়ে খেলাধুলো করেছেন। মাঠ বাঁচাতে লাগাতার চেষ্টা চালিয়েছি। অবশেষে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর উদ্যোগে মাঠে পার্ক তৈরি হচ্ছে।'

মাঠের কিছুটা অংশ জবরদখল হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এছাড়া মাঠের একাংশে বেআইনি পার্কিং রয়েছে। গত ১৫-২০ বছরে এভাবে দুই বিঘে জমিতে গড়ে ওঠা মাঠের এক বিঘার মতো জমি বেদখল হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিরামপুরের খেলার মাঠটি বাঁচাতে পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের কাছে দরবার করেন।

সন্দীপ সাহা নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'মাঠ বাঁচাতে আমরা লড়াই না চালালে মাঠের অবশিষ্ট জমিও মাফিয়ারা দখল করে নিত। আমাদের লড়াই সার্থক হয়েছে।' অভিরামপুরের মাঠে গড়ে ওঠা পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, কাউন্সিলার সুব্রত সর্দার।

অভিরামপুরের এই মাঠেই পার্ক তৈরি হবে। - ফাইল চিত্র

> জেলার বহু নামী খেলোয়াড় এই মাঠে একসময়ে খেলাধুলো করেছেন। মাঠ বাঁচাতে লাগাতার চেষ্টা চালিয়েছি। অবশেষে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর উদ্যোগে মাঠে পার্ক তৈরি হচ্ছে।
>
> – সুব্রত সর্দার, স্থানীয় কাউন্সিলার

চড়া দামেও ব্যাপক চাহিদা তালশাঁসের

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এই সময়টায় রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দেদারে তালশাঁস বিক্রি ভালোই হচ্ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের দেবীনগর থেকে শিলিগুড়ি মোড় পর্যন্ত একাধিক জায়গায় গাড়ি ভর্তি করে তালশাঁস নিয়ে বসছেন বিক্রেতারা। আর পথচলতি আট থেকে আশির পুরুষ ও মহিলা সকলেই তাঁদের থেকে তালশাঁস কিনে চেখে দেখছেন।

তবে যেহেতু এটা তালশাঁসের মরশুমের শুরুর দিক, তাই এখন দাম তুলনামূলক কিছুটা বেশি। বর্তমানে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কুড়ি টাকায় তিন পিস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। যদিও কিছুদিন পর থেকে পাঁচ টাকা প্রতি পিস হিসেবে বিক্রি হবে বলে বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে শহরের বিবিডি মোড় এলাকার এক তালশাঁস বিক্রেতা সুনীল মালাকার জানিয়েছেন, প্রতি বছর তালশাঁসের ভীষণ চাহিদা থাকে। এখন যেগুলো বিক্রি হচ্ছে সেগুলো বাইরে থেকে নিয়ে আসা। কিছুদিন পর থেকে লোকাল তালশাঁস পাওয়া গেলে দাম এমনিই কমে যাবে।

যদিও পরিবার ও প্রিয়জনের জন্য তালশাঁস কিনতে হিসাব করছেন না কেউ। অভিজিৎ নাগ নামের শহরের এক বাসিন্দার কথায়, 'নিকটজনের আবদার তালশাঁস তার লাগবেই। তাই প্রায় প্রতিদিন তার কর্মস্থলে গিয়ে তালশাঁস দিয়ে আসি। আবার বাড়ির জন্যও কিছু পরিমাণ কিনে আনি।'

হাফিজুর শেখ নামে আরেক বাসিন্দা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির সকলে তালশাঁস খেতে ভীষণ ভালোবাসেন। সেজন্য প্রতিদিন সকালে বাজার থেকে তালশাঁস কিনে এনে ফ্রিজে রেখে দেন। দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে তখন সবাই একসঙ্গে মিলে তালশাঁস খান।

তালশাঁসের বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পর্কে কমবেশি সকলেই অবহিত। কিন্তু ভোজনরসিক বাঙালির কাছে তালশাঁসের চাহিদা মূলত এর অসামান্য স্বাদের জন্য। যেমন- পূজা গুপ্ত নামের শহরের এক বাসিন্দার কথায়, 'কচি অবস্থায় তালশাঁসের স্বাদ একরকম, আবার তুলনামূলক পরিণত অবস্থায় তালশাঁসের স্বাদ আরেকরকম। যদিও দুটোই অপূর্ব স্বাদের। প্রতি বছর গরমের সময় তালশাঁস ভীষণ জরুরি।'

জল ঢুকে বিকল টোটো। বীরপাড়ার সুভাষপল্লিতে। রবিবার। - সংবাদচিত্র

> কচি অবস্থায় তালশাঁসের স্বাদ একরকম, আবার তুলনামূলক পরিণত অবস্থায় তালশাঁসের স্বাদ আরেকরকম। যদিও দুটোই অপূর্ব স্বাদের। প্রতি বছর গরমের সময় তালশাঁস ভীষণ জরুরি।
>
> পূজা গুপ্ত, শহরের বাসিন্দা

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯ সংখ্যা, সোমবার, ১ আষাঢ় ১৪৩২

ভাতায় কোন সুরাহা!

গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের ভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার একটি প্রশ্ন শোরগোল ফেলে দিয়েছে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর কাছে বিচারপতির প্রশ্ন ছিল, একইভাবে বাকি বেকারদের জন্য সরকার কিছু ভেবেছে কি না? বিচারপতির সেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত অ্যাডভোকেট জেনারেল বারবার আদালতে বিড়ম্বনায় পড়েন সেদিন।

হাইকোর্টের বিচারপতির সুরে আমজনতারও প্রশ্ন, রাজ্যের বেসরকারি সংস্থাগুলোতে রোজ কতজনের চাকরি চলে যাচ্ছে, তাঁরাই বা তাহলে সরকারি ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? তাঁদের কথা কি একবারও মনে হয় না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের? সংসার চালাতে সদ্য চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে দিনমজুরের কাজ করতে শুরু করেছেন।

কেউ সবজি নিয়ে বসছেন হাটে। কেউ বা আট-দশ হাজার টাকার চাকরি জোগাড়ের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত ৩ এপ্রিল শীর্ষ আদালত ২০১৬ প্যানেলের ২৫,৭৫২ জনের চাকরি বাতিলে হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একজনেরও যাতে চাকরি না যায়, সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন। তারপর রাজ্যের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট অযোগ্য চিহ্নিত নন- এমন শিক্ষকদের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে কাজ করা ও বেতন পাওয়ার অধিকার দিয়েছে।

তবে এসএসসি'র নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ২০২৬-এর জানুয়ারি থেকে সেই অধিকার আর তাঁদের থাকবে না। সুপ্রিম কোর্টের পরপর দু'বারের নির্দেশে শিক্ষকদের সম্পর্কে এত কিছু বলা হলেও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্যই করা হয়নি। শিক্ষাকর্মী নিয়োগে এতটাই নাকি দুর্নীতি হয়েছিল যে তাঁদের একজনকে চাকরিতে বহাল রাখতে রাজি হয়নি সর্বোচ্চ আদালত!

অথচ শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে কেউ যোগ্য আছেন কি না, জানার উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, যতদিন না সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে, ততদিন রাজ্য সরকার গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের যথাক্রমে মাসিক ২৫,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে ভাতা দেবে। সেই ভাতা দেওয়া শুরু হলেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল হাইকোর্টে। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট যাঁদের চাকরি বাতিল করেছে, সেই শিক্ষাকর্মীদের জন্য ভাতা দেওয়ার অর্থ আদালতের অবমাননা।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, শিক্ষাকর্মীরা এই মাসিক ভাতার বিনিময়ে রাজ্যকে কী পরিষেবা দেবেন? প্রশ্ন ছিল, এই ভাতা কতদিন চলবে? রিভিউ পিটিশনের নিষ্পত্তি পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করা হয়, তাহলে তো একটার পর একটা আরও পিটিশন জমা পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই ভাতার ছড়াছড়ি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রেনে বলাবলি হচ্ছে, ডানলপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার এত বছর পরেও রাজ্য সরকার ওই সংস্থার কর্মীদের মাসে ১০,০০০ টাকা করে ভাতা দিচ্ছে। চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে রাজ্যে সব বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, অসংখ্য বেকার, বেসরকারি সংস্থার হাজার হাজার ছাঁটাই কর্মী কী দোষ করলেন? তাঁদের কষ্টের কথা ভেবেও কি কোনও পদক্ষেপ করা উচিত নয় মুখ্যমন্ত্রীর?

অর্থনীতি অবশ্য মনে করে, ভাতা-অনুদান দেওয়াটা আদৌ কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। রাজ্যে যেখানে নতুন শিল্প নেই, কলকারখানা বন্ধ, বেকারত্বের চেহারা ভয়াবহ, সেখানে জনগণের করের টাকায় বছরের পর বছর ভাতা-অনুদান দিয়ে যাওয়া নিয়ে তাই সংগত প্রশ্ন উঠে থাকে। এতে তো গরিবি ঘুচবে না। বেকারদের কর্মসংস্থানও হবে না। বেকারত্বের স্থায়ী সমাধান তো দূরের কথা। উলটে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে উঠবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করেন। সেই কর্মবিমুখতা যে আজ রাজ্যের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়, তা কে না জানেন।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

লস অ্যাঞ্জেলেস যখন বিতর্কের আগুনে

হলিউডের ছবি নয়, লস অ্যাঞ্জেলেস বিশ্বের নজরে অবৈধ অভিবাসীদের বিপ্লবের জন্য। পরিস্থিতির দুইদিক চর্চায়।

রুমি বাগচী

লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের বাড়ির বাগানে কাজ করতে আসে যে ছেলেটি, সে মেক্সিকান। আমার ঘর পরিষ্কার করতে আসেন যে মহিলাটি, তিনি কিউবান। নাম মারিয়া। নতুন বাড়ি কেনার পর আসবাবপত্র, ফুলের টব যত্ন করে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল যে ছেলেটি, তার নাম ওর্তেগা। আদতে বাড়ি গুয়াতেমালায়।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রত্যেক বছর লস অ্যাঞ্জেলেসের সব দুর্গাপুজোয় পরিশ্রমের কাজগুলো করে দেন যাঁরা, তাঁরা হয় মেক্সিকান নয়তো পুয়ের্তো রিকোর তরুণ। ওঁদের মধ্যে খুব পরিচিত একটি নাম 'হোসে'। তাই মেক্সিকান তরুণদের প্রতিশব্দ হিসেবে আমাদের মধ্যে 'হোসে' ব্যবহার করাটা এক রকম চল হয়ে গিয়েছে।

এত কথা মনে হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসের অবৈধ অভিবাসী সমস্যা নিয়ে লিখতে বসে। এখানে যে অভিনব প্রতিবাদ চলছে, তার রেশ সারা পৃথিবীতে এখন। ক'দিন আগেও কেউ ভাবতে পারেননি, এমন পরিস্থিতি হতে পারে আমেরিকার এত নামকরা শহরে। সবাই তো ভাববেন, হলিউডের শহরে আর যন্ত্রণার কী? এই প্রতিবাদীদের মধ্যে যেমন মেক্সিকানরাই সংখ্যায় বেশি, তেমনই আমাদের মতো লস অ্যাঞ্জেলেসবাসীদের প্রতিদিনের জীবনেও কিন্তু মেক্সিকানরাই সব থেকে বেশি জড়িয়ে। তাঁরা আমাদের কাজের এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ।

পরিশ্রমের কাজ ছাড়াও আরও একটি দারুণ মেক্সিকান আকর্ষণ আছে আমাদের জন্য। বাইরে গেলেই আমরা সবসময় ঘাড় ঘুরিয়ে মেক্সিকান রেস্তোরাঁ খুঁজি। ঝাল সালসা, সবুজ গুয়াকোমোলা দিয়ে এনচেলাডা, কিসেডিলা, বুরিতো, টাকো আমাদের মন জয় করে রেখেছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে মেক্সিকান খাবারের জনপ্রিয়তা এক নম্বরে। আমরা বাড়িতেও সালসা, কিসেডিলা বানাতে শিখে গিয়েছি।

এই যে প্রতিবাদ চলছে অভিবাসন নিয়ে, সেখানে প্রতিবাদীদের মধ্যে মেক্সিকান ছাড়াও আছেন 'ল্যাটিনো'রাও। যাঁরা মূলত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অথবা ক্যারিবিয়ান দ্বীপের মানুষ। তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার।

কিন্তু এর পাশাপাশি এবার অন্যদিকে তাকাই। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়?

বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশের সঙ্গে গা লাগিয়ে আছে এমন একটি দেশ, যেখানে আছে চূড়ান্ত অসাম্য, হিংসা ও দারিদ্র্য। মেক্সিকোর কথাই বলছি। এ ছাড়া এল সালভাদর, কিউবা, কোস্টা রিকা, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাসের মতো ল্যাটিনো অনুন্নত দেশগুলোও খুব বেশি দূরে নয়। এসব দেশের বেশিরভাগ মানুষের পেটে খাবার নেই, চাকরির সুযোগ নেই। কিন্তু ড্রাগসের ব্যবসা, নারী পাচার ও খুনোখুনি লেগেই আছে। মারাত্মক সব ড্রাগস ডিলারদের রাজত্ব চলে সেখানে।

তাই ওর্তেগা, হোসের মতো বা আমার গার্ডেনার ফার্নান্দোর মতো হাজার হাজার মানুষ মরুভূমি, নদী, পাহাড় পেরিয়ে আমেরিকা আসে। কারণ দেশে থাকলে হয় খুন হত, নয়তো না খেয়ে মরত। ফার্নান্দো বৌকে আনতে পারেনি। ছ'মাস হল ছেলে হয়েছে। তাও দেখতে যেতে পারেনি। কেন জানতে চাওয়ায় বলল, 'আমার তোমার মতো লাইসেন্স, আইডি কিছু নেই। দেশে একবার গেলে আবার এখানে ফেরা সমস্যা হবে। একে তাকে দিয়ে বাড়িতে ডলার পাঠিয়ে দিই। সেটাই আমার কাছে অনেক।'

আসলে এরা সবাই জানে, কোনওভাবে আমেরিকায় ঢুকতে পারলেই জীবনটা চট করে অনেকটা ভালো হয়ে যায়। বিশেষ করে লস অ্যাঞ্জেলেস যখন স্যাংচুয়ারি শহর। সেটা কী? পরে আসছি সেকথায়।

এ কথা সত্যি যে, আমেরিকায় কৃষিকাজে, রাস্তা, বিল্ডিং তৈরিতে সস্তা শ্রমিকের চাহিদা অনেক। আমার এক পরিচিত কনট্রাক্টর বলেছিল, 'ডকুমেন্ট নেই, এমন ছেলেরা ছাড়া কাজ এগোয় না। তারা দিনের পর দিন সস্তায় সব করে দেয়।' এটাই অবৈধ শ্রমিকদের টেনে আনে। ওঁদের জন্যই আমরা ভারতীয়রাও বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে অথবা বাচ্চার জন্মের পর সহজেই সারাদিনের জন্য আয়া রাখতে পারি। তাই আমেরিকা কিছু সংখ্যক শ্রমিকের অবৈধ প্রবেশে বাধা দেয় না।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। যেখানে অভাব, অশিক্ষা থাকে, সেখানেই বাড়ে অপরাধ। এটা দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি। মেক্সিকো সমেত ল্যাটিনো দেশগুলো থেকে যে গরিব মানুষেরা আসে, তাদের দিয়ে বড় বড় ড্রাগস ডিলাররা আমেরিকাতে ব্যবসার প্রসার ঘটায়। নারী পাচার করে। এ ছাড়া ওরা নিজেরাও মারামারি, খুনোখুনি করে।

দুজনকে বাগান পরিষ্কার করার জন্য ডাকলে যদি তার বদলে দুশোজন বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং মারামারি করে, ড্রাগস খায়, তখন আমরা কী করব? আমরা কি সবার থাকার জন্যে আমাদের বাকি সব ঘর খুলে দেব? আমরা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়িতে তালা লাগাই। আজকাল তো ক্যামেরাও বসাই। যাতে অচেনা, অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকে না পড়ে। এসি চালিয়ে দরজা, জানলা বন্ধ করার সময় কি ভাবি, বাইরে কে কে গরমে কষ্ট পাচ্ছে?

তবে দেশের ক্ষেত্রে তা নয় কেন? আমেরিকায় ইতিমধ্যেই এই অবৈধ অভিবাসীরা ড্রাগসকে অনেকটা ছড়িয়ে দিয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে অপরাধের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে। সরকার খুবই চিন্তিত। প্রশ্ন করবেন, অভিবাসী সমস্যার কারণ কী? সস্তার শ্রমিকের প্রয়োজন। ল্যাটিন আমেরিকার দারিদ্র্য ও হিংস্রতা। দীর্ঘ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া ও স্যাংচুয়ারি সিটি নীতি।

এবার বলি, স্যাংচুয়ারি সিটি কী? ওই যে, আমেরিকা যেসব সস্তা অবৈধ শ্রমিকদের ঢুকতে দেয়, যাদের জন্য আমাদের মহিলাদের আর নিজে হাতে ঘরের কাজ করতে হয় না, তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় যেসব শহর, তাদের বলা হয় 'স্যাংচুয়ারি সিটি'। লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক সিটি, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো হল স্যাংচুয়ারি সিটি। যাদের ঢুকতে দেয়, তাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধের অন্য নামও বলা যায়।

যেহেতু এরা অবৈধভাবে আসে, তাই এরা সব সময় শঙ্কিত থাকে। ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পায়। স্কুলেও যায় না। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। কিন্তু ভয়ে পুলিশ ডাকে না, যেহেতু এদের বৈধ কাগজপত্র নেই। ফলে অপরাধ বাড়তে থাকে, যা পুরো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। তাই এদেরও কিছু শিক্ষা, চিকিৎসা, আইনের সহায়তা দেওয়া উচিত -- এই ভাবনা থেকেই স্যাংচুয়ারি সিটির জন্ম।

স্যাংচুয়ারি সিটিতে কোনও অভিবাসী যদি ডাক্তার, স্কুল অথবা পুলিশের কাছে যায়, তবে তাকে পরিচয়পত্র দেখাতে হয় না। কেউ তাদের অভিবাসন স্ট্যাটাস জানতে চায় না। কিন্তু অপরাধ করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

অনেক ল্যাটিনো আইনানুসারে আমেরিকায় আসেন এবং পড়াশোনার পাশে নানা ধরনের চাকরি করেন। আমার অনেক সহকর্মী আছেন, যাঁরা ফিলিপিনো, মেক্সিকান, চিলিয়ান। যাঁদের জীবনযাত্রা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্য আমেরিকানদের কোনও পার্থক্য নেই।

তাহলে প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি এই বন্যার মতো অনুন্নত ও পরিচয়হীন মানুষের প্রবেশ কীভাবে সামলানো সম্ভব? মেক্সিকো, পানামা, নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি হলে সেখানকার মানুষ নিজের দেশ ছেড়ে জীবন বিপন্ন করে সীমান্ত পেরোতে চাইবে না। কৃষি ও নির্মাণের কাজে যতটা শ্রমিক দরকার, তাঁদের স্বীকৃত অস্থায়ী শ্রমিক ভিসা চালু করতে হবে। সবাই অবৈধ হয়ে আসবে কেন? কিছু আইনসংগত রাস্তা খুলে দিক সরকার।

আর দরকার প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তে আরও নজরদারি বাড়ানো। আমি সান ডিয়েগোতে গিয়েছিলাম। তিজুয়ানা আর সান ডিয়েগোর সীমান্ত দেখেছি। অনেক অংশে এখনও পাহারা নেই। রাতে ফাঁক গলে সহজেই চলে আসা যায়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে যেমন কাঁটাতারের বেড়া না থাকলে হয়।

আমেরিকাতেও একই ব্যাপার। রাজ্য সরকার ও ফেডেরাল সরকারের মতবিরোধ এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখছে। রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশকে অবাধ রাখতে চায়। কিন্তু ফেডেরাল সরকার ড্রাগস, নারী পাচারের কথা ভেবে, দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কড়া নীতি প্রয়োগ করতে চায়। এই দ্বন্দ্বও পরিস্থিতিকে সাময়িক জটিল করে তুলেছে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা)

আজ

১৯২৫

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনাবসান হয় ১০০ বছর আগে আজকের দিনে।

১৯৫০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

আলোচিত

ভারত আর পাকিস্তানকে আমি যেমন শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য করেছিলাম, ইজরায়েল-ইরানের ক্ষেত্রে তাই করতে চাই। এদের চুক্তি করতেই হবে। ভারত-পাকিস্তানের চুক্তির ক্ষেত্রে আমি আমেরিকার সঙ্গে ওদের ব্যবসার ব্যাপারটা ব্যবহার করেছিলাম। এখানেও এমন হবে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

বিষাক্ত সাপের মুখে চুমু। টি-শার্ট, হাফ প্যান্ট পরা ব্যক্তি হাতের বিড়িতে টান দিয়ে গলায় জড়ানো বিষাক্ত সাপের মাথাটি ধরে নিজের জিভটি বাড়িয়ে দেয়। চুমু খেতে গেলে কামড় দেয় সাপ। হাসপাতালে ভর্তি তরুণ।

ভাইরাল/২

মহারাষ্ট্রের ১২ বছরের কিশোরী মা-বাবার সঙ্গে মানালি গিয়েছিল। সেখানে জিপলাইন রাইড করছিল। হঠাৎ হারনেসের দড়ি ছিঁড়ে যায়। গভীর খাদে গিয়ে পড়ে মেয়েটি। কয়েক জায়গায় আঘাত লাগলেও অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন তার বাবা।

জনমন
জনমত

গরম থেকে বাঁচতে গাছ লাগান

এবছর জুন মাসে শিলিগুড়ি এবং তার আশপাশের শহরে যে ভয়ংকর গরম পড়েছে সেরকম গরম বেশ কয়েক বছরের মধ্যে পড়েনি। শুধু সমতলই নয়, পার্বত্য এলাকার শহরগুলিও এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অসুবিধায় পড়েছে। বিশেষত দিনেরবেলায় উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় অনেকটাই গরম অনুভূত হচ্ছে। যাইহোক, বৈজ্ঞানিকরা বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে সতর্ক করে দিলেও আমরা তাঁদের কথা সেভাবে কি মানছি?

বৃক্ষরোপণের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে বৃক্ষচ্ছেদন, গ্রাম থেকে শহরাঞ্চল- সর্বত্র একই ছবি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নগরায়ণের জন্য প্রকৃতি তার স্বাভাবিক ছন্দ হারাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই যদি তাদের নিজস্ব বসতবাড়ির কাছে কয়েকটি করে গাছ লাগায় তাহলে পরিবেশের উষ্ণতা সামান্য হলেও কমবে। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক এবং রাজ্য সড়কের পাশে যেখানে যেখানে সম্ভব গাছ লাগানো অবশ্যই দরকার। বিষয়টি নিয়ে সরকার এবং জনসাধারণ চিন্তাভাবনা করলে উষ্ণতার হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া যাবে।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সহজ হোক খাজনা আদায়

কৃষি ও বাস্তুজমির খাজনা আদায়ের নবীকরণ পদ্ধতি এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে করা যায়। কিন্তু সেই প্রথা ভীষণ জটিল। তিন-চার দিন ধরে লেগে থাকলেও কাজ হয় না। ক্যাফেতে গিয়ে ফর্ম ভরতে হয়। অভিজ্ঞতা বলে, এসব ক্ষেত্রে সাইবার ক্যাফের মালিক বেশি টাকা ধার্য করেন।

এই অবস্থায় পদ্ধতিটি যদি আরও সহজ করা যায়, তাহলে সকলেরই উপকার হয়, সময়ও বাঁচে। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

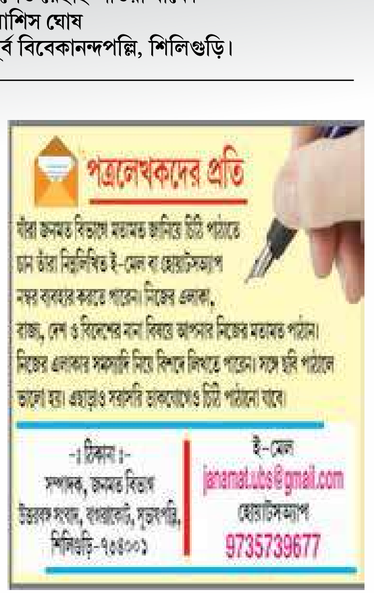

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মৃত্যুর বেদনাও আজ বিনোদনের প্যাকেজ

আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার রিল ও নিউজ ক্লিপে ভরপুর সোশ্যাল মিডিয়া। ছবি, গল্প লক্ষ লক্ষ ভিউজের উৎসে পরিণত।

রাহুল দাস

কে যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিদেশে? কে ফিরছিলেন স্ত্রীর অস্থি বিসর্জন দিয়ে? কে যাচ্ছিলেন সদ্য বিবাহের পরে হানিমুনে? এয়ার হোস্টেসদের শেষ সেলফি- এসব তথ্য এখন ইমোশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আর ঝাঁ চকচকে এডিটিংয়ে হয়ে উঠছে কনটেন্ট। মৃত্যুর বেদনাও যেন হয়ে উঠেছে বিনোদনের প্যাকেজ। যদিও শুরুটা হয়েছে কয়েক বছর আগেই।

কোথায় ভুল হয়েছিল? কীভাবে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত? এই প্রশ্নগুলো আজ আর মুখ্য নয়। বরং প্রচারে উঠে আসছে, 'মানুষ পুড়ল, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ পুড়ল না'-এমন চটকদার শিরোনাম। বাস্তবের ভয়াবহতাকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে আড়ম্বরপূর্ণ আস্থায়, যেন আসল দায় চাপা পড়ে যায়।

সবচেয়ে মর্মান্তিক হল, আমরা এসব রিল আর নিউজ ক্লিপে চোখ রেখে রেখে যেন নিজেরাই একটা অসুখে ভুগতে শুরু করছি। প্রতিদিন একটু একটু করে আমাদের সংবেদনশীলতা হারিয়ে যাচ্ছে, মনুষ্যত্ব নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে। মৃত্যু এখন আর শুধুই এক পরিণতি নয়, তা হয়ে উঠেছে কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজির এক অনিবার্য অংশ। মৃত্যুর গল্প যত করুণ, তার বাজারমূল্য তত বেশি।

এখনকার দিনে সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্য যেন মানুষের মৃত্যুই। একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষগুলোর নাম, ছবি, গল্প-সবকিছুই এখন পরিণত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ভিউজের উৎসে। সংবাদমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া- সবাই যেন মরে যাওয়া শরীরগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে ব্যবসা করছে। মোবাইল খুললেই

এসব দৃশ্যের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে দুর্ঘটনায় মৃতদের জন্য শোক-যন্ত্রণা।

আহমেদাবাদে শুধু বিমান যাত্রীরা মারা যাননি, মারা গিয়েছেন বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার প্রচুর মানুষ এবং জীবজন্তু। অনেক লোক যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, অনেককেই আবার দেখা গিয়েছে সেলফি তুলতে ব্যস্ত, ভিডিও করতে ব্যস্ত। এগুলোই ছাড়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সময়কে, যখন বিবেকানন্দ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সমাজকে মুক্ত করে বলেছিলেন-"ধর্ম মানে শুধু রীতি নয়, তা হওয়া উচিত মানুষের মধ্যে মানবিকতার উন্মেষ।" তিনি যখন শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অফ আমেরিকা', তখন শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, সমস্ত ভারতীয় চেতনার উচ্চতা তুলে ধরেছিলেন বিশ্ববাসীর সামনে।

কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীর চারভাগের একভাগ সময় পেরিয়ে এসেও আমরা যেন সেই গোঁড়ামির বৃত্তেই ঘুরে চলেছি। ধর্মগ্রন্থ অক্ষত থাকাটা যখন শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝতে হয়-মানুষের জীবনের মূল্য, তার অনুভব, তার ভালোবাসা, তার যন্ত্রণা-সবই যেন পর্দার নীচে চাপা পড়ে গেছে। ধর্মের নামে মানবতাকে ছেঁটে ফেলে, আমরা তুলে ধরছি অলৌকিকতার বাহাদুরি।

আমরা কি তবে আবারও পিছিয়ে যাচ্ছি? বিবেকানন্দ যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, তা কি আজ মুঠোফোনের স্ক্রিনে চটকদার ক্যাপশন আর অশ্রুবিজড়িত এডিটিংয়ের ছায়ায় নিভে যাচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলো এখন আর শুধু সামাজিক প্রশ্ন নয়, এগুলো নৈতিক প্রশ্ন। আমরা কোন দিকে এখন চলেছি-সেই আত্মসমালোচনার সময় এখনই এসেছে।

(লেখক তুফানগঞ্জের বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। রামায়ণের রাক্ষসী ৪। দুধ থেকে মাখন তোলার কাঠের দণ্ড ৫। বেদ চর্চা করেন যে ব্রাহ্মণ ৭। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিজ ৮। নকুল ও দ্রৌপদীর পুত্র ৯। সূর্য পরিবারের সদস্য ১১। কর্তাভজা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ১৩। ঘরের চাল তৈরির জন্য পোড়া মাটির ফলক ১৪। যে জিনিস পরিপাকে সাহায্য করে ১৫। নখ কাটার অস্ত্র।

উপর-নীচ : ১। বোনের শ্বশুর ২। ট্রেনের বগি ৩। যা এখনও নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয় ৬। জোড়া ফুল বা পদ্ম ফুল যা ৯। অত্যধিক আদরে গা ঘেঁষা ১০। বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার ১১। জমি মাপার কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মী ১২। কেরোসিন তেলের বাতি।

সমাধান ■ ৪১৬৬

পাশাপাশি : ১। হাতছানি ৩। কড়চা ৫। ঘটোৎকচ ৭। রসাম্ল ৯। আমলা ১১। সংকীর্তন ১৪। দায়ক ১৫। চাপাকল।

উপর-নীচ : ১। হাস্যকর ২। নিদাঘ ৩। কড়াৎ ৪। চামচ ৬। কদম ৮। সারং ১০। লাঠিয়াল ১১। সফেদা ১২। কীচক ১৩। নলিচা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্মানিত মলয়

মহিলাদের উদ্যোগপতি করতে ও বিভিন্ন স্তরে ভূমিকার জন্য এশিয়া বুক অফ রেকর্ডের তরফে 'পজিটিভ বার্তা'র মলয় পীটকে 'এশিয়া বুক অফ রেকর্ড'-এর সম্মান দেওয়া হল।

দক্ষিণে বর্ষা

অপেক্ষার অবসান। চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে ঢুকছে বর্ষা। জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার সকাল থেকেই দক্ষিণের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। চলবে আগামী কয়েকদিন।

সম্পর্কচ্ছেদ

বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে আসার পরই অভিনেতা সৌরভ দাসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে জানাল তৃণমূল। '২১-এর বিধানসভার আগে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন।

বাজারে নিরাপত্তা

বড়বাজার ও পোস্তার নিরাপত্তায় ৩২টি অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসাচ্ছে লালবাজার। এর জন্য ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফাইভ মেগাপিক্সল বুলেট আইপি সম্পন্ন এই ক্যামেরা বসছে।

হব আমি বাবার মতো বড়... রবিবার আন্তর্জাতিক ফাদার্স ডে-তে নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

আবার ধমক কেষ্টকে

হোয়াটসঅ্যাপে বৈঠক ডেকে বক্সীর তোপে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুন : শনিবার দুপুরেই ভবানীপুরে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর অফিসে ডেকে বীরভূম জেলা তৃণমূলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ফিরহাদ হাকিম। জেলার সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার নির্দেশও দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি বক্সী। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই ফের নিজের স্বভাবেই অনড় থাকলেন কেষ্ট। বীরভূমে তিনি যে কারও বেশি গুরুত্ব মেনে নেবেন না, তা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। রাতেই বিষয়টি জানতে পেরেছেন বক্সী। তারপরই কেষ্টকে চরম ধমক দিয়ে না শোধরালে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কেষ্টর এই ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শীঘ্রই যে কেষ্টর বিরুদ্ধে দল কঠোর পদক্ষেপ করবে, তা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় সুব্রত বক্সী, ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ২১ জুন জেলা কোর কমিটি ও ২৫ জুন জেলা কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। সেই মতো বক্সীর নির্দেশ মতো দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ওই বৈঠকের কথা জানিয়ে দেন। কিন্তু জেলা সভাপতি থাকাকালীন কেষ্ট পৃথক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। ওই গ্রুপটি এখনও চালু আছে। হঠাৎই বিকালে তাঁর নিজের তৈরি ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কেষ্ট বৈঠকের জন্য সকলকে আহ্বান করেন। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাল ৩টে ৮ মিনিটে নতুন গ্রুপে ওই বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ৪টে ২৮ মিনিটে অনুব্রত মণ্ডল ওই পোস্ট করেন। বৈঠক ডাকার অধিকার শুধুমাত্র জেলার চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রয়েছে বলে শনিবারই

ফের বেলাগাম

- বৈঠক ডাকতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে
- নির্দেশমতো দলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বৈঠক ডাকেন আশিস
- এক ঘণ্টার মধ্যে পালটা ওই তারিখেই বৈঠক ডাকেন অনুব্রত
- এতেই ক্ষুব্ধ শীর্ষ নেতৃত্ব

স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন বক্সী। কারণ কোর কমিটির ৯ সদস্যের মধ্যে কেষ্ট একজন সাধারণ সদস্য মাত্র। তাই তাঁকে সেই অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই নির্দেশকে অমান্য করে কেষ্ট এই বৈঠক ডাকায় ক্ষুব্ধ দলের জেলা নেতারাও। রাতেই বিষয়টি দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে জানান আশিসবাবু। তারপরই কেষ্টকে ফোন করেন বক্সী।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কেষ্টকে এবার পুরোপুরি ছেঁটে ফেলতে যাবতীয় পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। কারণ বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেষ্ট তাঁর নিজের অবস্থানেই অনড় রয়েছেন। কোনওভাবে তিনি শোধরাচ্ছেন না। তাই তাঁর ভূমিকায় চরম অসন্তোষ রয়েছে অভিষেকেরও। দল যে তাঁর মাথার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে, তা তাঁকে শনিবার বৈঠকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন বক্সী ও ফিরহাদ। কিন্তু তারপরও তাঁর এই হোয়াটসঅ্যাপ পোস্টে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

আদালতে কান ধরে ওঠবস করাব, হুমকি সুকান্তর

কলকাতা, ১৫ জুন : বাঁকুড়া জেলা বিজেপি দপ্তরে ভাঙচুরের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানার ওসি এবং জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে বাঁকুড়া সদর থানার ওসি সুজয় টুঙ্গার নেতৃত্বে পুলিশ জেলা কার্যালয়ে তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। দলীয় ফাইল এবং কাগজপত্র তছনছ করে। খবর পেয়ে দলীয় কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছোলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে তাঁদের। শেষপর্যন্ত বেশকিছু নথি সহ কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার থানা ঘেরাও এবং রাস্তা অবরোধ

নিশানায় বাঁকুড়ার ওসি ও এসপি

করে বাঁকুড়া জেলা বিজেপি। এই ঘটনা নিয়ে রবিবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে রাজ্য সভাপতি বলেন, 'পুলিশের এই অগণতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব। কোনওরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে যেভাবে পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং তছনছ করেছে, সেটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছাড়া কিছু নয়।' বাঁকুড়া সদর থানার ওসি এবং জেলা এসপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'আদালতে এদের কান ধরে ওঠবস করাব।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডল, শেখ শাহজাহানকে যে পুলিশ ধরতে পারে না, তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের ভয়ে যারা টেবিলের তলায় লুকোয়, সেই মেরুদণ্ডহীন পুলিশ শনিবার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বীরত্ব দেখিয়েছে।'

মুখে কুলুপ সিপিএমের

ধর্ষণে অভিযুক্তের সঙ্গে মদ্যপান সুজন ঘনিষ্ঠ নেত্রীর

কলকাতা, ১৫ জুন : ধর্ষণে অভিযুক্তর সঙ্গে বসে মদ্যপানের মজলিসে ব্যস্ত সিপিএম নেত্রী তনুশ্রী মণ্ডল। রবিবার সমাজমাধ্যমে এই ছবি (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করতে পারেনি) রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, সামনে মদের বোতল, মুখে সিগারেট ও তার পাশে ধর্ষণে অভিযুক্ত তরুণ নেতা অভিনন্দন দাশগুপ্ত। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ সিপিএম নেতৃত্ব। ওই তরুণ সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলেই দাবি করা হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

এদিন সমাজমাধ্যমে তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল ওই ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'বিধানসভায় শূন্য তবে নেশায় পূর্ণ। রাজ্যে সিপিএমের সাংগঠনিক পতনের মধ্যেই ফের বিতর্কে সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য তনুশ্রী মণ্ডলের একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। তাঁর পাশে বসা যুবনেতা অভিনন্দন দাশগুপ্ত মধ্য যাদবপুর এরিয়া কমিটির সদস্য ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ অভিযুক্ত। তবুও দলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়নি। এই পোস্টের একটাই কারণ, ধর্ষণে অভিযুক্ত একজনের সঙ্গে বসে মদ্যপান করা তাও আবার একজন মহিলা হয়ে।' সমাজমাধ্যমে এই পোস্ট সামনে আসতেই রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে।

এই বিষয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। কয়েকমাস আগে দলের যুব সংগঠনের কলকাতা জেলার সভাপতি পদে যাকে বসানো হয়েছিল, তার বিরুদ্ধেও নারীঘটিত একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। তার কিছুদিন পর দলের প্রাক্তন সাংসদ বংশোগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দলেরই এক মহিলা কর্মীকে আপত্তিকর মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ উঠেছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য তাঁকে বহিষ্কার করে দল। একই কারণে প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকেও বহিষ্কার করা হয়। দমদম উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছিল।

দলের সম্মেলনের আগে দলীয় কর্মীদের একাধিকবার সংযত হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও বারবার এই ধরনের কার্যকলাপ প্রকাশ্যে আসায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

ভাইরাল সেই ছবিতে সিপিএম নেত্রী।

নবান্নের অনুমতি ছাড়া কোনও মউ স্বাক্ষর নয়

কলকাতা, ১৫ জুন : শনিবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোন বিভাগের সঙ্গে ও কী কী কারণে এই মউ স্বাক্ষরিত হচ্ছে, তা নির্দিষ্টভাবে নবান্নকে জানাতে হবে। নবান্ন থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর কোনও দপ্তর মউ স্বাক্ষর করতে পারবে। দপ্তরগুলিকে তাদের কাজকর্মের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আগেভাগে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে জানাতে হবে।

বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আনতেই এই পদক্ষেপ করছে নবান্ন। কারণ, বিভিন্ন দপ্তর ইচ্ছামতো মউ স্বাক্ষর করার ফলে সরকারের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ওই মউ কার্যকর হচ্ছে না। এর ফলে সরকারকে তার জবাবদিহি করতে হচ্ছে। সেই জন্য নবান্ন প্রতিটি দপ্তরের সমন্বয় আনতে চাইছে। গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের ডেকে বৈঠক করেন।

বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ মুখ্যসচিবের

ওই বৈঠকেই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে অনুমোদন না পাওয়া গেলে কোনও দপ্তর মউ স্বাক্ষর করতে পারবে না। মউ স্বাক্ষরের আগে মুখ্যসচিবের কাছে বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হবে। মুখ্যসচিব তা খতিয়ে দেখে অনুমতি দিলেই দপ্তরগুলি সেই সংক্রান্ত মউ স্বাক্ষর করতে পারবে। তবে মউ স্বাক্ষর করার আগে তার কার্যকারিতা ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। মউ স্বাক্ষর করে তা কার্যকর না হলে কোনও কাজ হবে না।

মুখ্যসচিবের ওই নির্দেশিকা বিভিন্ন দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছে। গ্যারাজ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধি নিয়ে কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পরিবহণ দপ্তর। কিন্তু এখনও তা কার্যকর করা যায়নি। বিষয়টি জানতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভের কথা পরিবহণমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই মউ স্বাক্ষরের আগে কার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, তাও তিনি পরিবহণমন্ত্রীর কাছে জানতে চান। তারপরই নির্দেশিকা জারি করতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন মমতা।

জীবনের নানা ওঠাপড়া যেন গায়ে না লাগে... রবিবার ময়দানে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

অগ্ন্যাশয়ে সমস্যা, সংকটে অভিজিৎ

কলকাতা, ১৫ জুন : তমলুকের সাংসদ, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখনও পুরোপুরি বিপন্মুক্ত নয়। হাসপাতাল সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। সাংসদের চিকিৎসার জন্য গঠিত ৭ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড সোমবার সকালে তাঁকে পরীক্ষা করবে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল হলেও পুরোপুরি বিপন্মুক্ত নন। রবিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে দেওয়া এক মেডিকেল বুলেটিনে একথা জানানো হয়েছে। তবে এদিন সাংসদ ঘনিষ্ঠ কয়েকজন তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে, আইসিইউতে ভর্তি থাকলেও

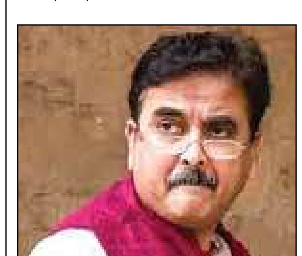

আগের থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালো। ঘনিষ্ঠদের উদ্দেশে হাত নেড়ে নিজের সুস্থতার কথা জানিয়েছেন তিনি। শনিবার পেটে ব্যথা এবং বমিভাব নিয়ে তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে চিকিৎসকরা মনে করছেন অভিজিৎবাবু অগ্ন্যাশয়ের (প্যানক্রিয়াটাইটিস) অসুখে ভুগছেন। তাঁকে আপাতত নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সাংসদের চিকিৎসায় ৭ সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে ইন্টারনাল মেডিসিন এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ফুসফুস, হরমন, পাচকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ও শল্য চিকিৎসকরাও থাকবেন।

কাজে গতি আনতে 'বিশেষ চোখ' নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ জুন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সরকারের সব দপ্তরের কাজে গতি স্বাভাবিক রাখতে এবার 'বিশেষ চোখ' নবান্নের। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে এই ব্যাপারে কোনও দুর্বলতা রাখতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রের খবর, সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান যাতে শাসকদলের ভোট প্রচারে ভরপুর থাকে, সেই জন্যই এবার নবান্ন'র 'বিশেষ চোখ'কে কাজে লাগাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্য, 'আর্থিকভাবে একটা চাপের মধ্যে চলছে সরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দরকার সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা। সেটা না থাকলেই সরকারি অর্থের অপব্যবহার ও অপচয়ের ঝুঁকির আশঙ্কা।' আগামী বছর ভোটের আগে সরকারের এই দিকটা স্বচ্ছ রাখতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই পদক্ষেপ, ধারণা ওই শীর্ষ আধিকারিকের।

প্রযোজককে অপহরণ, বিতর্কে অভিনেত্রী পূজা

কলকাতা, ১৫ জুন : এরকম আচমকা উলটপুরাণ হয়তো আশা করেননি কেউই। দিনকয়েক আগে যখন ভিডিও প্রকাশ করে নিজের সঙ্গে হওয়া প্রতারণার কথা জানান, তখন চারিদিকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু সেই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধেই এবার এল মারাত্মক অভিযোগ।

প্রযোজককে অপহরণ করে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্যামসুন্দর দের তরফে একটি পোস্ট সামনে আসে। সেখানে তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীকে দিনচারেক আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁরা সপরিবার গোয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন। দিনকয়েক থাকার পরে শ্যামসুন্দরের স্ত্রী ও মেয়ে ফিরে এলেও প্রযোজকের ফেরা হয়নি। ৩১ মে একটি ভাড়া গাড়িতে চেপে

ভিডিওতে প্রতারণার কথা। (ইনসেটে) শ্যামসুন্দর দাস।

টাকা আদায়ের জন্য নির্যাতন করেছেন অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী কুণাল ভার্মা। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রযোজক শ্যামসুন্দর দের স্ত্রী মালবিকা দে।

সমাজমাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের কিছু স্ক্রিন শট সামনে এনে তিনি জানিয়েছেন, গোয়ায় তাঁর স্বামী শ্যামসুন্দরকে অপহরণ করেছিলেন পূজা ও কুণাল। টাকা আদায়ের জন্য মারধর করা হয়। বর্তমানে তাঁকে গোয়া পুলিশ উদ্ধার করেছে। কীভাবে অপহরণ করা হয়েছে, তার বিবরণও দিয়েছেন মালবিকা। আর্থিক প্রতারণার জালে কুণাল-পূজা নয়, বরং তাঁরাই আসল কালপ্রিট এমনটাই অভিযোগ প্রকাশ্যে এল।

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে আচমকাই পূজা ও কুণাল পোস্ট করে জানান, তাঁদের এক পরম বন্ধু চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সমস্ত জমানো টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন ওই বন্ধুবেশী শত্রু। তাঁরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে কার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তাঁর নাম প্রকাশ করতে চাননি উভয়েই। কিন্তু এই অভিযোগের চারদিনের মাথায় গন্তব্যে যাচ্ছিলেন প্রযোজক। সেই সময় রাস্তা আটকে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে দাঁড়ায় পূজা, কুণাল ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ পীযূষ কোঠারি। জোর করে তাঁদের গাড়িতে প্রযোজককে তুলে একটি অচেনা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। চারদিন ধরে পূজার স্বামী কুণাল ও তাঁর গুন্ডাবাহিনী তাঁকে মারধর করেছে।

৬৪ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছে। টাকা না দিলে প্রাণনাশ ও মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। প্রযোজক ২৩ লক্ষ টাকা পূজার কলকাতার আপ্তসহায়ক ও কুণালের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত দিয়েছেন। তাঁর ফোন কেড়ে নিয়ে পাসওয়ার্ড ও ব্যক্তি তথ্য জেনে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রযোজক ও তাঁর স্ত্রী ইতিমধ্যেই গোয়া পুলিশের কাছে পূজা, কুণাল ও পীযূষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাও সমাজমাধ্যমের কাছে এনেছেন তাঁরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিনেত্রী। প্রযোজক শ্যামসুন্দরের দাবি, তাঁর থেকে কোনও টাকা তাঁরা পান না। তবে সমগ্র বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চলচ্চিত্রমহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে।

দিদির অভিভাবকত্ব চেয়ে হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৫ জুন : মানসিক ভারসাম্যহীন দিদির আইনি অভিভাবকত্ব চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বোন। দিদির অভিভাবকত্ব চেয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ দপ্তর ও জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। তাঁর আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। তাই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। যদিও রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক ও স্থানীয় স্তরের কমিটি তাঁর আবেদন বিবেচনা করে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ১৯৯৯ অনুযায়ী তা বাতিল করেছে। তবে বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, 'অসুস্থ রোগীকে কেন মানসিক প্রতিবন্ধী বিবেচনা করা হবে না, তার পর্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয়নি। অসহায়তা, অক্ষমতা ও অভিভাবকহীনতা বিবেচনা করে বোনের আবেদন গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করা উচিত ছিল কমিটির।' তাই উত্তর ২৪ পরগনার সমাজকল্যাণ আধিকারিককে পুনরায় মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করার ও প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুজোর থিমে শিশুমনে বিয়ে ভাঙার বিষাদ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ জুন : 'মেয়ের কাছে যাই কিন্তু দেখা করতে পারি না। মাঝে মাঝে ওকে দিয়েই ফোন করিয়ে খোরপোশ চাওয়ান ওর মা', কথাগুলি বলতে বলতে ক্ষোভ ফুটে উঠল ৩৮ বছরের তপন দের গলায়। তার চেয়েও বেশি মেয়েকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে বলে যেতে থাকলেন তিনি। বর্তমানে বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা বাড়ছে। পুরুষ অথবা মহিলা সম্পর্কের আগল ভেঙে বেরিয়ে আসছেন। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে কমছে বোঝাপড়া ও স্বাবলম্বী মনোভাব। ফলে কমছে নির্ভরতা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিবাহবিচ্ছেদ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুমন। বাড়ছে বিদ্বেষ। ভবিষ্যৎ জীবনেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী বলে মত মনোবিদদের। এই ধারণাকে সামনে রেখেই লেকটাউনের একটি পুজোর থিম ফুটে উঠছে। সেখানেই বিবাহবিচ্ছেদের বিপক্ষে গর্জে ওঠেন সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষীরা। একত্রিত হলেন ডিভোর্সিরাও। অনেকে তাঁদের শিশুকে সামনে রেখে এর কুপ্রভাব সম্পর্কে বার্তা দিলেন।

ছোট ছোট শিশুদের হাতে প্ল্যাকার্ড। সেগুলিতে লেখা, 'আমি কি দায়ী?', 'ডিভোর্স শৈশব নিয়ে খেলা', 'শিব-দুর্গার ঝগড়া হয়, সন্তানের মুখ চেয়ে ডিভোর্স নয়', 'কেন ডিভোর্স চাও, সন্তানকে বাঁচাও'। তাতেই শামিল হয়ে ডিভোর্সি ৩৫ বছরের শুভজিৎ প্রামাণিক বললেন, 'এখন তো আইন মহিলাদের জন্য। নিয়ম অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদ হলেও সন্তান বাবার কাছে থাকে না। তাঁর মনে যে কী প্রভাব পড়ে সেই বোঝে।' শ্বশুর বাড়ির দুর্ব্যবহার ও স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণে সংসার ছেড়েছেন পিয়াসা বেরা। বললেন, 'আমার ছেলে যখন ওর বন্ধুদের বাবা-মায়ের একসঙ্গে দেখে, তখন কষ্ট পায়। কিন্তু কিছুই করার ছিল না।'

বিবাহবিচ্ছেদ এখন সামাজিক ব্যাধি, এমনটাই বললেন সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। মন্তব্য, 'ছোটবেলায় শিশু তার বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখলে ভবিষ্যতে তার মনে বিদ্বেষ তৈরি হয়। সে বড় হওয়ার পর বিয়ের প্রতি বা কোন বিশেষ লিঙ্গের প্রতি নেতিবাচক ধ্যানধারণা তৈরি হয়। এটা উত্তরোত্তর বাড়ছে।' এই প্রসঙ্গে একই বক্তব্য রাখলেন মনোবিদ সংগীতা ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'কোনও শিশু এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বাবা না মা-কে সমর্থন করবে বুঝতে পারে না। মায়ের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি হলে পরবর্তীতে নারী সমাজের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, ধর্ষণ, অত্যাচারের মতো ঘটনা ঘটায়। অপরাধী মস্তিষ্ক তৈরি হয়। আবার কোনও শিশুকন্যার ক্ষেত্রে বড় হয়ে সংসার হলে মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা তৈরি হয়। বিশেষ করে নিরাপত্তাহীনতায় আজীবন ভোগে সে।' এই পুজোর শিল্পী মানস রায় বলেন, 'নবীন প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতা বাড়ছে। তাই এই চিন্তাভাবনা থেকে এবছরের পুজো হচ্ছে। কাটআউট, আর্কিটেকচার, চিত্রকলার মাধ্যমে ডিভোর্সের বিপক্ষে বার্তা তুলে ধরা হবে। পুজোয় প্রচুর মানুষ আসেন। তাই উৎসবের আমেজে সমাজের এই ব্যধির বিপক্ষে জানতে পারবেন তাঁরা। যৌথ পরিবারের ছোঁয়া থাকবে প্রতিমায়।'

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ লেকটাউনে

বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে সচেতনতার বার্তা। বড়দের সঙ্গে খুদেরাও। -সংবাদচিত্র

হোটেল মালিককে হাঁসুয়ার কোপ

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ জুন : পুরোনো বিবাদের জেরে এক হোটেল মালিককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বছর ৫০-এর ওই ব্যক্তির নাম তৌফিক শেখ। তিনি সুজাপুর তুঁতপাড়া এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে হোটেল বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর ওপর চারজন দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। কালিয়াচক থানায় বেণু শেখ ও রেণু শেখ সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে কালিয়াচকের সুজাপুর কালীথানের পাশে। প্রথমে বাগবিতণ্ডা শুরু করে তারপর ওই ব্যক্তিকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে তাঁর বাড়ি কাছেই। চিৎকার শুনে সেসময় স্থানীয় লোকজন ও তৌফিকের পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন। ফলে দুষ্কৃতীরা

পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে তৌফিককে উদ্ধার করে স্থানীয় সুজাপুর হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয়। শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় হাঁসুয়ার কোপে গভীর ক্ষত হয়েছে। যার ফলে প্রায় ২০টির মতো সেলাই পড়েছে বলে হোটেল মালিকের পরিবারের দাবি।

গোটা ঘটনায় সুজাপুর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কালিয়াচক থানার পুলিশ। কালিয়াচক থানার

পুরোনো শত্রুতা

- কয়েক মাস আগে রাস্তায় যানজট হওয়া নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছিলেন তৌফিক
- শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় তাদের মধ্যে চারজন তাঁকে আক্রমণ করে
- হাসপাতালে তৌফিকের ক্ষতে ২০টি সেলাই পড়েছে
- কালিয়াচক থানায় বেণু শেখ ও রেণু শেখ সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার

আইসি সুমন রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, ঘটনার পরে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সুজাপুরের বিশু মোড় এলাকায় তৌফিকের একটি হোটেল রয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ হোটেল বন্ধ করে বাইক চালিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় সুজাপুর কালীথানের কাছে তাঁর বাইক থামিয়ে কয়েকজন ঝামেলা শুরু করে। তাঁকে হেনস্তাও করা হয় বলে অভিযোগ। তারপরই দুষ্কৃতীরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়িভাবে কোপাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। তৌফিক চিৎকার করে মাটিতে পড়ে যান। তাঁর চিৎকারে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওই ব্যক্তির পরিবারের লোকজনও ঘটনাস্থলে ছুটে আসতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

জখম হোটেল মালিক তৌফিকের বক্তব্য, 'কয়েক মাস আগে সামনের রাস্তায় খুব যানজট হয়েছিল। টোটো, বাইক ও অন্যান্য গাড়িতে ভিড় হয়ে যায়। তখন আমি কয়েকজনকে বলেছিলাম গাড়ি ঠিকমতো না রাখায় রাস্তায় ভিড় বাড়ছে। তখনই ওরা আমার সঙ্গে ঝামেলা করা শুরু করে। তারপর আশপাশের অনেক মানুষ এলাকায় আসায় তখনকার মতো মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু সেই রাগ যে ওরা পুষে রেখেছিল।' শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই চারজন দুষ্কৃতী বাইক থামিয়ে চড়াও হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। তারপর তাঁকে কোপাতে শুরু করে। আহতের দাদা আব্দুর রশিদ জানান, অনেকদিন ধরেই তাঁর ভাই হোটেল চালান। কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলা হয়নি। মাসখানেক আগে রাস্তা নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে একটু তর্কবিতর্ক হয়েছিল। তারপর ওরা গতরাতে তাঁর ভাইকে একা পেয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

সাইকেলে ভারতভ্রমণ

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : পায়ে হেঁটে ভারতভ্রমণের পর এবার সাইকেল নিয়ে ভারতভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রায়গঞ্জের রাজকুমার মাহাতো। প্লাস্টিকজাত ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার বার্তা দেওয়াই হল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। এভাবে সাইকেল নিয়ে সম্পূর্ণ ভারত ঘুরতে তাঁর প্রায় দু'বছর সময় লাগবে। রাজকুমার জানান, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ক্যারিব্যাগের ব্যবহার দিন-দিন যেভাবে বাড়ছে তা নিয়ে সকলে আতঙ্কিত। আমাদের প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বর্জন করতে হবে। গোরু ও অন্যান্য প্রাণী খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিক খেয়ে ফেলে। ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। রবিবার ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এছাড়াও তাদের পক্ষ থেকে রাজকুমারের হাতে জলের বোতল সহ কিছু ঠান্ডা পানীয় তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বাসভবনে জোড়া ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচি হল রবিবার। সম্প্রতি রাজ্য সরকার শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে 'ওবিসি-এ' ক্যাটিগোরি থেকে নামিয়ে 'ওবিসি-বি' ক্যাটিগোরিতে পরিবর্তিত করেছে। আর এতেই ক্ষুব্ধ রাজ্যের বাদিয়া সমাজ। পুনরায় 'এ' ক্যাটিগোরিতে স্থানান্তর করার জন্য এদিন মন্ত্রীকে পৃথকভাবে ডেপুটেশন দেয় মালদা জেলা বাংলা পক্ষের হরিশ্চন্দ্রপুর শাখা এবং শেরশাবাদিয়া ইউনাইটেড মুভমেন্ট। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই দুই সংগঠনের ডেপুটেশন নিয়ে আমি অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব। অনুরোধ করব, যাতে শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে পুনরায় 'ওবিসি-এ' ক্যাটিগোরি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।'

মোস্তাকের চিঠি মমতাকে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ জুন : শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে ওবিসি-বি থেকে পুনরায় 'এ' তালিকাভুক্ত করতে হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আলম চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ওবিসি সংক্রান্ত যে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে ওবিসি-এ থেকে 'বি'তে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মোস্তাক বলেন, 'কেন্দ্রের তালিকায় শেরশাবাদিয়া ওবিসি-এ ক্যাটিগোরিতে রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কেন এই সিদ্ধান্ত নিল, তা জানতে চিঠি দিয়েছি।'

সাধারণ সভা ও কমিটি গঠন

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ জুন : রবিবার কালিয়াগঞ্জে বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নতুন কমিটি গঠিত হল। এদিন সকালে কালিয়াগঞ্জ জোন কেন্দ্রিক এই সভা স্টেশন রোড সংলগ্ন আবাসিকা ভবনে আয়োজিত হয়। সংগঠনের পতাকা তোলার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা, বিসিডিএ-র জেলা সম্পাদক নিতাই কর, নরেশচন্দ্র সাহা প্রমুখ। সংগঠনের নতুন কমিটির সভাপতি হন নিখিলরঞ্জন রায়, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন প্রসেনজিৎ পাল ও সম্রাট দে।

হঠাৎ বৃষ্টি।। *কোচবিহার শহরে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন পানিশালার নীলাঞ্জন বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রাস্তায় আবর্জনা, পাশে নেশার ঠেক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : আবর্জনায় ভরা রাস্তা। পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মেডিকেল কলেজের পূর্বদিকের দেওয়াল ঘেঁষা রাস্তায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নেশার আসর বসছে। বিপদের ভয়ে রাতের বেলা ওই রাস্তা দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করে না। ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বিডিও কার্যালয়, ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এবং পশু হাসপাতাল রয়েছে। বন্দর শ্মশানে আবর্জনা ফেলার ভ্যাট থাকলেও পুরসভার সাফাইকর্মীরা সেখানে আবর্জনা না ফেলে এখানে রাস্তার উপর আবর্জনা ফেলছেন বলে অভিযোগ। এজন্য পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। রায়গঞ্জ ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক উমাশংকর সেন বললেন, 'রাস্তাটি মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করা হচ্ছে। ফের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। বিষয়টি পুর কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।' ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর অর্ণব মণ্ডলের কথায়, 'শীঘ্রই আবর্জনা সাফ করে রাস্তা পরিষ্কার করা হবে। ওই রাস্তায় প্রকাশ্যে নেশার আসর যাতে না বসে সেদিকে লক্ষ রাখা হবে।'

শনিবার দুপুরে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি আবর্জনায় ভর্তি। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে স্থানীয় মানুষজন, রায়গঞ্জ ব্লক পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী এবং পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা মানুষজনকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এদিকে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ব্লক অফিস এবং পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত করতে রাস্তাটি মানুষজনের ভরসা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শনি এবং রবিবার অফিস বন্ধ থাকায় স্থানীয় তরুণদের একাংশ খোলা রাস্তায় মদ্যপান করায় পথচারীদের অসুবিধা হচ্ছে। এই রাস্তা ছাত্রছাত্রীর অনেকের চলাচলের পথ। অবিলম্বে রাস্তা সাফ করতে হবে বলে স্থানীয়দের দাবি।

স্থানীয় বাসিন্দা কমল চক্রবর্তী বললেন, 'এলাকায় দিনরাত সবসময় মদ বিক্রি হয়। মদ কিনতে বাইরে থেকে অনেকে এখানে এসে ভিড় করে।' পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী পরেশ রায় বললেন, 'নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করতে হয়। ব্লক প্রাণীসম্পদ কেন্দ্র এবং পশু হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা রাস্তার হাল ফেরানোর দাবি তুলেছেন।'

রাস্তার উপরেই আবর্জনা। রায়গঞ্জের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে।

দেওয়াল লিখন শুরু

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ জুন : ২০২৬ সালের বিধানসভার আগে তৃণমূল কংগ্রেস শহিদ দিবসকে ঘিরে দেওয়াল লিখন শুরু করল। রবিবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জের মোস্তফানগর অঞ্চলের কুনোর এলাকায় তুলির টানে '২১ জুলাই ধর্মতলা চলো' বার্তা পৌঁছানো শুরু করল ব্লক তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্য, মোস্তফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোলাম মোস্তাক, নিরঞ্জন দেবশর্মা প্রমুখ। নিতাই বলেন, '২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে কী নির্দেশ দেন তা আমরা শুনতে উৎসুক। তাই, প্রতি বছরের মতো এবারেও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন শুরু করলাম।'

দুর্ঘটনা

বুনিয়াদপুর, ১৫ জুন : লরির চাকার নীচে পড়ে দুটি পা থেঁতলে গেল এক মাছ ব্যবসায়ীর। ঘটনাটি রবিবার সকালে বুনিয়াদপুরের পুরানো বাসস্ট্যান্ড ট্রাফিক মোড় এলাকায় ঘটেছে। আহতের নাম সুকুমার সরকার। তিনি বুনিয়াদপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রেলগেট এলাকার বাসিন্দা। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও সুকুমার ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে আড়তের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। ট্রাফিক মোড় এলাকায় মালদা থেকে বালুরঘাটগামী একটি সিমেন্টবোঝাই লরি পিছন দিক থেকে এসে তাঁর সাইকেলে ধাক্কা মারে। সাইকেল নিয়ে লরির নীচে পড়ে যান তিনি। দুটো পায়ের উপর দিয়ে লরির চাকা চলে যায়। রসিদপুরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে রায়গঞ্জে রেফার করা হয়। পুলিশ লরিটি আটক করলেও লরির চালক পলাতক।

বোর্ড গঠন

কুশমণ্ডি, ১৫ জুন : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে উদয়পুর পঞ্চায়েতের বিদ্যাসাগর মহিলামণ্ডলী সমবায় সমিতির বোর্ড গঠন হল রবিবার। ৪৬৮টি সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে গঠিত বিদ্যাসাগর মহিলামণ্ডলী সমবায় সমিতির ভোটে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত (২২ মে) ১৭টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া কেউই মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। সেদিনই তৃণমূলের বোর্ড গঠন নিশ্চিত হয়ে যায়। নতুন বোর্ডের সম্পাদিকা হয়েছেন রাখি মোদক এবং সভাপতি হয়েছেন সুশীলা বর্মন।

বাবার অত্যাচারে আত্মহত্যার অভিযোগ

দশম শ্রেণির ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

গৌতম দাস

গাজোল, ১৫ জুন : দশম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় গাজোলের মশালদিঘি এলাকায়। নিজের শোয়ার ঘরে গলায় গামছার ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ টিনের চালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। পরে শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃত ওই ছাত্রের নাম অনুরূপ মণ্ডল (১৫)। মশালদিঘি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র।

অনুরূপের দিদি এবং কাকিমার অভিযোগ, বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে। দিদি নিরুপমা মণ্ডল বলেন, 'আমি গতকাল শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছি। এসে দেখি ভাইয়ের মন খারাপ। কিন্তু আমাকে কিছু জানায়নি। রাতে সবাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি এই ঘটনা। তবে আমার বাবা ভাইয়ের উপর খুব অত্যাচার চালাত। একটু কিছু হলেই মারধর করত। হয়তো সেই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারেনি ভাই। তাই এই পথ বেছে নিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'সকালে ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া না পাওয়ায়, টিনের চালের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, ভাই গলায় গামছা দিয়ে ঝুলছে। এরপর শাবল দিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে ফেলা হয়। পুলিশ এসে ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।'

প্রায় একই বক্তব্য অনুরূপের কাকিমা বিউটি মণ্ডলেরও। তিনিও অভিযোগের সুরে বলেন, 'প্রায় দিনই আমার ভাশুর ছেলের উপর অত্যাচার চালাত। গতকাল ঠিক কী হয়েছিল, তা জানি না। তবে শুনেছি নাকি মারধর করা হয়েছে। দিনের পর দিন এই অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি অনুরূপ। তাই হয়তো এই পথ বেছে নিল।'

তবে অনুরূপের বাবা নরেশচন্দ্র মণ্ডলের কথায়, 'কী কারণে ছেলে এই পথ বেছে নিল তা আমি জানি না। গতকাল রাতেও সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছি। তারপর আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি এই ঘটনা।'

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত ছাত্রের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের ভিড়। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

রাস্তার কাজ

কুশমণ্ডি, ১৫ জুন : কুশমণ্ডি ব্লকের করঞ্জী পঞ্চায়েতের করঞ্জী ইদগাহ থেকে পাগলাপীর পর্যন্ত ২ কিলোমিটার ৮০০ মিটার নতুন ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা করলেন কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস, পঞ্চায়েত প্রধান ফারিকুল ইসলাম। বিধায়ক বলেন, 'ওই রাস্তা তৈরির জন্য ১ কোটি সাড়ে ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। পথশ্রী-৩ প্রকল্পের আওতায় ওই রাস্তার অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।'

জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় পরিজনরা

দাদুর শ্রাদ্ধে এসে জলে ডুবল নাতনি

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৫ জুন : কিছুদিন আগেই এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দাদুর। সোমবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। তাই রবিবার মৃত মিহির চৌধুরীর দুই মেয়ে শ্রাদ্ধের কাজ করতে চ্যাংনা গ্রামে নিজেদের বাড়িতে এসেছেন। সকলে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যেই কখন দেড় বছরের নাতনি বৃষ্টি পুকুরের কাছে চলে গিয়েছিল কেউ দেখতে পাননি। বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। হঠাৎ বাড়ির কাছে পুকুরে তাকে ডুবতে দেখেন সকলে। তড়িঘড়ি শিশুটিকে জল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন শিশুটি। বিকেল পর্যন্ত তার জ্ঞান ফেরেনি। এমন পরিস্থিতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শিশুটির মা শিল্পী বর্মন এবং বাবা জয় বর্মন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংনা গ্রামের বাসিন্দা মিহির দুই মেয়ের আগেই বিয়ে দিয়েছিলেন। অভাবের সংসারে পড়ে ছিলেন শুধু মিহির ও তাঁর স্ত্রী। এলাকায় কাজের সেভাবে সুযোগ নেই। তাই পেট চালাতে বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে পাড়ি দিয়েছিলেন তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ দিন পনেরো আগে কাজ করতে গিয়ে নির্মীয়মাণ ছয়তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় মিহিরের। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন মিহিরবাবুর দুই মেয়ে রীতা মণ্ডল এবং শিল্পী বর্মন। যেহেতু মিহিরের কোনও ছেলে নেই। তাই বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে বাড়িতে আসেন তাঁরা। সেখানেই ঘটে যায় বিপত্তি। এদিন শিশুটিকে পুকুরে ডুবতে দেখে দুই-তিনজন জলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে তুলে আনেন। এরপর বুকে চাপ দিয়ে জল বের করার চেষ্টা করা হয়। তবে কোনও লাভ হয়নি। এরপর দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

মৃত মিহিরের কাকা মঙ্গল চৌধুরী বলেন, 'সোমবার ভাইপোর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। তারমধ্যে এসব হয়ে গেল। বৃষ্টি মাত্র হাঁটা শিখেছে। কীভাবে উঠোন পেরিয়ে পুকুর অবধি চলে গেল জানি না।'

আরেক আত্মীয় পরিতোষ চৌধুরী বলেন, 'হাসপাতালে বিকেল পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি শিশুটির। খুব চিন্তায় আছি। শিশুটির জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় আছি আমরা।'

কী ঘটেছিল

- নির্মীয়মাণ ছয়তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল দাদুর
- শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য দুই মেয়ে বাড়িতে এসেছেন
- হঠাৎ শিল্পী বর্মনের মেয়ে সবার চোখের আড়ালে পুকুরে চলে যায়
- ডুবতে দেখে তাকে উদ্ধার করা হয়
- মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুটির এখনও জ্ঞান ফেরেনি

কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু

হেমতাবাদ, ১৫ জুন : হেমতাবাদের ভানুইল গ্রামে কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতের নাম ঊষা বর্মন (৬৬)। শুক্রবার ওই বৃদ্ধা কীটনাশক খেয়ে ফেলেন। সেদিনই তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহটি তুলে দেয় পুলিশ। মৃতের ছেলে সুধীর বর্মন পেশায় নির্মাণকর্মী। তিনি বলেন, 'মা কেন বিষ খেয়েছিলেন বুঝতে পারছি না।' স্থানীয়দের অভিযোগ, বৃদ্ধার সঙ্গে তাঁর ছেলের ওষুধ কেনা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

মালদা, ১৫ জুন : শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল। মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন সরকার (৩২)। বাড়ি গাজোলের সুকানদিঘি এলাকায়। শনিবার সকালে গাজোলের গোলঘর সংলগ্ন জাতীয় সড়কে একটি ভুটভুটিকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে পিকআপ ভ্যান। সেই ঘটনায় আহত হয়েছিলেন ১২ জন। গুরুতর আহতদের মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল। রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় স্বপনের।

ফাঁসে মৃত্যু সাংবাদিকের

বালুরঘাট, ১৫ জুন : রাজ্যের একটি বাংলা দৈনিকের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা প্রতিনিধির গলায় ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত দেহ তাঁর নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে রবিবার। পরে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম বিনয় আগরওয়াল (বিট্টু) (৪১)। বাড়ি শহরের কবিতীর্থ এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক অনটনের কারণেই হয়তো ঘটনাটি ঘটেছে। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

কান কেটে গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ১৫ জুন : পুলিশকর্মীর বাবাকে ধারালো বস্তু দিয়ে কান কেটে দেওয়ার অভিযোগে রবিবার ভোরে একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম নিখিল দেবশর্মা। তার বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালগাঁও গ্রামে। রবিবার বিকালে অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দেহ উদ্ধার

বালুরঘাট, ১৫ জুন : বালুরঘাট থানার সাতরাইয়ে রবিবার বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের নাম বিষ্ণু বর্মন (৪৪)। তিনি পেশায় রংমিস্ত্রি ছিলেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, রবিবার দুপুরে আত্রেয়ী নদী থেকে উদ্ধার হয় বালুরঘাট আদালতের এক মুহুরির দেহ। মৃতের নাম সমরেশ মণ্ডল (৪২)। বাড়ি বালুরঘাট শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নামাবঙ্গি স্কুলপাড়া এলাকায়। বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। এদিন স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

তাঁতশিল্পে দরকার ফ্যাশনের জাদু

তাঁত এবং দই, গঙ্গারামপুরের নাম শুনলেই যে কারও মাথায় প্রথম আসে এই দুটো জিনিস। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দইয়ের চাহিদা বাড়লেও তাঁত যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছে তার সেই সোনালি সুদিন। অথচ একসময় এখানকার তাঁত পাল্লা দিত নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদের শাড়ির সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ এইভাবে ধুঁকতে থাকার কারণ কী? কীভাবে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে? খোঁজ নিলেন জয়ন্ত সরকার। আজ শেষ কিস্তি।

গঙ্গারামপুর, ১৫ জুন : গঙ্গারামপুরের তাঁতিপাড়ায় তৈরি হওয়া শাড়ি একসময় কলকাতা, ওড়িশা, দিল্লি ও বিহারের বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। এমনকি নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদের শাড়ির সঙ্গেও পাল্লা দিত এই অঞ্চলের শাড়ি। তৎকালীন সরকারি সহায়তায় প্রশিক্ষণ, সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফলে এই কুটিরশিল্প একটি বৃহৎ রূপ পায় এবং স্থানীয় স্তরে তাঁতের কাজ আরও বৃদ্ধি পায়। তবে এই সময় তাঁতিদের মধ্যে দাদন প্রথার প্রচলনও দেখা যায়। যেখানে বড় মালিকরা ছোট শ্রমিকদের অগ্রিম অর্থ দেওয়ার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতেন।

কিন্তু এখন আর গঙ্গারামপুরে নতুন করে শাড়ি বা নকশা তৈরি হচ্ছে না, তৈরি হচ্ছে না শাড়ির নতুন কারখানাও। কারণ বহু তাঁতি অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন কিংবা ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তারপরেও এখনও যাঁরা এই পেশায় টিকে রয়েছেন, তাঁরা মনে করেন সরকার যদি শাড়ি কিনে বিক্রির ব্যবস্থা করত বা সমিতিগুলির মাধ্যমে সহজ ঋণ ও কাঁচামালের ব্যবস্থা করত, তবে শিল্পটি ঘুরে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সরকারের তরফে তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ে না বলে তাঁতিরা হতাশ। প্রবীণ তাঁতিরা চোখের জল ফেলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, কয়েক বছর পর হয়তো গঙ্গারামপুরে একটিও তাঁত থাকবে না! এই পরিস্থিতিতে তাঁতশিল্পী বিশ্ব রাজবংশী, টোটন রাজবংশীদের শুধু একটাই আক্ষেপ, 'সরকার যদি তাঁদের হাতে বোনা শাড়ি কিনত, তবে হয়তো ব্যবসা আবার ঘুরে দাঁড়াত।'

আর তাঁতশিল্পীদের এই দুর্দশার কথা মেনে নিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাহিত্যিক জয়ন্ত আচার্যও। তাঁর কথায়, 'একটি শাড়ি বোনার পর শিল্পীরা ন্যায্য দাম পান না। বাধ্য হয়ে তাঁতিরা দিনমজুর বা ভ্যানচালক হিসেবে কাজ করছেন। এই শিল্পকে বাঁচাতে সরকারি অনুদান ও উপযুক্ত বাজার তৈরি করা প্রয়োজন।' অন্যদিকে, গঙ্গারামপুরের তাঁত গবেষক সুবোধ দে গত দুই বছর ধরে সমীক্ষা করে দেখেছেন সরকারি সমবায়গুলো এবং ঠ্যাঙ্গাপাড়ার তন্তুবায় হাব কেবল নামেই টিকে আছে। তাই শুধু সরকারি সাহায্য নয়, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণও জরুরি। আর তাই হস্তচালিত তাঁতকে বাঁচাতে পাওয়ারলুম করেও এই শিল্পকে বাঁচানো যাচ্ছে না বলে তিনি মনে করেন। এই অবস্থায় গঙ্গারামপুরের আরেক তাঁত গবেষক রাজীব সাহার গলায় ঝরে পড়ে হতাশা, 'একটা সময় বাংলার তাঁতকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিত তন্তুজের মতো কোম্পানি। কিন্তু তন্তুজ এখন নিজেই ডুবন্ত। সরকারের বিকল্প কিছু ভাবা উচিত।'

সুরাটের আধুনিক মিলের শাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে গঙ্গারামপুরের তাঁত শিল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া প্রয়োজন। দরকার আধুনিক প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি। সরকারি উদ্যোগে তাঁতি ও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সঠিক দিশা দেখালে হয়তো কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসতে পারে। তাঁতশিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও বিক্রি বাড়ানোর প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বস্ত্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, 'তাঁত ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁদের তৈরি তাঁতের শাড়ি বিক্রির জন্য বিভিন্ন জায়গায় হাট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা তাঁতশিল্পের সঙ্গে জড়িত তাঁরা নিত্যনতুন ডিজাইন তৈরি করে সল্টলেকে যে হস্তশিল্প মেলা চলছে সেখানে যাচ্ছেন। সেখানে সব মাল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।'

তারপরেও গঙ্গারামপুরের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরেই সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন সকলেই। (শেষ)

গঙ্গারামপুরের তাঁতের শাড়ি।

আকাশ ও জলে বিপর্যয়

ফ্লয়েডের পরিণতি ভারতীয়ের

সিডনি, ১৫ জুন : গলায় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। যার জেরে গুরুতর আহত হন অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী ভারতীয় গৌরব কুন্ডি। মস্তিষ্কে আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। শনিবার অ্যাডিলেডের ওই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার ভিডিও তুলেছিলেন গৌরবের স্ত্রী অমৃতপাল কৌর। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে। এর আগে আমেরিকায় জর্জ ফ্লয়েড নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণকে একইভাবে গলায় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। যার জেরে মৃত্যু হয় ফ্লয়েডের। এবার ২০২০ সালের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল অস্ট্রেলিয়ায়। প্রাণ গেল একজন ভারতীয়ের।

কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে বিপত্তি

দেরাদুন, ১৫ জুন : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ ড্রিমলাইনারের ভয়াবহ দুর্ঘটনার ক্ষত এখন দগদগে। তারই মধ্যে রবিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের গৌরীকুণ্ডের জঙ্গলে একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। হেলিকপ্টারে পাইলট সহ মোট ৭ জন যাত্রীর মারা গিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে একটি ২৩ মাসের কন্যাশিশুও রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এই নিয়ে গত ৬ সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চমবার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটল উত্তরাখণ্ডে। ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত চার ধাম অঞ্চলে হেলিকপ্টার পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। ৭ জুন প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে একটি কপ্টার জরুরি অবতরণ করেছিল। তাতে কেউ মারা যাননি। ৮ মে গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে একটি কপ্টার ভেঙে পড়ে পাইলট সহ মারা গিয়েছিলেন ৬ জন।

এদিন ভোর ৫টা ১৭ মিনিটে কেদারনাথ থেকে ৬ জন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে গুপ্তকাশীর উদ্দেশে রওনা দেয় হেলিকপ্টারটি। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গৌরীকুণ্ডের জঙ্গলে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। যে মহিলারা ওই জঙ্গলে ঘাস কাটার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাই প্রথমে দুর্ঘটনার খবর দেন। দ্রুত উদ্ধারে নামে এসডিআরএফ, পুলিশ। হেলিকপ্টারে থাকা ৭ জনেরই দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা হলেন, হেলিকপ্টারের পাইলট ক্যাপ্টেন রাজবীর সিং চৌহান, রুদ্রপ্রয়াগের বাসিন্দা তথা বদ্রীনাথ কেদারনাথ মন্দির কমিটির কর্মচারী বিক্রম সিং রাওয়াত (৪৬), উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের দুই বাসিন্দা বিনোদ নেগি (৬৬) ও তুষ্টি সিং (১৯), মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা রাজকুমার জয়সওয়াল (৪১), তাঁর স্ত্রী সারদা জয়সওয়াল (৩৫) এবং তাঁদের ২৩ মাসের শিশুকন্যা কাশী জওসওয়াল। পাইলট রাজবীর সিং চৌহান ১৫ বছরের বেশি সময় ভারতীয় সেনায় কর্মরত ছিলেন।

দুর্ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন। তাতে মুখ্যসচিব, পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তরের সচিব, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক, সিভিল অ্যাভিয়েশন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পাশাপাশি ডিজিসিএ-র প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। আগের কপ্টার দুর্ঘটনাগুলির তদন্ত যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি করছে, তার হাতে রবিবারের দুর্ঘটনার তদন্তভারও তুলে দেওয়া হয়েছে।

দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রুদ্রপ্রয়াগে।

সেতু ভেঙে নদীতে, মৃত ৪

পুনে, ১৫ জুন : দুর্ঘটনা, বিপর্যয় বন্ধই হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর রবিবার ভোরে উত্তরাখণ্ডে একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে। লাগাতার মৃত্যুমিছিলের শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই রবিবার দুপুরে পুনের তালেগাঁওয়ে ইন্দ্রায়নী নদীর ওপর একটি পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে নদীতে তলিয়ে গেলেন বহু পর্যটক। ৪ জন এই ঘটনায় মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন ৩০ জনেরও বেশি পর্যটক। বর্ষার কারণে নদীর স্রোত অত্যন্ত বেশি থাকায় সেতু ভেঙে নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ভেসে যান। এখনও অনেকে নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। বেশ কিছু মোটরবাইক ও স্কুটারও ভেসে গিয়েছে নদীতে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে আহত হয়েছেন ৬ জন।

বর্ষায় নদী ও সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে এমনিতেই ভিড় জমে ওই এলাকায়। সেতুটি লোহার হলেও পুরনো এবং জীর্ণ অবস্থায় ছিল। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার সময় সেতুতে বহু পর্যটক ছিলেন। সেতুটির ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। তবে গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় লাগাতার বৃষ্টির কারণে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ইন্দ্রায়নী নদী। রবিবার ছুটির দিন হওয়ার কারণে নদীর রুদ্র রূপ দেখতে পর্যটকদের ভিড় জমেছিল ওই সেতুটিতে। তখনই ঘটে বিপর্যয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ ও অ্যাম্বুল্যান্স। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পুনের সেতু বিপর্যয়ের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। নিহতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। ফড়নবিশের সঙ্গে কথা বলে দুর্ঘটনার খবর নেন ত্রিদেশীয় সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পুনের অভিভাবকমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার বলেন, লোহার সেতুটি পুরোনো ও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নতুন সেতু নির্মাণের জন্য ৮ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পুনের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। কীভাবে সেতু বিপর্যয় ঘটল তা নিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক কারণ সামনে আসতে শুরু করেছে।

স্থানীয় এনসিপি বিধায়ক সুনীল শেলকে বলেন, '৩০ বছর আগে স্থানীয় কৃষকদের যাতায়াতের জন্য এই সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পর্যটক এবং দু-চাকার অতিরিক্ত চাপ সইতে পারেনি সেতুটি। সেই কারণেই এই বিপত্তি।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জরাজীর্ণ সেতুটি চার-পাঁচবছর আগে শেষবার মেরামত করা হয়েছিল। সেতুটির খারাপ দশার কথা ভেবেই তাঁরা সেটি এড়িয়ে চলেন। কিন্তু পর্যটকরা সেতুটির বিপজ্জনক দশার দিকে নজর দেননি।

ইন্দ্রায়ণী নদীর ওপর সেতু ভাঙার পর ভেসে যাওয়া পর্যটকদের উদ্ধারকাজ চলছে। পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয়রা। পুনেতে।

একনজরে

- পুনের তালেগাঁওয়ে ইন্দ্রায়ণী নদীর ওপর পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে নদীতে তলিয়ে গেলেন বহু পর্যটক।
- মৃত ২, ৩০ জনেরও বেশি পর্যটক গুরুতর আহত
- মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে আহত হয়েছেন ৬ শ্রমিক

মথুরায় ভেঙে পড়ল ৬ বাড়ি

মথুরা, ১৫ জুন : রবিবার খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছিল উত্তরপ্রদেশের মথুরার গোবিন্দনগরে। তা থেকেই বিপত্তি। একসঙ্গে ভেঙে পড়েছে এলাকার ৬টি বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছেন বেশ কয়েকজন। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। ৩ জন আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যে বাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে তার প্রতিটি ২, ৩ বা ৪ তলা। অন্তত ১০-১২ জন বাড়িগুলির নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। উদ্ধারকাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ভূষণ ভার্মা বলেন, 'ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। পুরসভার উদ্ধারকারী দল জেসিবি মেশিন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির নীচে কতজন আটকে রয়েছেন আমরা তা খতিয়ে দেখছি।'

যোগ দিবসে জনসংযোগ সূচি

কুরুক্ষেত্র, ১৫ জুন : ১১ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে জনসংযোগ কর্মসূচিতে গতি এনেছে পতঞ্জলি যোগপীঠ। এই কর্মসূচির অধীনে কুরুক্ষেত্রে যোগ ও প্রাণায়াম শেখাবেন স্বামী রামদেব। অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি। পতঞ্জলি যোগ সমিতির ভারপ্রাপ্ত প্রধান ভাইয়া রাকেশ কুমার বলেন, 'এবার ২১ জুনের যোগ দিবস খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক হতে চলেছে। যোগ দিবসে সব রাজ্যের যোগপ্রেমী মানুষরা যোগ অনুশীলন করবেন এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পাবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন যত এগিয়ে আসছে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ততই যেন বাড়ছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে যোগাভ্যাসের কথা প্রচার করছেন।' ইসমাইলবাদের আগরওয়াল ধর্মশালা এবং খেদি শহিদান গ্রামের মন্দির চত্বরে যোগ শিক্ষার ক্লাস পরিচালনা করেছেন ভাইয়া রাকেশ কুমার। হরিয়ানার জেলা স্তরে দোকানদার, তরুণ, প্রবীণ এবং মহিলাদের মধ্যে যোগের আকর্ষণ বাড়াতে প্রচার চলছে বলে পতঞ্জলি যোগপীঠের তরফে জানানো হয়েছে।

চিন সফরে যাবেন রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) বৈঠকে যোগ দিতে চলতি মাসের শেষ দিকে চিন সফরে যেতে পারেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রথম চিন সফর ঘিরে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনাথ ছাড়াও বৈঠকে যোগ দেবেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, এসসিও বৈঠকে যোগ দেওয়া ছাড়াও চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাডমিরাল ডং জুনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে পারেন রাজনাথ। তবে এ যাত্রায় পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা নেই বলেই সূত্রটির দাবি। এসসিও সদস্য দেশগুলির মধ্যে ভারত, চিন, পাকিস্তান ছাড়াও রয়েছে রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, ইরান ও বেলারুশ।

খারিজ দাসোঁর

প্যারিস, ১৫ জুন : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন নাকি ভারতের ৩টি রাফাল বিমান ধ্বংস করেছে পাক সেনা। এমনই দাবি করছে সেদেশের সংবাদমাধ্যম। সেই দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন ফাইটার জেটের নির্মাতা সংস্থা দাসোঁ অ্যাভিয়েশনের সিইও এরিক ট্রাপিয়ার। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের ৩টি রাফাল ধ্বংসের যে দাবি পাকিস্তান করেছে তা পুরোপুরি ভুল।

ভারত-পাক প্রসঙ্গ টেনে ইরান-ইজরায়েলকে বার্তা ট্রাম্পের

হামলা জারি রেখেছে দুই দেশ

তেল আভিভ ও তেহরান, ১৫ জুন : শুক্রবার থেকে একে অপরের ওপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল এবং ইরান। রবিবার সকাল থেকে ইরানের বিভিন্ন তৈল শোধনাগার এবং মজুত কেন্দ্রগুলির ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। জবাবে ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন 'বৃষ্টি' করেছে ইরান।

তেল আভিভ ও হাইফা শহরে শতাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ২টি শহরের একাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হামলা হয়েছে উত্তর ইজরায়েলের তামরায়। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১১ জনের। আহত ৫০-এর বেশি। ইরানি হামলার তীব্রতা আঁচ করে এদিন আমেরিকার কাছে খোলাখুলি সামরিক সাহায্য চেয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'আমাদের শত্রু আপনাদেরও শত্রু। আমরা এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আজ হোক বা কাল যার মুখোমুখি আপনাদের সবাইকে হতে হবে।'

দুই দেশের সংঘর্ষের মাঝে ট্রাম্পের মুখে নতুন সমঝোতার কথা। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'ইরান-ইজরায়েলের বোঝাপড়ায় আসা উচিত। আর তারা সেটা করবেও।' ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করার বিষয়টি আলোচনায় আনার পরই নরেন্দ্র মোদি-শাহবাজ শরিফ দ্রুত সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নেন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গলায় অন্য সুর শোনা গিয়েছে।

রবিবার ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইরানের ওপর হামলায় আমেরিকার হাত নেই। তারপরেও ইরান যদি কোনও মার্কিন পরিকাঠামোকে নিশানা করে, তাহলে আমরা সব শক্তি নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। ইরানকে এমন শাস্তি দেব, যা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।'

নেতানিয়াহুর বাহিনীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল মধ্য ইরানের ইসফাহান শহরে অবস্থিত কনভারসন প্ল্যান্টটি। আমেরিকা সহ পশ্চিমী দেশগুলির দীর্ঘদিনের অভিযোগ, ইসফাহানের এই কেন্দ্রে গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে ইরান। রবিবার এখানে আছড়ে পড়েছে ইজরায়েলের একাধিক ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। যুদ্ধবিমান থেকেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। কাজে আসেনি ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শনিবার গভীর রাতে দক্ষিণ ইরানের বুসার প্রদেশের পারস গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জেরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র। বিশাল এলাকাজুড়ে আগুন লেগেছে। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াদৌড়ি করছেন কর্মীরা। পারস হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র। সেখান থেকে দৈনিক ১ কোটি ২০ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস উত্তোলন হয়। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গ্যাসের ৬.৫ শতাংশের জোগানদার এই কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। ধ্বংস হয়েছে তেহরানের শহরান তেল ডিপো। ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে হাইফা তৈল শোধনাগারেও।

এদিকে ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। শনিবারের চেয়ে এদিন প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ১৪ শতাংশ বেড়ে ৭৩ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। ইজরায়েলের হামলার জেরে জ্বালানি খাতে ইরানের দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন ডলারে (২,১৫৬ কোটি টাকা) পৌঁছে গিয়েছে। রবিবারের ইজরায়েলি হামলায় অন্তত ৯১ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা।

৩ দিন ধরে চলা সংঘর্ষে দু'পক্ষের ৩৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইরান, ইজরায়েলকে যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রঁ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। এদিন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু বৈঠকে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ম্যাক্রঁ। সেই প্রস্তাব খারিজ করে ইরান।

ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্রে তেহরানের তেল শোধনাগার জ্বলছে। রবিবার।

মণিপুর নিয়ে কটাক্ষ কংগ্রেসের

ফের বিদেশ সফরে মোদি

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন : কানাডায় জি৭ বৈঠকে যোগ দিতে রবিবার ত্রিদেশীয় সফরে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপারেশন সিঁদুরের পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। পাঁচদিনের এই সফরে মোদির প্রথম গন্তব্য সাইপ্রাস। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডিস। সোমবার সাইপ্রাস থেকে কানাডার কানানাস্কিসে জি৭ বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। বৈঠক সেরে বুধবার ক্রোয়েশিয়া সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯ তারিখ দেশে ফিরবেন তিনি। এদিকে মোদির এই ত্রিদেশীয় সফরকে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। মণিপুরে অশান্তি শুরুর পর এটা তাঁর ৩৫তম বিদেশ সফর বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁর খোঁচা, 'মণিপুরের মানুষের ভোগান্তি অব্যাহত থাকলেও তাঁদের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই মোদির। মণিপুরের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এহেন আচরণ অত্যন্ত মর্মান্তিক।'

এদিন বেরোনোর আগে মোদি এক বার্তায় বলেন, 'সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারতকে লাগাতার সমর্থন করার জন্য বন্ধুরাষ্ট্রগুলিকে ধন্যবাদ জানাতে এবং সমস্ত প্রকার সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে সচেতন করার সুযোগ এনে দিয়েছে এই ত্রিদেশীয় সফর।' ২৩ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সাইপ্রাসে পা রাখলেন। এবার একেবারে শেষবেলায় কানাডায় আয়োজিত জি৭ বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয় মোদিকে।

জি৭ বৈঠকে যোগদানের পাশাপাশি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গেও নমোর একান্ত বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে এবার। কানাডা সফর সেরে ক্রোয়েশিয়ায় যাবেন মোদি। ১৯৯১ সালে সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হওয়ার পর এটাই হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ক্রোয়েশিয়া সফর। মোদির মতে, এই সফরের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

সাইপ্রাসে নরেন্দ্র মোদি।

এআই উড়ানে ত্রুটি

গাজিয়াবাদ, ১৫ জুন : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমান ভেঙে পড়ার ভয়াবহ ঘটনার পরে ফের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় দেড় ঘণ্টা রানওয়েতেই দাঁড়িয়ে থাকল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের আইএক্স ১৫১১ নম্বরের কলকাতাগামী বিমান। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্ডন বিমানবন্দরে। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, রবিবার সকাল ৯টা ২০ নাগাদ হিন্ডন থেকে রওনা দেওয়ার কথা ছিল বিমানটির। যাত্রার ঠিক আগে বিমানকর্মীদের যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়টি নজরে আসে। খবর যায় গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে। রানওয়েতেই ঘণ্টাখানেক ধরে বিমান মেরামত করা হয়। রানওয়েতে অপেক্ষা করতে থাকেন যাত্রীরা। মেরামতি শেষ হলে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য তারা দুঃখিত। কোনও যাত্রী সফর বাতিল করলে টিকিটের পুরো দাম ফিরিয়ে দেবে সংস্থা।

জরুরি অবতরণ

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ জুন : কেরলের তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমান। ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিমানে জ্বালানির পরিমাণ কমে যায়। তিরুবনন্তপুরম এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানের চালক। অনুমতি মেলার পর বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে এফ-৩৫বি। ফাইটার জেটটি ব্রিটিশ নৌসেনার এইচএমএস প্রিন্স অফ ওয়ালস বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজে মোতায়েন ছিল। সেখান থেকে উড়ে গিয়ে ভারত মহাসাগরে চক্কর কাটছিল বিমানটি। খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেটি জাহাজে ফিরতে পারেনি। রবিবার বিকাল পর্যন্ত বিমানটি তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরেই ছিল বলে জানা গিয়েছে।

রূপানি সহ ৪২ জনের দেহ শনাক্ত

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন : এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের দেহ ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির মৃতদেহও রয়েছে। চার্টার্ড বিমানে করে তাঁর মৃতদেহ আহমেদাবাদ থেকে রাজকোটে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ রমেশভাই সাংভি। এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তিনি বলেন, 'শনিবার রাত ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মৃতদেহগুলির ডিএনএ পরীক্ষার কাজ অক্লান্তভাবে করে চলেছে আমাদের টিম। এখনও পর্যন্ত মোট ৪২ জনের ডিএনএ নমুনা মিলেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃতদেহের ডিএনএ-ও মিলে গিয়েছে।'

আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার ড. রজনীশ প্যাটেল জানিয়েছেন, চূড়ান্ত সংবেদনশীলতা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে ডিএনএ নমুনা মেলানোর কাজ করা হচ্ছে। ডিএনএ নমুনা মিললে তবেই মৃতদেহ ও দেহাংশ মৃতদের নিকটাত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

তবে অতিরিক্ত সুপার এই দাবি করলেও বাস্তবে যে তা হচ্ছে না, তার ঝলকও দেখা গিয়েছে। এক মৃতের পরিবারের হাতে হাসপাতালের তরফে একটি ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। তাতে ২টি মাথা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই কাছের মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা ও কর্তৃপক্ষের অসংবেদনশীলতার জবাবে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের তীব্র আপত্তির জেরে ফের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ওই ২টি মাথা। গোটা ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় হাসপাতাল চত্বরে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে দগ্ধ, ঝলসে যাওয়া মৃতদেহগুলিকে শনাক্ত করা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। সমগ্র ডিএনএ নমুনা মেলানোর প্রক্রিয়া মিটতে সময় লাগে প্রায় ৭২ ঘণ্টা। এই অবস্থায় একই ব্যাগে দুটি মাথা চলে যাওয়ার ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অস্বস্তিতে পড়েছে।

হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, 'এর ফলে ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা পুনরায় করতে হবে। কারণ দুটি মাথা দুজন আলাদা মৃত ব্যক্তির। এক ব্যাগে দুটি মাথা চলে যাওয়া ঠিক হয়নি।' ডিএনএ-র নমুনা মেলানোর পরীক্ষা করতে যত সময় লাগছে ততই যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে নিকটজনকে হারানোর শোকাতুর পরিবারগুলির। ময়নাতদন্ত করার ঘরের বাইরে পরিবারের লোকজনকে বারবার শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। ওই আধিকারিক বলেন, কীভাবে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে, কীভাবে সেগুলি মেলাতে হবে, তারপর মৃতদেহ বা দেহাংশ কফিনে মুড়ে পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে তার নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। যেহেতু দেহগুলি ঝলসে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে, তাই মৃতদেহের পুরোটাই উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।'

এক ব্যাগে দুটি মাথা ঘিরে বিতর্ক

প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরের বয়ান রেকর্ড

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন : ড্রিমলাইনার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ১৭ বছরের আরিয়ান আনসারির মোবাইলে তোলা ভাইরাল দৃশ্যটি। বৃহস্পতিবার একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ বিমানটি ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ভেঙে পড়া এবং আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার দৃশ্য গোটা বিশ্ব দেখেছে। সেই ভিডিওটি বাড়ির ছাদ থেকে নিজের মোবাইলে তুলেছিলেন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আরিয়ান আনসারি। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মতো সেও মোবাইল ক্যামেরায় জগৎকে বন্দী করে। বৃহস্পতিবারও অভ্যাসবশে সেই কাজটিই করেছিল সে। আর সেটাই এখন দুর্ঘটনার তদন্তে অন্যতম হাতিয়ার। ইতিমধ্যে তার বয়ান রেকর্ড করেছে আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশ জানিয়েছে, আরিয়ানই ভয়াবহ দুর্ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী।

মেয়রের ওয়ার্ডে ফ্ল্যাট

বাংলাদেশি ছাত্রকে নিয়ে আরও রহস্য

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার জোগাড়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্র শান ভৌমিক অবৈধভাবে ভারতীয় ভোটার, আধার কার্ড তৈরি করেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে এল শানের যাবতীয় কুকীর্তি। শিলিগুড়ি থানার অদূরে খোদ মেয়র গৌতম দেবের ওয়ার্ডেই 'ভারতীয়' হিসাবে ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করছিল ওই বাংলাদেশি তরুণ। শুধু ভোটার বা আধার নয়, ইতিমধ্যেই প্যান কার্ডও তৈরি করে ফেলেছে সে। তবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকায় শানের ফ্ল্যাট আপাতত তালাবন্ধ অবস্থাতেই রয়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশি শান্ত, শান ভৌমিক নামে ভারতীয় আধার কার্ড তৈরি করেছে (কার্ড নম্বর : 2842-3683-5257)। ব্যাংক, পরিবহণ দপ্তর, ফ্ল্যাট কেনার চুক্তিপত্র সবখানেই ওই আধার কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে জমা হওয়া শানের প্যান কার্ডও পাওয়া গিয়েছে (কার্ড নম্বর- EQYPB 8300Q)।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অফিস থেকে কার্যত ঢিল ছোড়া দূরত্বে বছর চারেক আগেই দু'কামরার ফ্ল্যাট কিনেছে শান। রবিবার সকালে সংশ্লিষ্ট আবাসনে গিয়ে দেখা যায় প্রথম তলায় থাকা শানের ফ্ল্যাটটি তালাবন্ধ। পাশের ফ্ল্যাটের আবাসিকরা বাংলাদেশি ছাত্রের কুকীর্তি শুনে হতবাক হয়ে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বয়স্ক আবাসিকের কথা, 'ছেলেটি আমাদের বলেছিল ওর বাড়ি নদিয়ার দিকে। আমরা জানতাম ও ফোটোগ্রাফার। তবে কখন আসত, কখন যেত বুঝতাম না। যা শুনছি তা মারাত্মক।'

বাবুপাড়ার সানরাইজ ক্লাব লাগোয়া ওই আবাসনটি কয়েক বছর আগেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু একজন বাংলাদেশি কীভাবে ফ্ল্যাট কিনল? আবাসনের ডেভেলপার সুজাতা দে'র কথা, 'আমাদের কাছে ভারতীয় নথিপত্রই দিয়েছিল। ভোটার, আধার কার্ড সবই ভারতীয়। আমাদের পক্ষে তো সেসব দেখে বোঝার উপায় ছিল না কিছুই।' সুজাতা জানিয়েছেন, বছর চারেক আগেই শান ফ্ল্যাটটি কিনেছিল। সেসময় চুক্তিপত্রে কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। বছর দেড়েক আগে ফের তাঁর সঙ্গে শানের নতুন চুক্তিপত্র হয়েছে। তবে টাকা লেনদেন হলেও এখনও ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন হয়নি। শান যে বাংলাদেশি তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি? সুজাতার কথা, 'প্রথমে শুনলাম ছেলেটি মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশে যেত। পরে শুনেছিলাম ওর বাড়ি বাংলাদেশে। তখন বিষয়টি নিয়ে অতটা ভাবিনি।' বাংলাদেশে বাড়ি জানা সত্ত্বেও কেন পুলিশকে জানাননি সেই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি সুজাতার কাছ থেকে।

ছাত্র ভিসা নিয়ে ভারতে এসে একজন বাংলাদেশি অবৈধ নথি তৈরি করে বছরের পর বছর ধরে শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করলেও প্রশাসন বা পুলিশের কর্তারা তার বিন্দুমাত্র আভাস কেন পেলেন না তা নিয়ে উঠেছে হাজারো প্রশ্ন। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব। তদন্ত করে যাতে যথাযথ পদক্ষেপ হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ওয়ার্ড কমিটিকেও দ্রুত খোঁজ নিতে বলব।' পুলিশের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের ঠাকুরগাঁও জেলায় শানের বাড়ি।

অবৈধ কারবার

- মেয়র গৌতম দেবের ওয়ার্ডেই 'ভারতীয়' হিসাবে ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করছিল বাংলাদেশি ছাত্র
- ওয়ার্ড অফিস থেকে কার্যত ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে ফ্ল্যাটটি
- বছর চারেক আগেই শান ফ্ল্যাট কিনেছে। চুক্তিপত্রে লেনদেন হলেও এখনও রেজিস্ট্রেশন হয়নি
- নাম ভাঁড়িয়ে ছাত্রটি ভারতীয় ভোটার, আধার ও প্যান কার্ড তৈরি করেছে
- ছাত্র ভিসায় এসে বেআইনিভাবে ব্যবসাও শুরু করেছিল সে

ওটিতে পড়ে

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রেফার করে দেওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। জখম ব্যক্তির ভাই সুকমল সরকারের অভিযোগ, এদিন সকাল ৮টা নাগাদ সুকুমারবাবুকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখানে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর তাঁকে তড়িঘড়ি অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত অর্থোপেডিক চিকিৎসককে কল করা হলেও তিনি না আসায় প্রায় চার ঘণ্টা অপারেশন থিয়েটারেই জখম সুকুমারবাবুকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়। সুকমল বলেন, 'আমার দাদার কিছু হলে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব। আদালত পর্যন্ত যাব।'

সুকুমারবাবুর বোন পপি সরকার বলেন, 'দাদাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকিয়ে সকাল ৯.০৭ মিনিটে আমাদের যাবতীয় সইসাবুদ করিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও অপারেশনের ব্যাপারে কিছু জানানো হচ্ছিল না। সন্দেহ হওয়ায় আমরা জোর করে অপারেশন থিয়েটারের ভেতরে গিয়ে দেখি, অর্থোপেডিক চিকিৎসক না আসার জন্য অপারেশন না করে দাদাকে ফেলে রাখা হয়েছে।'

এরপরেই চ্যাঁচামেচি করে ওটির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ওই জখম ব্যক্তির আত্মীয়রা। অবশেষে চার ঘণ্টা পর অর্থোপেডিক মৃন্ময় ধর ওটিতে এসে তাঁর দেরির জন্য ক্ষমা চেয়ে অপারেশন শুরু করেন বলে দাবি রোগীর পরিজনদের। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় জখম সুকুমারবাবুর বাম পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এদিন সেই কাটা পায়ের অংশের ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ একটি মামলা রুজু করেছে।

এই প্রসঙ্গে অপারেশন থিয়েটারের ইনচার্জ বলেন, 'চিকিৎসক সময়মতো না আসার বিষয়টি এমএসভিপি-কে জানিয়েছিলাম। এর বেশি আর কোনও মন্তব্য করব না।'

এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'ওটি ইনচার্জ আমাকে অভিযোগ জানিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে অভিযুক্ত অর্থোপেডিক মৃন্ময় ধরের বক্তব্য, 'আজকে আমার ডিউটি ছিল না। তবু এই মুমূর্ষু রোগীর কথা ভেবে তিন ঘণ্টা পর আসতে হয়েছে।'

মেয়েকে মেরে থানায়

প্রথম পাতার পর

চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন বলে তাঁদের অভিযোগ। বাসিন্দাদের আরেক অংশের অভিযোগ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণেও ওই মহিলা এমনটা করে থাকতে পারেন। এবিষয়ে ওই মহিলার স্বামীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি নির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি।

ওই নাবালিকার এক পিসি বললেন, 'মেয়ের মা বালিশ চাপা দিয়ে ওকে মেরেছে। মূক ও বধির হওয়ায় মা ওকে পছন্দ করত না। তাছাড়া, ওর মা একবার পালিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল। আমরা ওর মায়ের কঠোর শাস্তি চাই।' নাবালিকার আরেক পিসি বললেন, 'মেয়েটি এদিন সকালে নিয়ম করে ব্রাশ করে মুড়ি খায়। তবে তারপর ভালো লাগছিল না বলে ইশারায় আমাকে জানায়। মেয়েকে দেখে রাখতে ওর মা আমাকে বলে গিয়েছিল। বেলা ১টার দিকে ওকে ডাকতে গিয়ে দেখি মেয়েটির গা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন বাড়ি ছিলাম না সেই সময় কোনও ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।' তাঁরা এদিনের ঘটনায় স্তম্ভিত বলে মফিলউদ্দিন মিয়াঁর মতো গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

সহকর্মীকে খুন করে ধৃত জওয়ান

বচসার মাঝে ১৩ রাউন্ড গুলি, উত্তেজনা সামশেরগঞ্জে

অর্ণব চক্রবর্তী

সামশেরগঞ্জ, ১৫ জুন : রাগের মাথায় সহকর্মীকে গুলি করে খুন করলেন এক বিএসএফ জওয়ান। ১৩ রাউন্ড গুলি চালিয়েছেন ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা ওই জওয়ান। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় সামশেরগঞ্জের পাহাড়পুরে। পরপর গুলির আওয়াজে চমকে ওঠেন আশপাশের বাসিন্দারা। জানা যায়, দুই জওয়ান বচসায় জড়িয়ে পড়েন। সেসময়ে বছর পঁচিশের শিবমকুমার মিশ্র রেগে গিয়ে ছাপান্ন বছরের রতনকুমার সিং শেখাওয়াতকে গুলি করে খুন করেন। অভিযুক্ত জওয়ান শিবমকুমার মিশ্রকে রবিবার সকালে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

অভিযুক্ত জওয়ানকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পাহাড়ঘাটি এলাকায় দুই জওয়ান ডিউটি করছিলেন। হেড কনস্টেবল রতনকুমার সিংয়ের বাড়ি রাজস্থানে। অভিযোগ, কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও বিষয় নিয়ে রতনের সঙ্গে বচসা বাধে শিবমকুমারের। তখনই রতনকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে শিবমের বিরুদ্ধে। রাতেই অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, শিবম বেশ কিছুদিন ধরে অত্যধিক চাপে ছিলেন। বাড়িতে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তারই মাঝে ওই জওয়ানকে নিয়ে নাকি হাসির ছলে ঠাট্টা করছিলেন রতন। তখনই কোনও কারণে রেগে যান শিবম। রাগের মাথায় গুলি চালাতে শুরু করেন। ১৩ রাউন্ড গুলি চালান শিবম। তারপর নিজেই এসে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এবিষয় নিয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ও বিএসএফ।

গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওই জওয়ানকে অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পরিস্থিতির অবনতি হলে তাঁকে জঙ্গিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। জঙ্গিপুর হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত জওয়ান নিজেই ধরা দিয়েছেন। তাঁর ইনসাস রাইফেল আটক করেছে পুলিশ। ১৩ রাউন্ড গুলি চলে। ৭ রাউন্ড ম্যাগাজিনে ছিল এবং অতিরিক্ত ৪০ রাউন্ড মতো মজুত ছিল। সকালেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। জঙ্গিপুরে পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ওই জওয়ানের কিছু সমস্যা ছিল।'

কী ঘটেছে

- শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পাহাড়ঘাটি এলাকায় দুই জওয়ান ডিউটি করছিলেন
- কোনও বিষয় নিয়ে রতনের সঙ্গে বচসা বাধে শিবমকুমারের
- তখনই রতনকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে শিবমের বিরুদ্ধে
- রাগের মাথায় গুলি চালাতে শুরু করেন। ১৩ রাউন্ড গুলি চালান শিবম
- শিবম বেশ কিছুদিন ধরে অত্যধিক চাপে ছিলেন

বালুরঘাটের বসন্তহারে লংকা তোলার কাজ চলছে। ছবি : মাজিদুর সরদার

চুরিতে বাধায় বৃদ্ধাকে খুনের চেষ্টা

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৫ জুন : চুরিতে বাধা দেওয়ায় এক বৃদ্ধাকে গলা টিপে খুনের চেষ্টা ও মারধরের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুর গ্রামে। আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম এলাসি মাহালি (৭০)। অভিযুক্ত গুলিয়াস মাহালি (৩০)-র বাড়ি ওই এলাকাতেই। রবিবার ভোরে তাকে ধরে গাছে বেঁধে গণপিটুনি দিয়েছেন গ্রামবাসী। পরে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। অন্যদিকে, মারধরে গুরুতর জখম ওই বৃদ্ধাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাসি মাহালি বাড়িতে একাই থাকেন। তাঁর চার ছেলেমেয়ে। তবে তাঁরা বাইরে থাকেন। সম্প্রতি বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন ওই বৃদ্ধা। দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকার প্রায় অর্ধেকটা খরচ করেছেন তিনি। বাকি টাকা ঘরেই ছিল। তার উপর নজর ছিল প্রতিবেশী তরুণ গুলিয়াসের। তক্কে তক্কে ছিল সে। শনিবার রাতে সুযোগ বুঝে বৃদ্ধার ঘরে ঢোকে ওই তরুণ। সে আবাসের টাকা চুরির চেষ্টা করতেই ঘুম ভেঙে যায় এলাসির। চুরিতে বাধা দেন তিনি। অভিযোগ, তখন তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ওই দুষ্কৃতী। বৃদ্ধাকে মারধরও করা হয়। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা সেখান এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। রবিবার ভোররাতে প্রতিবেশীরা তাকে পাকড়াও করে। গাছে বেঁধে চলে গণপিটুনি। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে চিঙ্গিশপুরে। ধৃত গুলিয়াস মাহালি সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। তার বিরুদ্ধে আগেও দুষ্কর্মের অভিযোগ উঠেছিল।

গ্রেপ্তার তরুণ

এবিষয়ে বৃদ্ধার আত্মীয় গৌতম মাহালি বলেন, 'রাতে হঠাৎ এলাসির চিৎকার শুনে আমরা দৌড়ে যাই। গুরুতর জখম অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। এমনকি কথাও বলতে পারছিলেন না। অভিযুক্ত তাঁর গলা টিপে ধরায় ফুলে গিয়েছে। মারধরও করা হয়েছে। আমরা ওঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছি। সেখানেই ওঁর চিকিৎসা চলছে।'

অনশনে অসুস্থ উত্তরের ৪ শিক্ষক

কলকাতা, ১৫ জুন : চরম অবহেলা ও অমনোযোগের মধ্যে অনশনকারী চাকরিহারা শিক্ষকরা অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছেন। ১০ জন অনশনকারীর মধ্যে ৬ জনেরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। অসুস্থদের মধ্যে ৪ জনই উত্তরবঙ্গের শিক্ষক। অনশনকারীদের মধ্যে আরও কয়েকজন উত্তরবঙ্গের।

কলকাতায় বিকাশ ভবন থেকে কিছুটা দূরে হাইকোর্টের নির্দিষ্ট করে দেওয়া সেন্ট্রাল পার্কের ধর্নামঞ্চে বৃহস্পতিবার অনশন শুরু করেন ওই চাকরিহারারা। মাথার ওপর তেমন কোনও ছাউনি নেই। নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। সরকারপক্ষ তো দূরের কথা, শাসক-বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলই অনশনকারীদের সম্পর্কে খোঁজখবর করছে না বলে অভিযোগ। বিধানসভার অধিবেশন চললেও কোনও দলের বিধায়ক বিষয়টির উল্লেখমাত্র করেননি।

এমন অবহেলার মধ্যে বৃষ্টি মাথায় অনশন করতে করতে তৃতীয় দিনেই একের পর এক শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শিলিগুড়ির বলরাম বিশ্বাস, বিকাশ রায় ও মানিক মজুমদারের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা এলাকার সুকুমার সোরেন। অনশনে আছেন কোচবিহারের দুই শিক্ষক কৌশিক সরকার ও কিশোরকুমার রায়ও। পাঁচ দফা দাবিতে অনশন হচ্ছে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের ডাকে।

মঞ্চের অন্যতম নেতা মেহবুব মণ্ডলের অভিযোগ, 'সরকার আমাদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্সও রাখেনি। অসুস্থ বলরাম বিশ্বাসকে আন্দোলনরত এক শিক্ষিকার গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সরকার গাড়ি পাঠিয়েছে। সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে অবস্থান মঞ্চের ওপরে ত্রিপল থেকে জল পড়ছে। অথচ পুলিশ বা প্রশাসন ভ্রূক্ষেপ করছে না।'

উত্তরবঙ্গের চারজন ছাড়াও অনশনে অসুস্থ হয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের অচিন্ত্যকুমার দাস ও চিন্ময় মণ্ডল। ৫ জনকে আরজি কর মেডিকেল কলেজে ও চিন্ময়কে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্লাড সুগার লেভেল নেমে যাওয়া ও সোডিয়াম, পটাশিয়ামের অভাব হওয়ায় শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে অনশনকারীদের।

খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই

এদিকে, সোমবার থেকেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করার নির্দেশ রয়েছে। অনশনরতরা সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি। শিলিগুড়ির যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই বলরাম বিশ্বাস খোপলাসি হিন্দি হাইস্কুলের ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক। দক্ষিণবঙ্গে বাড়ি হলেও চাকরির কারণে তিনি শিলিগুড়ির কাছে শিবমন্দির এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন।

খিঁচুনির পাশাপাশি শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা শুরু হলে পরীক্ষা করে দেখা যায়, উচ্চ রক্তচাপ আছে। তাতে অনশনরত অন্য শিক্ষকরা ভয় পেয়ে যান। অনশনে আরেক অসুস্থ শিলিগুড়ির লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক বিকাশ রায় বলেন, 'যেভাবে খিঁচুনি হচ্ছিল, তাতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। হাসপাতালে বলরামকে প্রথমে জেনারেল বেডে রাখা হলেও, শারীরিক পরিস্থিতির অবনতির কারণে হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়।'

অনশন মঞ্চ থেকে টেলিফোনে কোচবিহার জেলার দিনহাটার সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলের শিক্ষক কৌশিক সরকার বলেন, 'রিভিউ পিটিশনের নিষ্পত্তির আগে আমাদের পরীক্ষার জন্য আবেদন করানো যাবে না। আমরা যোগ্য শিক্ষক। আমাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বহাল করতে হবে।' অনশনে শামিল কোচবিহার জেলার সিতাই হাইস্কুলের শিক্ষক কিশোরকুমার সরকারের কথায়, 'রিভিউ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যেন পরীক্ষা না নেওয়া হয়।' অনশনে অসুস্থ দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা এলাকার সুকুমার সোরেন চাকরি করেন মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের আমতলা হাইস্কুলে।

রোগীমৃত্যুতে নালিশ গাফিলতির

মালদা, ১৫ জুন : সন্তান প্রসবের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের মৃত্যুতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলল পরিবার। জন্মের দু'দিনের মাথায় নবজাতকেরও মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। এই ঘটনার জেরে ফের একবার নার্সিংহোম ও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার সঙ্গে দালালচক্রের যোগ সামনে এসেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জের মির্জাপুরের বাসিন্দা মিজান শেখের স্ত্রী ফুলটুসি খাতুনের (২৪) প্রসবযন্ত্রণা ওঠে। পরিবারের লোকজন তাঁকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করেন। অভিযোগ, ওই অ্যাম্বুল্যান্সচালক ভুল বুঝিয়ে তাঁদের কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেদিন রাতেই সিজার করে ফুলটুসির একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়।

মিজানের অভিযোগ, 'নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কোনও কিছু পরীক্ষা না করেই খুব অল্প সময়ে সিজার করে। স্ত্রী পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। রাতেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ছেলেকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করতে বলে। ভোর পাঁচটা নাগাদ ছেলেকে মেডিকেলে ভর্তি করি। সকাল আটটায় ওই নার্সিংহোমে গিয়ে দেখি স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর কারণ না জানিয়েই স্ত্রীর দেহ অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দেয়। নার্সিংহোম থেকে আমাদের কোনও কাগজপত্রও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আজ সকালে মেডিকেলে বাচ্চার মৃত্যু হয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।'

অবশ্য নার্সিংহোমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলেন, 'জন্ম হওয়ার পর থেকে বাচ্চার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। রাতেই শিশুকে রেফার করা হয়েছিল। ওই মহিলারও শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তাঁকেও সকালে মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। নার্সিংহোমে ওই মহিলার মৃত্যু হয়নি। নথিপত্র না দেওয়ার অভিযোগও ভিত্তিহীন।'

শিশু সুরক্ষায় আরপিএফ

মালিগাঁও, ১৫ জুন : শিশুশ্রম নির্মূল ও সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ১২ জুন পালিত হয় বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) শিশুদের উদ্ধার ও সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। 'ননহে ফরিস্তে' উদ্যোগের অধীনে ২০২১ সাল থেকে এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত আরপিএফ ৬১,৩৪৫ জন শিশুকে উদ্ধার করেছে। যাদের মধ্যে রয়েছে অনাথ, পাচার হওয়া কিংবা ভিক্ষুক ও বিপদগ্রস্ত শিশুরা। গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক, ট্রেন প্রহরা এবং ব্যাপক নজরদারির মাধ্যমে আরপিএফ শিশু পাচার, অপহরণ, মাদকাসক্তি এবং তাদের চিকিৎসার বিষয়গুলি সামাল দিয়েছে। ২০২১ সাল থেকে তারা ৬৪৯ জন পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করেছে। এবিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন'। আরপিএফ ৭৫০টিরও বেশি অ্যান্টি-হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট এবং ১৩৫টি চাইল্ড হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেছে। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক আরও ২১২টি ডেস্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। এছাড়া নবায়নকৃত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), যা জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট এবং মিশন বৎসল্য অনুযায়ী শিশু সুরক্ষায় একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি নিশ্চিত করে। আরপিএফ 'আমাদের মিশন : ট্রেনে শিশু পাচার প্রতিরোধ' এই স্লোগানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটায় রবিবার বাড়ি থেকে এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম সন্তোষী দাস (১৮)। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর থেকে ওই ছাত্রী মানসিক অবসাদে ভুগছিল। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

ডোমকল, ১৫ জুন : ইউটিউব দেখে বাড়ির বড়দের অগোচরে ইলেক্ট্রিক গাড়ি তৈরি করতে গিয়ে সার্কিটের গোলযোগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। ঘটনায় শনিবার গভীর রাতে শোকের ছায়া নেমে আসে মুর্শিদাবাদের ডোমকল এলাকায়। মৃত সপ্তম শ্রেণির স্কুল ছাত্রের নাম বিপ্লব হালদার (১২)। ইউটিউব দেখে খেলনা গাড়ি বানাতে শুরু করার সময় আচমকা বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণের ফলে আগুন ধরে যায় সার্কিটে। পরিবারের লোকজন ছুটে এসে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিক্ষোভ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ জুন : রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী। ঘটনাটি রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেজপুরা নতুনপাড়ার। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রায় ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৪৩ মিটার রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় ৫ ইঞ্চি ঢালাই হওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

মিছিল

বুনিয়াদপুর, ১৫ জুন : বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটেতে হামলা এবং মহেশতলায় সনাতনীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুনিয়াদপুর শহরে শনিবার রাতে মোমবাতি মিছিল হয়। মিছিলটি বিজেপি বুনিয়াদপুর টাউন মণ্ডলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিলে একাধিক বিজেপি সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে উপস্থিত ছিল বিজেপির জেলা ও টাউন নেতৃত্ব।

পচাগলা দেহ

বহরমপুর, ১৫ জুন : পাঁচদিন নিখোঁজ থাকার পর রবিবার বরবরিয়া গ্রামে বাড়ি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম শীতেন ঘোষ (৪২)। তিনি পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে।

নিটে চমক, এগিয়ে কালিয়াচকের মেয়েরা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ জুন : কালিয়াচক, নামটা শুনলেই একসময়ে চমকে উঠতেন অনেকে। জাল নোট আর মাদকের কারবার থেকে শুরু করে গুলি, বোমার লড়াইয়ে প্রায়ই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে মালদার এই অঞ্চল। সেই কালিয়াচকের মেয়েরাই এখন শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠছেন। সর্বভারতীয় পরীক্ষা নিটে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কালিয়াচকের ছেলেমেয়েরা। এবার কালিয়াচকের তিনটি ব্লক মিলিয়ে ৫০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী নিটে সফল হয়েছেন। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও শুভেচ্ছার ঝড় বইছে।

সব থেকে ভালো র‍্যাংক করেছেন ফারিয়া হোসেন। তাঁর র‍্যাংক ৭৫৪৯। ফারিয়া হোসেন মাধ্যমিক বোর্ডের ৭৯৬ নম্বর পেয়ে ২০২১ সালে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। উচ্চমাধ্যমিকেও ৪৩৭ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছিলেন। তবে গতবছর নিটে সফল হতে পারেননি। যদিও হাল না ছেড়ে দ্বিতীয়বার নিটে বসেন। এবার সফল হয়ে কালিয়াচকের নাম উজ্জ্বল করেছেন। কার্ডিওলজিস্ট হওয়ার ইচ্ছে আছে ফারিয়ার। ফারিয়া হোসেনের কথায়, 'এই ফলাফলে আমরা সকলেই খুশি। আমি কলকাতার কোনও মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসক হতে চাই। কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে এলাকার মানুষের সেবা করতে চাই।'

ফারিয়াকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন বাবা-মা।

ফারিয়ার বাবা আনোয়ার হোসেন কালিয়াচক নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা সায়িদা খাতুন গৃহবধূ। তাঁদের বাড়ি কালিয়াচক শহর সংলগ্ন কাঁঠালবাড়ি গ্রামে। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড়দিদি মেরিনা হোসেন মালদা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নশিপ করছেন। ছোট ভাই তাসলিম হোসেন নবম শ্রেণিতে পড়ছে। এছাড়া মোথাবাড়ি সাটাংগাপাড়ার মেয়ে আমিনা খাতুনের র‍্যাংক ১৭৮৭৫। কালিয়াচকেরই নইমা খাতুনের র‍্যাংক ৩৮২৭৫।

মেয়ের সাফল্যে খুশি বাবা আনোয়ার হোসেন। তাঁর কথায়, 'শনিবার অপেক্ষার প্রহর গুনছিলাম। ঘনঘন হ্যাঙ্গ করছিল সাইটটা। যখন খুলল, দেখলাম আমার মেয়ে ভালো র‍্যাংক করেছে। আমরা সকলেই খুশি। চাই মেয়ে এগিয়ে যাক।'

নিটের সাফল্য নিয়ে কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান বলেন, 'কালিয়াচকের ছাত্রছাত্রীরা যে ভালো পড়াশোনা করে, এই ফলই তার প্রমাণ। তাদের মেধা রয়েছে। নিট সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষাতেই বারবার এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা চাই, কালিয়াচককে মানুষ জানুক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের জায়গা হিসেবে। হবু চিকিৎসকদের উন্নতি কামনা করছি।'

> কালিয়াচকের ছাত্রছাত্রীরা যে ভালো পড়াশোনা করে, এই ফলই তার প্রমাণ। তাদের মেধা রয়েছে। নিট সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষাতেই বারবার এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা চাই, কালিয়াচককে মানুষ জানুক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের জায়গা হিসেবে। হবু চিকিৎসকদের উন্নতি কামনা করছি।
>
> **নাজিবর রহমান**
> অধ্যক্ষ, কালিয়াচক কলেজ

স্বপ্নপূরণে ‘অক্সিজেন’ ভারত!

আমাদের গর্বিত করলে আইডেন : ঋষভ

লন্ডন, ১৫ জুন : ৭ বছরে ৪৩ টেস্টের কেরিয়ারে একবার নয়, দুইবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। পাখির চোখ এবার মিশন ইংল্যান্ডে। ভারতীয় দলের সঙ্গে যে লক্ষ্যে শেষ তুলির টান দেওয়ার ব্যস্ততা। তবে চোখ ছিল লর্ডসে অনুষ্ঠিত টেস্ট ফাইনালেও।

বাড়তি খুশি আইপিএল সতীর্থ আইডেন মার্করাম সাফল্য পাওয়ায়। সামাজিক মাধ্যমে টেস্ট ফাইনালের নায়ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ঋষভ পন্থ লিখেছেন, ‘দুর্দান্ত খেলেছ আইডেন। তোমার জন্য খুব খুশি। চাপের মধ্যে অসাধারণ ব্যাটিং। আমাদেরও গর্বিত করলে। অভিনন্দন দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডব্লিউটিসি জেতার জন্য।’

মার্করামের মুখে আবার ভারতের কথা! ২৭ বছর দক্ষিণ আফ্রিকার আইসিসি ট্রফি জয়ের পিছনে নাকি অক্সিজেন জুগিয়েছে রোহিত শর্মার ভারতীয় দল! সৌজন্যে গতবছর টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে ফাইনালে হার। মার্করাম বলেছেন, ‘গতকাল রাতে টি২০ বিশ্বকাপের কথা শুধু মনে ভিড় করছিল। সেদিন আউট হওয়ার পর নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়েছিল। মরিয়া ছিলাম, আর যেন এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়। যে তাগিদ লর্ডসের টেস্ট ফাইনালে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ঠিক করেছিলাম, যতক্ষণ পারব ক্রিজে পড়ে থাকব। নিজের কাজ সম্পন্ন করেই ফিরব।’

ড্রেসিংরুমে ফাইনাল জয়ের স্মারক নিয়ে টেম্বা বাভুমা ও আইডেন মার্করাম।

মার্করামের মতে, টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে হার তাঁকে বড় শিক্ষা দিয়েছিল। জেতা ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার পর প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়। অবশেষে তার উত্তর দিতে পারলেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। খুশি, এরপর হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিদ্রুপ করে আর কেউ ‘চোকার্স’ বলবে না। টেস্ট মুকুটের সঙ্গে সবথেকে বড় প্রাপ্তি বোধহয় সেটাই।

> অনেকে বিদ্রুপ করেছিল, আমরা সহজ টিমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছি। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে যার জবাব দিলাম। যোগ্য হিসেবে জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।
>
> **-কাগিসো রাবাদা**

অস্ট্রেলিয়া স্বপ্নে জল ঢেলে লক্ষ্যপূরণের পর মাতলেন লর্ডসে হাজির সমর্থক, বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার-সেলিব্রেশনে। ভিকট্রি ল্যাপের সময় সমর্থকদের ভিড়ে থাকা স্কুলের বন্ধুকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে বিয়ারে চুমুক। জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে জানান, ব্যস্ততার কারণে এতদিন এই সুযোগ হয়ে ওঠেনি। স্বপ্নপূরণের দিনে সেই ইচ্ছেপূরণ। আশাবাদী, এরকম মুহূর্ত আরও আসবে।

ব্যাটিংয়ে মার্করাম যদি নায়ক হন, বোলিংয়ে কাগিসো রাবাদা। চোকার্স বদনাম ঘোচানোর সঙ্গে অনেক সমালোচনার জবাব দিতে পারার খুশি নিয়ে বলেছেন, ‘অনেকে বিদ্রুপ করেছিল, আমরা সহজ টিমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছি। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে যার জবাব দিলাম। যোগ্য হিসেবে জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।’

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কেশব মহারাজের গলায় দলীয় সংহতি, দেশের কথা। জানান, দলগত প্রচেষ্টা, প্রয়াস সাফল্যের মরিয়া তাগিদের পুরস্কার টেস্ট মুকুট। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো গর্বিত দেশের প্রতিনিধি হতে পারাও বিরাট সম্মান। কৃতজ্ঞ পূর্বসূরিদের কাছেও। মহারাজের যুক্তি, তাঁরা হয়তো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন, কিন্তু ভিতটা তৈরি হয়েছিল অনেক আগে। সাফল্যের কৃতিত্বটা তাই একইভাবে প্রাক্তনদেরও।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হারের ধাক্কা সামলানোর চেষ্টায় উসমান খোয়াজা, অ্যালেক্স ক্যারিরা।

হেরে আইপিএল ভূত দেখছেন জনসন

সিডনি, ১৫ জুন : কথায় আছে যত দোষ নন্দ ঘোষ।

বিশ্ব ক্রিকেটে আইপিএল হল সেই ‘নন্দ ঘোষ’। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার হারেও কাঠগড়ায় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ! এমনই অদ্ভুতুড়ে দাবি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার মিচেল জনসনের।

জনসনের লক্ষ্য পেস ত্রয়ী। অভিযোগ, জাতীয় দলের চেয়ে আইপিএলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন কামিন্সরা। বিশেষত, আঙুল তুলছেন চোট সারিয়ে ফের আরসিবির হয়ে প্লে-অফে খেলা জোশ হ্যাজেলউডের দিকে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথমসারির দৈনিকে ফাইনাল হারের ময়নাতদন্তে জনসন লিখেছেন, ‘সম্প্রতি হ্যাজেলউডের ফিটনেস নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অথচ, অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে প্রস্তুতির বদলে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হিসেবে আইপিএলকে বেছে নিয়েছিল ও। স্বাভাবিকভাবে যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।’

প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, হ্যাজেলউড ও নাথান লায়োন-‘বিগ ফোর’-এর অবসরের বিষয়টিও উসকে দিলেন। জনসনের যুক্তি, চারজনই তিরিশোর্ধ্ব। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিকল্প ভাবা উচিত নির্বাচকদের। বলেন, ‘চারজনই অত্যন্ত সফল বোলার। তবে কেউ যেন মনে না করে, সে দলে অটোমেটিক চয়েস। সামনে অ্যাসেজ। ওরা কতটা তাগিদ নিয়ে নামবে, তা নিশ্চিত হওয়া দরকার।’

ভবিষ্যতের বিকল্প ভাবনায় স্যাম কনস্টাস, জোশ ইংলিস, স্কট বোল্যান্ডদের আরও গুরুত্ব প্রাপ্য বলে মনে করেন। জনসনের যুক্তি, যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন সফল হয়েছেন বুড়ো ঘোড়া বোল্যান্ড। সাফল্যের খিদেটা ইনগ্লিসদের পারফরমেন্সে ধরা পড়েছে। দল নির্বাচনের সময় নির্বাচকদের যা মাথায় রাখা দরকার।

জনসনের সুরে সুর মিলিয়ে মার্ক টেলর অবাক ফাইনালে ওপেনিং জুটি ভেঙে কনস্টাসকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে। মূলত ক্যামেরন গ্রিন ও বিউ ওয়েবস্টার, দুই অলরাউন্ডারকে খেলাতেই কনস্টাসের ওপর কোপ। যদিও তিন নম্বরে নেমে গ্রিন ফ্লপ। কাগিসো রাবাদাকে সামলাতে না পেরে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ (৪ ও ০)।

ড্যামিয়েন ফ্লেমিংয়ের মতে, গ্রিনের টপ অর্ডারে খেলানোর সিদ্ধান্তই ভুল। তিন নম্বরে খেলার মতো ব্যাটিং টেকনিক নেই গ্রিনের। বলেছেন, ‘শেষমুহূর্তে ব্যাটিং অর্ডার বদলে বিষয়গুলি জটিল করে ফেলেছিলাম আমরা। গ্রিন কোনওভাবেই তিন নম্বরের উপযুক্ত নয়। ওর সেই টেকনিকও নেই। রাবাদার বোলিংয়ের সামনে তা প্রকট। ছয় নম্বরে ঠিকঠাক। বরং ওয়েবস্টারকে তিনে খেলালে সুফল মিলত।’

> শেষমুহূর্তে ব্যাটিং অর্ডার বদলে বিষয়গুলি জটিল করে ফেলেছিলাম আমরা। গ্রিন কোনওভাবেই তিন নম্বরের উপযুক্ত নয়। ওর সেই টেকনিকও নেই। রাবাদার বোলিংয়ের সামনে তা প্রকট। ছয় নম্বরে ঠিকঠাক। বরং ওয়েবস্টারকে তিনে খেলালে সুফল মিলত।
>
> **-ড্যামিয়েন ফ্লেমিং**

জনসন যখন দল নিয়ে তোপ দাগছেন, তখন স্বপ্নের নায়কদের নিয়ে মজে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটমহল। টেম্বা বাভুমা, আইডেন মার্করামদের ইতিহাসে নিজেদের অধরা স্বপ্নপূরণের স্বাদ নিচ্ছেন গ্রেম স্মিথ, এবি ডিভিলিয়ার্সরা।

স্মিথ-কেপিরা মজে বাভুমাদের ইতিহাসে

প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক স্মিথের মতে, ফাইনাল দ্বৈরথের প্রতিটি সেশনে ছিল উত্তেজনার রসদ, ওঠা-পড়া, ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। শুরুটা খারাপ করেও, দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে বাভুমারা বিশেষত, ২৮২ রান তাড়া করে মার্করাম-বাভুমার ম্যাচ উইনিং যুগলবন্দিতে উচ্ছ্বসিত স্মিথ।

গ্রেম স্মিথ বলেছেন, ‘দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরমেন্স। চতুর্থ দিনেও পিচ প্রাণবন্ত ছিল। সেখানে অজি পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে রেকর্ড রান তাড়া করে জয় প্রশংসনীয়। সবসময় আমরা পার্টনারশিপের কথা বলি। মার্করাম-বাভুমা সেটাই করে দেখাল।’

মার্করামের ১৩৬ রানকে সেরা আখ্যা দিলেন কেভিন পিটারসেন। দক্ষিণ আফ্রিকাজাত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, ‘টেস্ট ফরম্যাটে প্রোটিয়া ব্যাটারদের খেলা সম্ভবত সেরা ইনিংস। আক্রমণ আর রক্ষণের দুরন্ত মিশ্রণ। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলাল মার্করাম। এককথায় অসাধারণ। শুরুতে রায়ান রিকেলটনের আউটের পর চাপটা শুষে নিল। বুঝিয়ে দিল মানসিকভাবেও ও কতটা শক্তিশালী।’

দিল্লি ডেয়ারডেভিলস নিয়ে বিস্ফোরক এবি

লড়ে হারবে ভারত, ভবিষ্যদ্বাণী স্টেইনের

লন্ডন, ১৫ জুন : হোম সিরিজ। হোম অ্যাডভান্টেজ। প্রতিপক্ষ অনভিজ্ঞ ভারতীয় দল। আসন্ন তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন টেস্ট সিরিজে যার সুবিধা পাবে ইংল্যান্ড। সিরিজও জিতবে। তবে সাফল্য সহজে আসবে না। ভালোমতোই কাঠখর পোহাতে হবে বেন স্টোকস, জো রুটদের।

এমনই ভবিষ্যদ্বাণী ডেল স্টেইনের। দাবি, হারলেও শুভমান গিলের তরুণ ভারতীয় দল তুল্যমূল্য লড়াই করবে। একপেশে নয়, উত্তেজক সিরিজ হবে। প্রতিটি ম্যাচেই ফয়সালা। তবে শুভমানরা একাধিক টেস্ট জিতলেও শেষপর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ডই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি স্টেইন বলেছেন, ‘প্রতিটি ম্যাচেই উত্তেজক টক্কর শেষে ফয়সালা হবে। আমার ধারণা শেষপর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড। একপেশে দাপট দেখা যাবে না। যেই জিতুক ঘাম ঝরাতে হবে। আমার বিশ্বাস, ব্যাট-বলের উপভোগ্য দ্বৈরথ অপেক্ষা করছে আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার আইসিসি ট্রফি জয়ে উচ্ছ্বসিত এবি ডিভিলিয়ার্স।

করোনাকালে ২০২২ সালে শেষ ইংল্যান্ড সফরে ২-২ ফলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। দুই পর্বে সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পরও শেষ টেস্ট হেরে শেষপর্যন্ত সিরিজ জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করে রবি শাস্ত্রীর প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া।

এদিকে, দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে নিজের আইপিএল অভিষেকের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে যোগ দেওয়ার আগে ডেয়ারডেভিলসের হয়ে খেলেন ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত। সেই সময়ের দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথাই তুলে ধরেছেন কিংবদন্তি প্রোটিয়া ব্যাটার।

ডিভিলিয়ার্সের দাবি, দিল্লি ডেয়ারডেভিলস শিবিরে বেশ কিছু বিষাক্ত ব্যক্তি ছিলেন। দলের পরিবেশকে যাঁরা নষ্ট করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই তারকা। কারও নাম বলতে অবশ্য রাজি হননি। সবমিলিয়ে আইপিএল কেরিয়ারের শুরুতে অম্লমধুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কাকতালীয়ভাবে ২০১০ সালে ডেয়ারডেভিলসের অধিনায়ক ছিলেন গৌতম গম্ভীর। ছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ, দীনেশ কার্তিক, ডেভিড ওয়ার্নার, তিলকরত্নে দিলশানদের মতো তারকাও।

২০১১ সালে আরসিবিতে যোগ দেন এবি। এক দশকের ওপর বিরাট কোহলিকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া। ক্রমশও বন্ধুত্ব। যা কিছুটা চিড় ধরিয়েছিল গতবছর বিরাটের দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর খবর আগেভাগে এবি প্রকাশ্যে আনার পর। প্রায় মাস ছয়েক কথা বন্ধ ছিল দুই বন্ধুর। এবির মতে, তাঁর কাছে কঠিন ছিল সময়টা। তবে খবরটা তাঁর প্রকাশ্যে আনা উচিত হয়নি ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

এবির কথায়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ শেষপর্যন্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর হওয়ায়। অভিমান সরিয়ে বিরাট ফের কথা বলতে শুরু করার পর মাথার ওপর থেকে বোঝা নেমে গিয়েছিল। আরসিবি-র আইপিএল জয়ের রাতে এবি-কে জড়িয়ে ধরে বিরাটের উৎসবের ছবি ভাইরালও হয়।

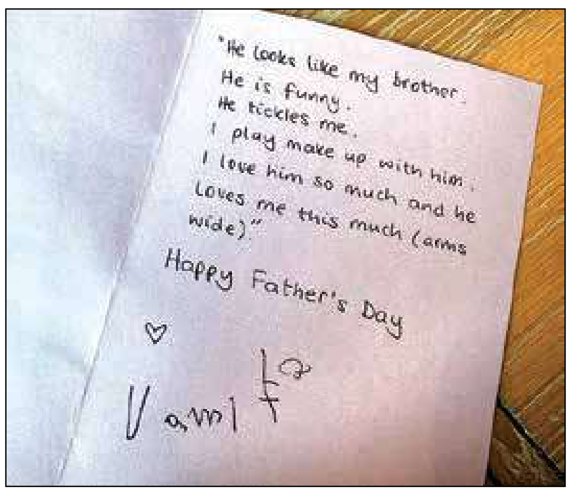

পিতৃদিবসে বিরাট কোহলিকে লেখা তাঁর মেয়ে ভামিকার চিঠি।

ভাইয়ের মতো তুমি, বিরাটকে ভামিকা

লন্ডন, ১৫ জুন : পিতৃদিবসে বিরাট কোহলিকে নিজের হাতে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়েছে তাঁর মেয়ে ভামিকা। সেই চিঠির ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন অনুষ্কা শর্মা। ভালোবাসায় ভরা সেই চিঠি পড়ে অভিভূত বিপাশা বসু, সামান্থা রুথ প্রভুর মতো সেলিব্রিটিরা। চার বছরের ভামিকা চিঠিতে লিখেছে, ‘সে দেখতে আমার ভাইয়ের মতো। সে খুব মজার, কাতুকুতু দেয় আমাকে। তার সঙ্গে খেলতে ভালো লাগে। প্রচণ্ড ভালোবাসি তাকে, আমাকে এত্তো ভালোবাসে। হ্যাপি ফাদার্স ডে।’ সঙ্গে হৃদয়ের ইমোজি দিয়ে ভামিকা সই করেছে। পিতৃদিবসে বিরাটকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনুষ্কাও।

ইতালির দায়িত্ব নিচ্ছেন গাত্তুসো, জানালেন বুফোঁ

রোম, ১৫ জুন : লুসিয়ানো স্প্যালেত্তির পর কে? জল্পনা ছিল ইতালিজুড়ে।

ইতালির নয়া কোচের দায়িত্ব পেতে চলেছেন প্রাক্তন তারকা জেন্নারো গাত্তুসো। এই সংবাদ জানিয়েছেন আরেক প্রাক্তন ইতালিয়ান তারকা জিয়ানলুইগি বুফোঁ। এই মুহূর্তে তিনি ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। গাত্তুসোর কোচ হওয়ার প্রসঙ্গে বুফোঁ বলেছেন, ‘এই বিষয়ে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত। খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। আমার মতে, সেরা লোককে কোচ হিসেবে পছন্দ করা হয়েছে।’

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে নরওয়ের কাছে ৩-০ গোলে হারার পর স্প্যালেত্তিকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। পরবর্তী কোচ হিসেবে তাদের প্রথম পছন্দ ছিল ক্লদিও রেনিয়ারি। কিন্তু তিনি রোমার পরামর্শদাতার দায়িত্ব ছেড়ে জাতীয় দলের কোচ হতে রাজি হননি। অবশেষে গাত্তুসোকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, গাত্তুসোর সঙ্গে কোচিং স্টাফ নিয়োগ নিয়ে কথা বলবে ইতালিয়ান ফুটবল সংস্থা। ২০০৬ বিশ্বকাপ জয়ী গাত্তুসোর কোচিং কেরিয়ার উজ্জ্বল নয়। এসি মিলান, ভ্যালেন্সিয়া, নাপোলি ও মার্সেইঁকে কোচিং করিয়েছেন। ২০২০ সালে নাপোলিকে জেতানো কোপা ইতালিয়া তাঁর কোচিংয়ে একমাত্র ট্রফি।

অলিম্পিক পদকের সঙ্গে সেরা হতে চান আদ্রিয়ান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুন : ‘আপাতত লক্ষ্য অবশ্যই লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। তবে আমার জীবনের আসল লক্ষ্য হিউম্যান এক্সেলেন্স।’

বক্তার বয়স মাত্র ১৮। তাই কথাগুলো চমকে দেয় খানিকটা। হিউম্যান এক্সেলেন্স অর্থটা খুব সহজ নয় বোধহয়। শুধুই মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠা যাকে বলে ঠিক তা নয়। বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সেরাদের সেরা হয়ে ওঠা বা এককথায় ওই বিশেষ ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ উঠলেই যাঁর কথা মনে পড়বে। যেমন উসেইন বোল্ট কী মাইকেল ফেলপস কী রজার ফেডেরার। তাই খাস কলকাতার ছেলে আদ্রিয়ান কর্মকার যখন এই কথা বলেন তখন তাঁকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয় বৈকি। জন্ম থেকেই শুটিংয়ের পরিবেশে বড় হয়েছেন বলেই সম্ভবত তাঁর জীবনটা শুটিংয়েই গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। বাবা জয়দীপ কর্মকার আন্তর্জাতিক শুটার ও কোচ, এই কথা এখন এই রাজ্য তো বটেই সারা দেশই জানে মোটামুটিভাবে। ফলে প্রথম ধাপ পার করাটা হয়তো আদ্রিয়ানের কাছে খানিক সহজই ছিল। কিন্তু সেখানে টিকে থাকা এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে সেরা হিসাবে প্রমাণ, শেষপর্যন্ত নিজেকেই করতে হয়। তাই বাবা-মায়ের থেকে দূরে নয়াদিল্লির কার্ণী সিং শুটিং রেঞ্জ আর সেখানকার হস্টেলই এখন রোজকার আস্তানা আদ্রিয়ানের। আপনার বয়স তো অল্পই, এত দূরে থাকতে কষ্ট হয় না? প্রশ্নের উত্তরটা যেন সাজানোই ছিল। বলে দিলেন, ‘একেবারেই না। বরং উলটো। আমার মনে হয় নিজেকে তৈরি করতে, গুছিয়ে নিতে আমার নিজস্ব একটা জগতের প্রয়োজন ছিল। হ্যাঁ, বাবা-মায়ের থেকে হয়তো একটু দূরে থাকতে হয়। কিন্তু একটা সময়ের পর মানুষের সেটারও প্রয়োজন আছে। এখন আমি বড় হয়ে গিয়েছি। এই সময়ে নিজেকে তৈরি কীভাবে করব, সেটা আমাকেই ভাবতে হবে। তবে আমি ঠিক সময় করে বাড়ি ঘুরে আসি তো।’ শেষ বাক্যটা ছাড়া বাকি কথাগুলোও ভাবার মতো। বাঙালি বা ভারতীয়রা তো ঠিক এই জায়গাতেই পিছিয়ে। বাবা-মায়ের থেকে দূরে গিয়ে নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নিজে নিজে তৈরি হওয়ার ভাবনাটাই নেই।

জার্মানির সুলে জুনিয়ার বিশ্বকাপে জোড়া পদক জিতে আদ্রিয়ান কর্মকার।

গত মাসেই জার্মানির সুল শহরে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ জুনিয়ার বিশ্বকাপে দুইটি পদক জিতে এসেছেন। দিল্লির প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ থেকে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় গিয়ে পারফর্ম করা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেও আদ্রিয়ান যা করেছেন, সেটাও বোধহয় এক গল্প। হাসতে হাসতে আদ্রিয়ান বলেছেন, ‘কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়তো দিতে পারব না কিন্তু আমি ওই প্রচণ্ড ঠান্ডায় সকালে উঠে ঠান্ডা জলে স্নান করে নিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, এতে ঠান্ডাটা কম লাগবে। গরম জলে স্নান করলে চিরকালই বেশি ঠান্ডাবোধ করেছি পরে। ওখানে অসম্ভব হাওয়াও দিচ্ছিল। আর আমাদের সাধারণত একটা টেবিল দেওয়া হয় সবকিছু রাখার জন্য। ওখানে একটা ছোট্ট নড়বড়ে জায়গা দেওয়া হয়। যেটায় রাখার থেকে মাটিতে জিনিসপত্র রাখাই সুবিধাজনক হয়েছে। সবমিলিয়ে পুরোটাই চ্যালেঞ্জিং ছিল।’ এরকম পরিস্থিতি থেকে তিনি ৫০ মিটার প্রোনে ২০১০ সালে জয়দীপও পদক পেয়েছিলেন। যা তিনি আগে জানতেনই, বলছিলেন আদ্রিয়ান, ‘আমার পদক পাওয়ার পর বাবার সঙ্গে যখন ফোনে কথা বলি তখন জানলাম। অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ ফর মি।’ বাবার লন্ডন অলিম্পিকের রাইফেলই ব্যবহার করেন। ওটাতে পদক হাতছাড়া হয়েছিল। মনে হয়নি এটা না ব্যবহার করাই উচিত? আদ্রিয়ানের উত্তর, ‘না, আমার বা বাবার এসব কুসংস্কার নেই।’

এখনও বছর তিনেক বাকি। কিন্তু আদ্রিয়ান নিজেকে লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ অলিম্পিকের জন্যই তৈরি করছেন। এই রাইফেলে বাবার অলিম্পিক পদক-হাতছাড়া হওয়ার শাপমুক্তি ওখানেই ঘটুক ছেলের হাত ধরে, এই প্রার্থনা নিশ্চিতভাবেই করছে গোটা দেশ।

কোচ ড্যারেন কাহিলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জানিক সিনার।

ফরাসি ওপেন হেরে ঘুমাতে পারেননি সিনার

মিউনিখ, ১৫ জুন : ফরাসি ওপেনের মহাকাব্যিক ফাইনালে পরাজয়। এরপর বেশ কয়েক রাতে ঘুমাতে পারেননি জানিক সিনার।

এই হার দ্রুত ভুলে যেতে চান তিনি। বলেছেন, ‘ফরাসি ওপেন ফাইনালের পর কয়েক রাত আমি ঘুমাতে পারিনি। তবে নেতিবাচক বিষয়গু ভুলে যেতে হবে। হ্যালে ওপেনে নিজের সেরাটা দিতে হবে।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘ফরাসি ওপেনে হারের পর আরও একটি প্রতিযোগিতায় নামাটা আমার কাছে ইতিবাচক। প্রতিটি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।’

ফরাসি ওপেনে বিপর্যয়ের পর উইম্বলডনে ঘুরে দাঁড়াতে হ্যালে ওপেনকেই হাতিয়ার করছেন তিনি। গত শুক্রবার হ্যালে ওপেন খেলার জন্য জার্মানি পৌঁছে গিয়েছেন ইতালিয়ান তারকা। সেদিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সিনার।

নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে সিনার বলেছেন, ‘প্রথম অনুশীলন সেশনটা ঠিক ছিল। কিন্তু প্যারিসের পর আমি আর কোথাও খেলিনি। তাই কোর্টে নিজের ছন্দটা পাইনি। আমার কাছে প্রতিটি ম্যাচই নতুন। গত বছর আমি এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। এবছর কী ফল হয় সেটাই দেখার।’

বাগান ছেড়ে বেঙ্গালুরুতে আশিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন : আশিক কুরুনিয়ানকে ছেড়ে দিচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

২০২২ সালে বেঙ্গালুরু এফসি থেকে সবুজ-মেরুনে যোগ দেন আশিক। তিন বছরে মোহনবাগানের হয়ে মাত্র ৩৬টি ম্যাচ খেলেছেন কেরালাইট উইঙ্গার। বাকি সময়টা কেটেছে চোট-আঘাতেই। ফলত আরও দুই বছরের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আশিককে লোনে বেঙ্গালুরু এফসি-তে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, আইএসএল-এরই আরও দুই-একটি ক্লাব তাঁকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে অতীতে খেলার সুবাদে বেঙ্গালুরুর পরিবেশ আশিকের চেনা। যে কারণে নিজে থেকেই পুরোনো ক্লাবে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

আশিককে ছাড়লেও আরেক কেরালাইট ফুটবলার আব্দুল রাবিহকে পেতে ঝাঁপিয়েছে মোহনবাগান। হায়দরাবাদ এফসি-র এই ফুটবলারের কাছে ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাব থাকলেও পাল্লা ভারী সবুজ-মেরুনের। পাশাপাশি মোহনবাগান ছেড়ে গত মরশুমেই চেন্নাইয়ান এফসি-তে যোগ দিয়েছিলেন কিয়ান নাসিরি। শোনা যাচ্ছে বছর ঘুরতেই ফের বাগানে ফিরছেন জামশিদ-পুত্র। সবুজ-মেরুনের সঙ্গে তাঁর চুক্তিও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

ঋষভ-বুমরাহে মজে হেডেনের কন্যা গ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন : রাত পোহালেই জন্মদিন। ২৩ পার করে ২৪-এ পা দেবেন। কিন্তু কলকাতায় বসে জন্মদিন পালন করা কি সম্ভব হবে?

সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচের মাঝে প্রশ্ন করতেই হেসে ফেললেন গ্রেস হেডেন। কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ওপেনার ম্যাথু হেডেনের কন্যা গ্রেস। স্কুলে অল্পবিস্তর চর্চা করলেও বাবার মতো ব্যাট হাতে মাঠে নামেননি কখনও। কিন্তু ক্রিকেট খেলাটা দারুণ পছন্দ তাঁর। আর সেই পছন্দের টানেই চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন গ্রেস। সোমবার জন্মদিনের পরিকল্পনা কী? প্রশ্ন করতেই হেসে ফেললেন। লাজুক সেই হাসি নিয়ে বলে দিলেন, ‘ধারাভাষ্যের কাজে কলকাতায় এসেছি। সেই কাজটা তো করতেই হবে। বাকি দেখা যাক কতটা কী সময় বার করতে পারি। তবে একটা কথা, আগামীকাল শাড়ি পরার পরিকল্পনা রয়েছে।’

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নামটার সঙ্গে পরিচিত গ্রেস। এহেন গ্রেস বলছিলেন, ‘আমি ক্রিকেটীয় পরিবেশে বড় হয়েছি। বাবা বিখ্যাত ক্রিকেটার হলে যা হয়। বাবার সাফল্যের পাশে সফল হওয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টাও দেখেছি। বলতে পারেন সেই কারণেই ক্রিকেট নিজে না খেললেও খেলাটার প্রতি অদ্ভুত টান অনুভব করি আমি।’

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গিয়েছে তাঁর দেশ অস্ট্রেলিয়া। মন খারাপ হয়েছে গ্রেসের। একইসঙ্গে তিনি বিলেতে ভারত বনাম ইংল্যান্ড আসন্ন সিরিজের দিকেও তাকিয়ে। কেন? জবাবে চমকে দিয়ে গ্রেস বলে দিলেন, ঋষভ পন্থ ও জসপ্রীত বুমরাহর নাম। এই দুই ভারতীয় ক্রিকেটারকে তাঁর দারুণ লাগে।

গ্রেসের কথায়, ‘বুমরাহ অত্যন্ত বিপজ্জনক বোলার। ওকে সামলানো কঠিন। আর ঋষভ তো মৃত্যুঞ্জয়ী। এই দুইজন ভারতীয় ক্রিকেটারকে দারুণ লাগে আমার। ওদের জন্যই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ভারতকে সমর্থন করব।’

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্নেহের দিশা**, তোমার ১৭তম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। -**বাবা, মা, ঠাকুমা, রাইমা, মানা, মানি ও রাই**। - প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

☺ **দেবাংশী (জুন)** : সুন্দর হোক আগামী দিনের পথ চলা। পূর্ণ হোক তোমার জীবনের সব স্বপ্ন। ভালো থেকো,সুস্থ থেকো। আশীর্বাদান্তে:- **দাদু, আম্মা, বাপি, দিদা, পাপা, মা ও পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ**। লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

টেস্ট অধিনায়ক হব, ভাবিনি : শুভমান

লন্ডন, ১৫ জুন : ২০২০ সালে মেলবোর্নে বক্সিং টেস্টে অভিষেক। মাঝের সময়ে দেশের হয়ে ৩২টি টেস্ট খেলা হয়ে গিয়েছে তাঁর। পাঁচটি শতরানও করে ফেলেছেন।

কিন্তু কখনও ভাবতে পারেননি টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক হবেন তিনি। বিলেতের স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মনের অন্দরের এমন গোপন কথা তুলে ধরেছেন শুভমান গিল। টিম ইন্ডিয়ার নয়া টেস্ট অধিনায়ক। যাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে আসমুদ্রহিমাচল। শুভমানের কথায়, ‘ক্রিকেটার হওয়ার, ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তো নয়ই। আমার বাবাও কখনও ভাবতে পারেননি আমি ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হব।’

রোহিত শর্মার টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই শুভমানকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে ২৫ বছরের শুভমানই এখন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক। ২০ জুন লিডসের হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে তিনিই টস করতে নামবেন বেন স্টোকসের সঙ্গে। তার আগে শুভমান আজ বলেছেন, ‘রোহিতভাইয়ের অবসরের পর থেকেই অনেক কিছু শুনেছি। সরকারিভাবে আমায় যেদিন অধিনায়ক করা হল, তার আগেই জানতাম বিষয়টা। আর সরকারি ঘোষণার পর আবেগে ভেসে গিয়ে আমার বাবা যখন আমায় ফোন করেন, মুহূর্তটা ভুলব না।’ পঞ্জাব কা পুত্তরের এখন দায়িত্ব অনেক। দেশের ৩৭ নম্বর টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে হেডিংলেতে নামবেন শুভমান। তাঁকে ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে এভারেস্ট সমান প্রত্যাশাও।

এমন প্রত্যাশার চাপ থেকে বহুদূরে শুভমান। তাঁর কথায়, ‘আমার উপর কোনও চাপ নেই। বরং অধিনায়ক হিসেবে আমার নিজেকে নিয়ে রয়েছে প্রত্যাশা। যা নিজেই তৈরি করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাই।’ অধিনায়ক শুভমানের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা

পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। বিরাট কোহলি, রোহিতদের টেস্ট থেকে অবসরের পর গিলের হাতে ভারতীয় ক্রিকেটের দায়িত্ব। সঙ্গে চাপ ও প্রত্যাশাও। এমন স্বাভাবিক

ঋষভ পন্থের জিমনাস্টিকস দেখে অবাক অধিনায়ক শুভমান গিল।

কী? নিজেই সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি। শুভমানের কথায়, ‘ট্রফি জয়ের পাশে ভারতীয় সাজঘরে অন্যরকম একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাই আমি। এমন একটা পরিবেশ, যেখানে সকলে আনন্দে থাকবে। কারোর জায়গা হারানোর ভয় থাকবে না। একজন ক্রিকেটার হিসেবে ভালোই জানি সারা বছর কত ম্যাচ খেলতে হয় আমাদের। তাই প্রথম একাদশে সুযোগের প্রতিযোগিতা থাকলেও দলের অন্দরে সবসময় যেন আত্মবিশ্বাস বজায় থাকে, সেদিকে নজর থাকবে আমার।’

বিষয়কে অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামার আগেই বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন শুভমান। বলেছেন, ‘গোতিভাই (গৌতম গম্ভীর) ও অজিতভাইয়ের (অজিত আগরকার) সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে। ওরা বলেছে, আমাকে নিয়ে ওদের কোনও প্রত্যাশা নেই। আমি যা পারি না, সেটা আমায় করতে বলেনি ওরা। তাই আমার উপর বাড়তি চাপ ও প্রত্যাশা, কোনওটাই নেই। বরং আমি এখন নেতৃত্বের দায়িত্ব উপভোগ করার পাশে ব্যাট হাতে দলের জন্য সাফল্য আনতে মরিয়া।’

নতুন ক্যাপ্টেন গিলকে পরামর্শ সৌরভের

‘অফের বাইরের বল ছাড়তে হবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন : অপেক্ষা আর পাঁচদিনের। তারপরই লিডসের হেডিংলের মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অবসরের পর আসন্ন টেস্ট সিরিজ নিয়ে প্রবল আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটমহলে। আর সেই আগ্রহের কেন্দ্রে নয়া ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। আইপিএলের দুর্দান্ত ছন্দ নিয়েই বিলেতে গিয়েছেন শুভমান। অনুশীলন ম্যাচে রানও করেছেন। কিন্তু তারপরও শুভমানকে নিয়ে চলছে চর্চা।

ইংল্যান্ড সিরিজে সম্ভবত চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন ভারত অধিনায়ক। কোহলির জায়গায় ব্যাটিংয়ের কাজটা যে সহজ নয়, সবারই জানা। কিন্তু কী করলে সফল হতে পারেন শুভমান? আজ শুভমানকে আগামীর পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজ শুভমানকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিলেতের পরিবেশে অফস্টাম্প লাইনের বল ছাড়তে হবে। আর সেই বল ছাড়ার ব্যাপারে একটু বেশিই সতর্ক থাকতে হবে নয়া ভারত অধিনায়ককে। শুভমানের জন্য মহারাজের পরামর্শ, ‘ইংল্যান্ডে বল সারাদিনই নড়াচড়া করে। সিম মুভমেন্টের পাশে বলের সুইংও থাকে। এমন পরিবেশে ব্যাটিং করাটা সহজ নয়। প্রয়োজন শক্তিশালী রক্ষণের। সঙ্গে অফস্টাম্প লাইনের বল ছাড়ার ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে শুভমানকে।’

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে রান পাননি বর্তমান ভারত অধিনায়ক। বড় রানের প্রত্যাশিত চাপের পাশে দলের অধিনায়ক হিসেবেও এবার বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে গিলের। নতুন ভারত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে সৌরভ আজ বলেছেন, ‘শুভমানের জন্য শুভেচ্ছা রইল। আমি নিশ্চিত ও সফল হবে ইংল্যান্ডে। হয়তো ১০ রানে ভারতের দুই উইকেট পড়ে গেল। তেমন হলে শুভমানকে নতুন বল খেলতে হবে। বিলেতে যা সহজ নয়। তাই অফস্টাম্প লাইনে বল ছাড়ার পাশে শুভমানকে মানসিকভাবেও অনেক শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামতে হবে।’

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে ব্যাটিংয়ে চলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল ও শুভমান গিল।

কিন্তু তার জন্য অনেক সতর্ক হয়ে খেলতে হবে ওকে। মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন বলও খেলতে হতে পারে ওকে।’ কেন এমন বলছেন সৌরভ? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সৌরভের কথায়, ‘আমি নিশ্চিত নই, শুনেছি শুভমান চার নম্বরে ব্যাটিং করবে। এই জায়গায় ব্যাটিং করতে হলে সবসময় মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে হবে।

শুভমানকে পরামর্শ দেওয়ার পাশে বিলেতের মাটিতে আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে দারুণ আগ্রহ রয়েছে সৌরভের। দিনকয়েক আগেই লন্ডন থেকে ফিরেছেন মহারাজ। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের মাঝে তাঁর বিলেত যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই কলকাতা থেকেই রোহিত-কোহলি-রবিচন্দ্রন অশ্বীন পরবর্তী পর্বে শুভমানের তরুণ ভারত কেমন খেলে, সেদিকে নজর থাকবে মহারাজের।

পাকিস্তানে ফিরতে আগ্রহী কার্স্টেন

কেপটাউন, ১৫ জুন : মতপার্থক্যের জেরে পদত্যাগ করেছিলেন। শর্তসাপেক্ষে আবারও পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী গ্যারি কার্স্টেন।

গত বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পাক ক্রিকেট দলের দায়িত্ব সামলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ কোচ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সেখানেই বলেছেন, ‘শেষ কয়েকটা মাস টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আমি যে খুব বেশি কিছু করতে পারব না তা বুঝতে পেরেছিলাম। নির্বাচক কমিটি থেকেও আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দল গঠনে আমার ভূমিকা থাকবে না, তারপরও কোচ হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল।’

এরপরও ভবিষ্যতে পাকিস্তানের কোচ হতে আগ্রহী কার্স্টেন। তবে শর্তসাপেক্ষে। প্রোটিয়া কোচ বলেছেন, ‘পাকিস্তান থেকে আবারও ডাক এলে যাব। তবে তা শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের জন্য এবং সঠিক পরিস্থিতিতে থাকলে তবেই।’ একই সঙ্গে পাক ক্রিকেট বোর্ডকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, ‘ক্রিকেট দল ক্রিকেটের লোক দিয়েই চালাতে হবে। বাইরে থেকে সেখানে হস্তক্ষেপ করা হলে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে।’

উন্মুক্তের অর্ধশতরান

ওয়াশিংটন, ১৫ জুন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে দারুণ শুরু প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক উন্মুক্ত চাঁদের। রবিবার তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের হয়ে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করলেন। তবে উন্মুক্ত রান পেলেও তাঁর দল জেতেনি।

প্রতিপক্ষ সান ফ্রান্সিসকো ২০ ওভারে ২১৯ রান তোলে। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা জাক ফ্রেসার-ম্যাকগার্ক ৩৮ বলে ৮৮ রান করেন। তিনি মোট ১১টি ছক্কা মেরেছেন এই ম্যাচে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে লস অ্যাঞ্জেলেস ১৮৭ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ক্লাব বিশ্বকাপের শুরুতেই পয়েন্ট নষ্ট করে হতাশ লিওনেল মেসি।

শুরুতেই আটকে গেল মেসির মায়ামি

ফ্লোরিডা, ১৫ জুন : হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। দুই দলের ফুটবলারদেরই চেষ্টায় কোনও খামতি ছিল না। তা সত্ত্বেও ফুটবলের মূল আকর্ষণ গোলটাই শুধু হল না। নিষ্ফলা ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ। আল আহলি-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ গোলশূন্য। এর কৃতিত্ব দুই দলের গোলরক্ষকের প্রাপ্য।

লড়াই হলেও মিশরের আল আহলিরই দাপট ছিল ম্যাচের সিংহভাগ সময়। সেই জায়গায় ইন্টার মায়ামির গোলের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি। কমপক্ষে ৭টি নিশ্চিত গোল বাঁচান তিনি। এর মধ্যে রয়েছে প্রথমার্ধের শেষলগ্নে পাওয়া আল আহলির পেনাল্টিও। ৪৩ মিনিটে ত্রেজেগুয়ের স্পটকিক ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রুখে দেন অস্কার। ম্যাচে সেরার পুরস্কারও ঝুলিতে পুরেছেন ৩৮ বছরের এই আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক খেলেও বিশেষ লাভ হয়নি ইন্টার মায়ামির। আসলে মিশরের ক্লাবটির গোলরক্ষক মহম্মদ এল সেনাওইও কম যাননি। গোটা ম্যাচ জুড়ে লিওনেল মেসিদের অন্তত ৫টি আক্রমণ প্রতিহত হয় তাঁর হাতে। একেবারে শুরুর দিকে লুইস সুয়ারেজের একটি শট রুখে দেন এলসেনাওই। ৯৬ মিনিটে মেসির দূরপাল্লার শট তাঁরই হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে ধাক্কা খায়। লিওর আরও একটি শট অল্পের জন্য পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। প্রথম ম্যাচ ড্র করায় মেসিদের প্রি-কোয়ার্টারের অঙ্ক যে একটু হলেও জটিল হল তা বলাই যায়।

এদিকে, ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে তেহরানে আটকে পড়েছেন মায়ামির স্ট্রাইকার মেহেদি তারেমি। ইরানে বিমান পরিষেবা বন্ধ। যে কারণে ক্লাব বিশ্বকাপে তাঁর খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শার্দূল-সরফুর শতরান

ঘূর্ণির অপেক্ষায় কুলদীপ ● সাময়িক দায়িত্বে ভিভিএস

লন্ডন, ১৫ জুন : অনুশীলন ম্যাচ শেষ। আর শেষ হয়ে যাওয়া সেই অনুশীলন ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রাপ্তির ভাঁড়ার পূর্ণ।

আগামী শুক্রবার লিডসের হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। তার আগে আজ লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহাম ক্রিকেট মাঠে শেষ হয়ে গেল সিনিয়ার ভারত বনাম ভারত ‘এ’ দলের প্রস্তুতি ম্যাচ। আগামীকাল শুভমান গিলদের লিডস পৌঁছে যাওয়ার কথা। তার আগে আজ ইন্ট্রা স্কোয়াড অনুশীলন ম্যাচে সরফরাজ খান ও শার্দূল ঠাকুর শতরান হাঁকিয়ে স্বস্তি দিয়েছেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। সেঞ্চুরি করে সরফরাজ আউট হয়ে গেলেও শার্দূল ১২২ রানে অপরাজিত থেকে যান। ফলে হেডিংলের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ঢোকার দাবি জোরদার করেছেন শার্দূল। সরফরাজ শতরান করলেও প্রথম টেস্টে তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম।

শার্দূলের অপরাজিত শতরানের দিন বল হাতে নজর কেড়েছেন জসপ্রীত বুমরাহও। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করে বিলেতে পৌঁছানোর পর বল হাতে বুমরাহর ছন্দ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিয়েছে। মায়ের অসুস্থতার কারণে কোচ গৌতম গম্ভীর এখন দিল্লিতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিলেত সফরে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের দায়িত্বে থাকা ভিভিএস লক্ষ্মণকে সাময়িকভাবে সিনিয়ার দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকালের পর আজও ভিভিএস বেকেনহামের মাঠে সিনিয়ার ভারত ও ভারত ‘এ’ দলের ম্যাচের সময় হাজির ছিলেন। তিনি গম্ভীরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন বলে খবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশেই ভিভিএস আপাতত সাময়িক দায়িত্বে টিম ইন্ডিয়ার। গম্ভীর ইংল্যান্ডে ফিরলে লক্ষ্মণ ফের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দায়িত্বে ফিরবেন।

নয়া অধিনায়ক শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা গতকালই শেষ অনুশীলন ম্যাচে রান পেয়েছিলেন।

আজ সরফরাজ, শার্দূলরাও রান করার পর প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে জোরদার লড়াই শুরু হয়েছে। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুলের ইনিংস ওপেন করা সময়ের অপেক্ষা। তিন নম্বরে বি সাই সুদর্শনের টেস্ট অভিষেক হওয়াও সময়ের অপেক্ষা। সুদর্শন অবশ্য অনুশীলন ম্যাচে রান পাননি। চার নম্বরে শুভমান। পাঁচে করুণ নায়ার ও ছয় নম্বরে ঋষভ পন্থ নিশ্চিত। সাতে রবীন্দ্র জাদেজা। আটে নীতীশ কুমার রেড্ডির বদলে শার্দূল প্রথম টেস্ট খেলতে পারেন বলে খবর। বাকি তিন জোরে বোলার হিসেবে বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণাও কার্যত নিশ্চিত। বেকেনহামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ম্যাচের শেষে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন কুলদীপ যাদব। প্রথম টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কিন্তু তারপরও চমকপ্রদভাবে কুলদীপ আজ জানিয়েছেন, বিলেত সফরে স্পিন সহায়ক পিচের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। লন্ডনে এখন বেশ গরম। তাই বিলেতের পিচে স্পিনারদের সাহায্য থাকবে বলেই মনে করছেন তিনি। কুলদীপের কথায়, ‘অনুশীলন ম্যাচের পিচ স্পিনারদের জন্য দারুণ ছিল। প্রথম দিনের খেলার শুরুতে পিচে আর্দ্রতা থাকলেও সময়ের সঙ্গে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ হয়ে গিয়েছিল। স্পিনাররাও সাহায্য পেয়েছে। আসন্ন সিরিজেও হয়তো এমনটা হবে।’

২০০৭ সালের পর ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। শুভমানের নয়া ভারত কি এবার ছবিটা বদলে দেবে? জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু তার আগে আজ কুলদীপ বলেছেন, ‘ভারত অধিনায়ক হিসেবে শুভমান তৈরি। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার মতো সিনিয়ারদের সঙ্গে অনেকদিন ধরে কাজ করেছে ও। ফলে আমি নিশ্চিত ভারত অধিনায়ক হিসেবে শুভমান খারাপ করবে না।’ রবিচন্দ্রন অশ্বীন নেই। টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ার স্পিনার এখন রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথম টেস্টে জাড্ডু নিশ্চিতভাবেই খেলছেন। এহেন জাড্ডুর সঙ্গে এখন বাড়তি সময় কাটাচ্ছেন কুলদীপ। তাঁর কথায়, ‘জাড্ডুভাইয়ের সঙ্গে একটু বেশিই সময় কাটাচ্ছি এখন। আমাদের বোঝাপড়া নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে। ওর থেকে অনেক কিছু শিখছি। আসন্ন সিরিজে সুযোগ পেলে সেই শিক্ষা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।’

আয়ুষের অর্ধশতরান

বালুরঘাট, ১৫ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৯ উইকেটে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মুর্শিদাবাদ ৪১.২ ওভারে ১১৪ রানে অল আউট হয়। মহম্মদ সায়ন ২৫ ও রৌনক কর্মকার ২৪ রান করে। শেখ রেহান আলি ২৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে ঋষিকেশ সর্দার (২১/২) ও রামিজ রাজা (২৩/২)। বৃষ্টির জন্য ভিজেডি নিয়মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার টার্গেট দাঁড়ায় ২৩ ওভারে ৫৪ রান। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৮.১ ওভারে ১ উইকেটে ৫৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আয়ুষ রায় ২৬ রান করে।

ম্যাচের সেরা আয়ুষ রায়।
ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন চ্যালেঞ্জার্স

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন : নর্থবেঙ্গল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ১৪ উর্ধ্ব বিভাগে টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল চ্যালেঞ্জার্স। রবিবার ফাইনালে তারা ৮৪ রানে টাইটান্সকে হারিয়েছে। এবিপিসি মাঠে প্রথমে চ্যালেঞ্জার্স ১৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪০ রান তোলে। ফাইনালের সেরা বিকি দাস ৫৩ রান করে। জবাবে টাইটান্স ৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। প্রতিযোগিতার সেরা ইন্দ্রনীল দাস ৩ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট।

অন্যদিকে, ইন্ট্রা কোচিং সেন্টার অনূর্ধ্ব-১৪ টি২০ সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতল ওয়ারিয়র্স। এদিন শেষ ম্যাচে তারা সুপার ওভারে কিংসের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ওয়ারিয়র্স ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৪ রান তোলে। জবাবে কিংস ৪ উইকেটে ৫৪ রানে থামে। পরে সুপার ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় ওয়ারিয়র্স।

ফাইনালে চেয়ারম্যান

বালুরঘাট, ১৫ জুন : ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে দিবারাত্রি নকআউট ফুটবলে ফাইনালে উঠল চেয়ারম্যান একাদশ। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস জয় হিন্দ বাহিনীর জেলা কমিটির এই প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে চেয়ারম্যান ২-০ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। গোল করেন ছোট্টু মার্ডি ও সজল সোরেন।

কনক ট্রফি শুরু

মেখলিগঞ্জ, ১৫ জুন : কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের কনক রায় ট্রফি ৮ দলীয় ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কুচলিবাড়ি এফসি ‘এ’ দল ৩-০ গোলে ভাই ভাই সংঘকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন উমেশ রায়। অন্যটি সাগর রায়ের।

উত্তরবঙ্গ কাবাডিতে সেরা মালদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গ কাবাডি সংস্থার সহযোগিতায় মহকুমা কাবাডি সংস্থা আয়োজিত মনমোহন পাল ও অসিত পণ্ডিত ট্রফি উত্তরবঙ্গ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল মালদা। রবিবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ৩৯-২৩ পয়েন্টে জিতেছে জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে মালদা ৫৩-২২ পয়েন্টে হারিয়েছে উত্তর দিনাজপুরকে। শিলিগুড়ি ‘বি’ দলের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি ৪২-২১ পয়েন্টে জয় তুলে নেয়। প্রতিযোগিতায় সেরা রেইডারের পুরস্কার পেয়েছেন মালদার একরামুল হক। সেরা ক্যাচার জলপাইগুড়ির লিটন বর্মন নির্বাচিত হয়েছেন।

পরে মহকুমা কাবাডি সংস্থার সচিব নান্টু পাল বলেছেন, ‘শিলিগুড়ি এই প্রতিযোগিতায় দুইটি আলাদা নামিয়েছিল। কিন্তু কোনওটাই ফাইনালে উঠতে পারেনি। প্রয়োজন ছিল একসঙ্গে দল তৈরির। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে সেই চেষ্টাই করব।’ নান্টু পাল ছাড়াও পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গ কাবাডির সচিব কিশোর পাত্র, ইন্টারন্যাশনাল টেকনিকাল অফিসার দিলীপ পালিত, করণ সিং জৈন, অসিত পণ্ডিত প্রমুখ।

শিলিগুড়ির হিন্দি হাইস্কুলে ট্রফি নিয়ে উল্লাস মালদা কাবাডি দলের।

হ্যাটট্রিক আশিকের

কোচবিহার, ১৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে রবিবার হরিণচওড়া প্রভাতি ক্লাব ৫-০ গোলে ভারতী সংঘ ও পাঠাগারকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা আশিক ইলাহি হ্যাটট্রিক করেন। তাঁকে নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি দেওয়া হয়েছে। তাদের বাকি গোল দুইটি জয় শীল ও মকলেস মিয়াঁর। সোমবার খেলবে পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব এবং প্রভাতী ক্লাব।

রুপো শ্রীপর্ণার

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জুন : দেরাদুনে কিও ন্যাশনাল ক্যারাটেতে রাজ্য দলের হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার শ্রীপর্ণা পাল কুমিতে ক্যাটিগোরিতে রুপো পেয়েছে। সে মেয়েদের ১৩ বছর বিভাগে অনূর্ধ্ব-৪০ কেজিতে নেমেছিল।